সংবিধান সনদ দেশে দেশে

মদীনা সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান

মদীনা সনদ
ও
বাংলাদেশের সংবিধান

সংকলনে

মো : রফিকুল ইসলাম
সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি বিশ্ব-জাহানের মালিক, যার অশেষ রহমতে মদীনা সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান বইটি ব্যাপক সম্পাদনা করে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি।

সংবিধান ও সনদ সম্পর্কে অনেকের জানার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে পর্যাপ্ত বই না থাকায় এর জ্ঞান অর্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেদিক বিবেচনা করে আমরা বিভিন্ন বিশ্বসংস্থা, মদিনা সনদ, ম্যাগনাকার্টা ও বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের সংবিধান এবং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সনদের সমন্বয়ে স্বল্প পরিসরে এ বইটি সাজিয়েছি। তবে পরবর্তীতে আরো ব্যাপকভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বর্ধিত কলেবরে এটি সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হবে।

এটি সংকলন ও সম্পাদনা করতে গিয়ে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, মনোরমা ইয়ারবুক এবং ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন দেশের সংবিধান ভাষান্তর করে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সংবিধান ২০১১ সালে সরকারীভাবে প্রকাশিত সরাসরি বই থেকে নেয়া হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বইটি ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, রাজনীতিবিদ, লেখক, সাংবাদিক ও সব শ্রেণির জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তির প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত]

অক্টোবর, ২০১১

উপক্রমণিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ১৮ই কার্তিক মোতাবেক ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে গৃহীত হইবার পর একই বৎসরের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে বলবৎ হয়। জাতির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান এই দলিলটির সহজলভ্য এবং সহজে বহনযোগ্য পকেট সাইজ সংকলন প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ২০১১ সালের ৩০শে জুন তারিখে জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাসকৃত সর্বশেষ অর্থাৎ পঞ্চদশ সংশোধনীসহ সকল সংশোধনী এই পকেট সাইজ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহা হালনাগাদ করা হইয়াছে।

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১-এর মাধ্যমে ১৯৭২ সালে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংবিধানের মূল চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে যথাযথ ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি রোধের রক্ষাকবচ হিসাবে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালী জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন এবং তিনি ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে ঘোষণা দেন এবং ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক জারীকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র যথাক্রমে সংবিধানের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম

তফসিল হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়া বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হইয়াছে। গণতন্ত্র রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিধায় সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণের বিধান সমুন্নত রাখিবার জন্য সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হইয়াছে।

উল্লেখ্য, অদ্যাবধি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৫ (পনের) বার সংশোধিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পঞ্চম, সপ্তম এবং ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বেআইনী ও অসাংবিধানিক ঘোষিত হইয়াছে। আইনজীবী, বিচারক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং আপামর জনসাধারণের ব্যবহারের প্রয়োজনে এবং সংবিধানের সর্বশেষ সংশোধনীসহ হালনাগাদকৃত অবস্থা উপস্থাপনের লক্ষ্যে উহা মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হইল।

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ
মন্ত্রী
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

প্রথম ভাগ

প্রজাতন্ত্র

অনুচ্ছেদ ঃ

দ্বিতীয় ভাগ
রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ ঃ

চতুর্থ ভাগ

নির্বাহী বিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ—রাষ্ট্রপতি

অনুচ্ছেদ ঃ

২য় পরিচ্ছেদ—প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

২ক পরিচ্ছেদ—বিলুপ্ত

৩য় পরিচ্ছেদ—স্থানীয় শাসন

অনুচ্ছেদ ঃ

৪র্থ পরিচ্ছেদ—প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ

৫ম পরিচ্ছেদ—অ্যাটর্নি-জেনারেল

পঞ্চম ভাগ

আইনসভা

১ম পরিচ্ছেদ—সংসদ

অনুচ্ছেদ ঃ

২য় পরিচ্ছেদ—আইন প্রণয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি

অনুচ্ছেদ ঃ

অনুচ্ছেদ ঃ

২য় পরিচ্ছেদ—অধস্তন আদালত

৩য় পরিচ্ছেদ—প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

ষষ্ঠ ক ভাগ—বিলুপ্ত

সপ্তম ভাগ

নির্বাচন

২য় পরিচ্ছেদ-সরকারী কর্ম কমিশন

নবম-ক ভাগ

জরুরী বিধানাবলী

দশম ভাগ

সংবিধান-সংশোধন

একাদশ ভাগ

বিবিধ

অনুচ্ছেদ ঃ

তফসিল

প্রথম তফসিল — অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন

দ্বিতীয় তফসিল — *বিলুপ্ত*

তৃতীয় তফসিল — শপথ ও ঘোষণা

চতুর্থ তফসিল — ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী

পঞ্চম তফসিল — ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ

ষষ্ঠ তফসিল — ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্য রাত শেষে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা

সপ্তম তফসিল — ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম
(দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)/
পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে।

প্রস্তাবনা

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি ;

আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল-জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে ;

আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে ;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;

এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত উনআশী বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠার তারিখ, মোতাবেক উনিশ শত বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।

প্রথম ভাগ

প্রজাতন্ত্র

প্রজাতন্ত্র

১। বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে।

২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইবে

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা

(ক) ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা-ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল এবং সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪-এ অন্তর্ভুক্ত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা, কিন্তু উক্ত আইনে বহির্ভূত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা তদ্‌বহির্ভূত ; এবং

(খ) যে সকল এলাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত হইতে পারে।

২ক। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।

রাষ্ট্রধর্ম

৩। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

রাষ্ট্রভাষা

৪। (১) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা"র প্রথম দশ চরণ।

জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক

(২) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত।

(৩) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উভয় পার্শ্বে ধান্যশীর্ষবেষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তাহার শীর্ষদেশে পাট-গাছের তিনটি পরস্পরসংযুক্ত পত্র, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া তারকা।

(৪) উপরি-উক্ত দফাসমূহ-সাপেক্ষে জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক সম্পর্কিত বিধানাবলী আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

জাতির পিতার প্রতিকৃতি

৪ক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশন-সমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।

রাজধানী

৫। (১) প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা।

(২) রাজধানীর সীমানা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

নাগরিকত্ব

৬। (১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।

সংবিধানের প্রাধান্য

৭। (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

(২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভি-ব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।

সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ

৭ক। (১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাং-বিধানিক পন্থায়—

(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে ; কিংবা

(খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে—

তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত—

(ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে ; কিংবা

(খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে—

তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৭খ। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।

সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য

দ্বিতীয় ভাগ

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৮। (১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা–এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

মূলনীতিসমূহ

(২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ-পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন-প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না।

জাতীয়তাবাদ

৯। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি

১০। মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।

ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য

(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,

(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,

(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন,

বিলোপ করা হইবে।

মালিকানার নীতি

১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে ঃ

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা ;

(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা ; এবং

(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি

১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে—এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।

মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা

১৫। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় ঃ

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা ;

(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার ;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার ; এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার।

গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব

১৬। নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ—ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা

১৭। রাষ্ট্র

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য

কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা

১৮। (১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

১৮ক। রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।

১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন। সুযোগের সমতা

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।

২০। (১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন। অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম

(২) রাষ্ট্র এমন অবস্থাসৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।

নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য

২১। (১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিকদায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

(২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।

নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ

২২। রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।

জাতীয় সংস্কৃতি

২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি

২৩ক। রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতি-সত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৪। বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান-সমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি

২৫। জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি-প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন ;

(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন ; এবং

(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।

তৃতীয় ভাগ

মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস আইন বাতিল

২৬। (১) এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

(৩) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

আইনের দৃষ্টিতে সমতা

২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।

ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য

২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা

২৯। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই

(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে,

(খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,

(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে

রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

৩০। রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না।

বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ

৩১। আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার

৩২। আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ

৩৩। (১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ—সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ

(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্ত-কাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না,

(ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু ; অথবা

(খ) যাহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে।

(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন

এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।

(৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থ-বিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

(৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ

৩৪। (১) সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ ; এবং এই বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(ক) ফৌজদারী অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি আইনতঃ দন্ডভোগ করিতেছেন ; অথবা

(খ) জনগণের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে।

বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ

৩৫। (১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটন-কালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দন্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দন্ড দেওয়া যাইবে না।

(২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দন্ডিত করা যাইবে না।

(৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন।

(৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দন্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

(৬) প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট কোন দন্ড বা বিচারপদ্ধতি সম্পর্কিত কোন বিধানের প্রয়োগকে এই অনুচ্ছেদের (৩) বা (৫) দফার কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

চলাফেরার স্বাধীনতা

৩৬। জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ—সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

সমাবেশের স্বাধীনতা

৩৭। জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ–সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

সংগঠনের স্বাধীনতা

৩৮। জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি–

(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় ;

(খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিক-দের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় ;

(গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় ; বা

(ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা

৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ- সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব-প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার

নিশ্চয়তা দান করা হইল।

পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা

৪০। আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ–সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

৪১। (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে ;

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

(২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

সম্পত্তির অধিকার

৪২। (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে ; তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ

৪৩। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের

(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা-লাভের অধিকার থাকিবে ; এবং

(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতা-রক্ষার অধিকার থাকিবে।

মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ

৪৪। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকার-সমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোন ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।

শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন

৪৫। কোন শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোন বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধান বলিয়া অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা

৪৬। এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দন্ডাদেশ, দন্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন।

কতিপয় আইনের হেফাজত

৪৭। (১) নিম্নলিখিত যে কোন বিষয়ের বিধান-সংবলিত কোন আইনে (প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে) সংসদ যদি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোন একটিকে কার্যকর করিবার জন্য অনুরূপ বিধান করা হইল, তাহা হইলে অনুরূপ আইন এই ভাগে নিশ্চয়কৃত কোন অধিকারের সহিত অসমঞ্জস কিংবা অনুরূপ অধিকার হরণ বা খর্ব করিতেছে, এই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না ঃ

(ক) কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল কিংবা সাময়িক-ভাবে বা স্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা ;

(খ) বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ উদ্যোগসম্পন্ন একাধিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সংযুক্তকরণ ;

(গ) অনুরূপ যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও কর্মচারীদের অধিকার এবং (যে কোন প্রকারের) শেয়ার ও স্টকের মালিকদের ভোটাধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ ;

(ঘ) খনিজদ্রব্য বা খনিজ তৈল-অনুসন্ধান বা লাভের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ ;

(ঙ) অন্যান্য ব্যক্তিকে অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ পরিহার করিয়া সরকার কর্তৃক বা সরকারের নিজস্ব, নিয়ন্ত্রণাধীন বা ব্যবস্থাপনাধীন কোন সংস্থা কর্তৃক যে কোন কারবার, ব্যবসায়, শিল্প বা কর্মবিভাগ-চালনা ; অথবা

(চ) যে কোন সম্পত্তির স্বত্ব কিংবা পেশা, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায়-সংক্রান্ত যে কোন অধিকার কিংবা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কোন বাণিজ্যিক বা শিল্পগত উদ্যোগের মালিক বা কর্মচারীদের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ।

(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রথম তফসিলে বর্ণিত আইনসমূহ (অনুরূপ আইনের কোন সংশোধনীসহ) পূর্ণভাবে বলবৎ ও কার্যকর হইতে থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের কোন বিধান কিংবা অনুরূপ কোন আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অনুরূপ কোন আইনকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না।

(৩) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতা-বিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সংগঠন কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দন্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা

৪৭ক। (১) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।

চতুর্থ ভাগ

নির্বাহী বিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ-রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি

৪৮। (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

(২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।

(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন ; অথবা

(খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন ; অথবা

(গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন।

(৫) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে–কোন বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।

ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার

৪৯। কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে–কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে–কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।

রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ

৫০। (১) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার উত্তরাধিকারী- কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(২) একাদিক্রমে হউক বা না হউক-দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।

(৩) স্পীকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভারকালে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, এবং কোন সংসদ-সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁহার কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি

৫১। (১) এই সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদের হানি না ঘটাইয়া বিধান করা হইতেছে যে, রাষ্ট্রপতি তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোন কার্য করিয়া থাকিলে বা না করিয়া থাকিলে সেইজন্য তাঁহাকে কোন আদালতে জবাবদিহি করিতে হইবে না, তবে এই দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করিবে না।

(২) রাষ্ট্রপতির কার্যভারকালে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রকার ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাইবে না এবং তাঁহার গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত হইতে পরোয়ানা জারী করা যাইবে না।

রাষ্ট্রপতির অভিশংসন

৫২। (১) এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে ; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে ; স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না ; এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করিতে পারিবেন।

(৩) অভিযোগ-বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি- প্রেরণের অধিকার থাকিবে।

(৪) অভিযোগ-বিবেচনার পর মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

(৫) এই সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ-অনুযায়ী স্পীকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব-পালনকালে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী এই পরিবর্তন-সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে যে, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় স্পীকারের উল্লেখ ডেপুটি স্পীকারের উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে এবং (৪) দফায় রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবার উল্লেখ স্পীকারের পদ শূন্য হইবার উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে ; এবং (৪) দফায় বর্ণিত কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনে বিরত হইবেন।

অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ

৫৩। (১) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইতে পারিবে ; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে কথিত অসামর্থ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে।

(২) সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে নোটিশ প্রাপ্তিমাত্র স্পীকার সংসদের অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং একটি চিকিৎসা-পর্ষদ (অতঃপর এই অনুচ্ছেদে "পর্ষদ" বলিয়া অভিহিত) গঠনের প্রস্তাব আহ্বান করিবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইবার পর স্পীকার তৎক্ষণাৎ উক্ত নোটিশের একটি

প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাঁহার সহিত এই মর্মে স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিবেন যে, অনুরূপ অনুরোধ জ্ঞাপনের তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি যেন পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হন।

(৩) অপসারণের জন্য প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদানের পর হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে না, এবং অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য পুনরায় সংসদ আহ্বানের প্রয়োজন হইলে স্পীকার সংসদ আহ্বান করিবেন।

(৪) প্রস্তাবটি বিবেচিত হইবার কালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকিবে।

(৫) প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত না হইয়া থাকিলে প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইতে পারিবে এবং সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে তাহা গৃহীত হইলে প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

(৬) অপসারণের জন্য প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপিত হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকিলে সংসদের নিকট পর্ষদের মতামত পেশ করিবার সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে না।

(৭) সংসদ কর্তৃক প্রস্তাবটি ও পর্ষদের রিপোর্ট (যাহা এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে পরীক্ষিত সাত দিনের মধ্যে দাখিল করা হইবে এবং অনুরূপভাবে দাখিল না করা হইলে তাহা বিবেচনার প্রয়োজন হইবে না) বিবেচিত হইবার পর সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে তাহা গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হইবে।

অনুপস্থিতি প্রভৃতির-কালে রাষ্ট্রপতি-পদে স্পীকার

৫৪। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

২য় পরিচ্ছেদ—প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

মন্ত্রিসভা

৫৫। (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।

(২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।

(৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে।

(৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহা বিধিসমূহ-দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথ-ভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।

৫৬। (১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন। মন্ত্রিগণ

(২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন।

(৩) যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।

(৪) সংসদ ভাংগিয়া যাওয়া এবং সংসদ-সদস্যদের অব্যবহিত পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীকালে এই অনুচ্ছেদের (২) বা (৩) দফার অধীন নিয়োগ দানের প্রয়োজন দেখা দিলে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা সংসদ-সদস্য ছিলেন, এই দফার উদ্দেশ্যসাধনকল্পে তাঁহারা সদস্যরূপে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ

৫৭। (১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি–

(ক) তিনি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন ; অথবা

(খ) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন।

(২) সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন কিংবা সংসদ ভাংগিয়া দিবার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করিবেন এবং তিনি অনুরূপ পরামর্শদান করিলে রাষ্ট্রপতি, অন্য কোন সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সংসদ ভাংগিয়া দিবেন।

(৩) প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অযোগ্য করিবে না।

অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ

৫৮। (১) প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি–

(ক) তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন ;

(খ) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন, তবে ৫৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার শর্তাংশের অধীনে মনোনীত মন্ত্রীর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না ;

(গ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে রাষ্ট্রপতি অনুরূপ নির্দেশ দান করেন ; অথবা

(ঘ) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফায় যেরূপ বিধান করা হইয়াছে তাহা কার্যকর হয়।

(২) প্রধানমন্ত্রী যে–কোন সময়ে কোন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্ত মন্ত্রী অনুরূপ অনুরোধ পালনে অসমর্থ হইলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে উক্ত মন্ত্রীর নিয়োগের অবসান ঘটাইবার পরামর্শ দান করিতে পারিবেন।

(৩) সংসদ ভাংগিয়া যাওয়া অবস্থায় যে-কোন সময়ে কোন মন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের (১) দফার (ক), (খ) ও (ঘ) উপ-দফার কোন কিছুই অযোগ্য করিবে না।

(৪) প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে বা স্বীয় পদে বহাল না থাকিলে মন্ত্রীদের প্রত্যেকে পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে; তবে এই পরিচ্ছেদের বিধানাবলী-সাপেক্ষে তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁহারা স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন।

(৫) এই অনুচ্ছেদে "মন্ত্রী" বলিতে প্রতি-মন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত।

২ক পরিচ্ছেদ–নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার [সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২১ ধারাবলে পরিচ্ছেদটি বিলুপ্ত।]

৩য় পরিচ্ছেদ-স্থানীয় শাসন

স্থানীয় শাসন

৫৯। (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক এককাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন

এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে ঃ

(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য ;

(খ) জনশৃংখলা রক্ষা ;

(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা

৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

৪র্থ পরিচ্ছেদ-প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ

সর্বাধিনায়কতা

৬১। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে এবং আইনের দ্বারা তাহার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হইবে।

প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি প্রভৃতি

৬২। (১) সংসদ আইনের দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিবেন ঃ

(ক) বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্ম-বিভাগসমূহ ও উক্ত কর্ম-বিভাগসমূহের সংরক্ষিত অংশ-সমূহ গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ ;

(খ) উক্ত কর্মবিভাগসমূহে কমিশন মঞ্জুরী ;

(গ) প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধান-দের নিয়োগদান ও তাঁহাদের বেতন ও ভাতা-নির্ধারণ ; এবং

(ঘ) উক্ত কর্মবিভাগসমূহ ও সংরক্ষিত অংশসমূহ-সংক্রান্ত শৃঙ্খলা-মূলক ও অন্যান্য বিষয়।

(২) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত বিষয়সমূহের জন্য বিধান না করা পর্যন্ত অনুরূপ যে সকল বিষয় প্রচলিত আইনের অধীন নহে, রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা সেই সকল বিষয়ের জন্য বিধান করিতে পারিবেন।

৬৩। (১) সংসদের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাইবে না কিংবা প্রজাতন্ত্র কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবেন না।

যুদ্ধ

৫ম পরিচ্ছেদ-অ্যাটর্নি-জেনারেল

৬৪। (১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল-পদে নিয়োগদান করিবেন।

অ্যাটর্নি-জেনারেল

(২) অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) অ্যাটর্নি-জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার থাকিবে।

(৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

পঞ্চম ভাগ
আইনসভা

১ম পরিচ্ছেদ-সংসদ

৬৫। (১) "জাতীয় সংসদ" নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে ;

সংসদ-প্রতিষ্ঠা

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন-দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতা-সম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।

(২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিন শত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে ; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন।

(৩) সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।

(৩ক) সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিন শত সদস্য এবং (৩) দফায় বর্ণিত পঞ্চাশ মহিলা-সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে।

(৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে।

সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

৬৬। (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন ;

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন ;

(গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন ;

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে ;

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন ;

(চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ; অথবা

(ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।

(২ক) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফা তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি—

(ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিলে ; কিংবা

(খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে–

এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(৪) কোন সংসদ-সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কি না কিংবা এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ- অনুসারে কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে কি না, সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৫) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার বিধানাবলী যাহাতে পূর্ণ কার্যকরতা লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতা-দানের জন্য সংসদ যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, আইনের দ্বারা সেইরূপ বিধান করিতে পারিবেন।

সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া

৬৭। (১) কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে, যদি

(ক) তাঁহার নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে অসমর্থ হন ;

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পূর্বে স্পীকার যথার্থ কারণে তাহা বর্ধিত করিতে পারিবেন ;

(খ) সংসদের অনুমতি না লইয়া তিনি একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক-দিবস অনুপস্থিত থাকেন ;

(গ) সংসদ ভাঙ্গিয়া যায় ;

(ঘ) তিনি এই সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন অযোগ্য হইয়া যান ; অথবা

(ঙ) এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিস্থিতি উদ্ভব হয়।

(২) কোন সংসদ-সদস্য স্পীকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং স্পীকার-কিংবা স্পীকারের পদ শূন্য থাকিলে বা অন্য কোন কারণে স্পীকার স্বীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ডেপুটি স্পীকার-যখন উক্ত পত্র প্রাপ্ত হন, তখন হইতে উক্ত সদস্যের আসন শূন্য হইবে।

সংসদ-সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রভৃতি

৬৮। সংসদের আইন-দ্বারা কিংবা অনুরূপ-ভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সংসদ-সদস্যগণ সেইরূপ পারিশ্রমিক, ভাতা ও বিশেষ-অধিকার লাভ করিবেন।

শপথগ্রহণের পূর্বে আসনগ্রহণ বা ভোট-দান করিলে সদস্যের অর্থদণ্ড

৬৯। কোন ব্যক্তি এই সংবিধানের বিধান-অনুযায়ী শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করিবার এবং শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবার পূর্বে কিংবা তিনি সংসদ-সদস্য হইবার যোগ্য নহেন বা অযোগ্য হইয়াছেন জানিয়া সংসদ-সদস্যরূপে আসনগ্রহণ বা ভোটদান করিলে তিনি প্রতি দিনের অনুরূপ কার্যের জন্য প্রজাতন্ত্রের নিকট দেনা হিসাবে উসুলযোগ্য এক হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া

৭০। কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি–

(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা

(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন,

তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।

দ্বৈত-সদস্যতায় বাধা

৭১। (১) কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ-সদস্য হইবেন না।

(২) কোন ব্যক্তির একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ায় এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত কোন কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না, তবে তিনি যদি একাধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হন, তাহা হইলে

(ক) তাঁহার সর্বশেষ নির্বাচনের ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি কোন্ নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করিতে ইচ্ছুক, তাহা জ্ঞাপন করিয়া নির্বাচন

কমিশনকে একটি স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণা প্রদান করিবেন এবং তিনি অন্য যে সকল নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, অতঃপর সেই সকল এলাকার আসনসমূহ শূন্য হইবে ;

(খ) এই দফার (ক) উপ-দফা মান্য করিতে অসমর্থ হইলে তিনি যে সকল আসনে নির্বাচিত হইয়া-ছিলেন, সেই সকল আসন শূন্য হইবে ; এবং

(গ) এই দফার উপরি-উক্ত বিধানসমূহ যতখানি প্রযোজ্য, ততখানি পালন না করা পর্যন্ত নির্বাচিত ব্যক্তি সংসদ-সদস্যের শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে পারিবেন না।

সংসদের অধিবেশন

৭২। (১) সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করিবেন এবং সংসদ আহ্বানকালে রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন ;

তবে শর্ত থাকে যে, ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার (ক) উপ-দফায় উল্লিখিত নব্বই দিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না ঃ

তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন তাঁহার দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও সংসদ-সদস্যদের যে কোন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহ্বান করা হইবে।

(৩) রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙ্গিয়া না দিয়া থাকিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবার কালে সংসদের আইন-দ্বারা অনুরূপ মেয়াদ এককালে অনধিক এক বৎসর বর্ধিত করা যাইতে পারিবে, তবে যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে বর্ধিত মেয়াদ কোনক্রমে ছয় মাসের অধিক হইবে না।

(৪) সংসদ ভঙ্গ হইবার পর এবং সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রজাতন্ত্র যে যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছেন, সেই যুদ্ধাবস্থার বিদ্যমানতার জন্য সংসদ পুনরাহ্বান করা প্রয়োজন, তাহা হইলে যে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল, রাষ্ট্রপতি তাহা আহ্বান করিবেন।

(৫) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী-সাপেক্ষে কার্যপ্রণালী-বিধি-দ্বারা বা অন্যভাবে সংসদ যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সংসদের বৈঠকসমূহ সেইরূপ সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী

৭৩। (১) রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান এবং বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(২) সংসদ-সদস্যদের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বৎসর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান করিবেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ শ্রবণ বা প্রেরিত বাণী প্রাপ্তির পর সংসদ উক্ত ভাষণ বা বাণী সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার

৭৩ক। (১) প্রত্যেক মন্ত্রী সংসদে বক্তৃতা করিতে এবং অন্যভাবে ইহার কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করিতে অধিকারী হইবেন, তবে যদি তিনি সংসদ-সদস্য না হন, তাহা হইলে তিনি ভোটদান করিতে পারিবেন না এবং তিনি কেবল তাঁহার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখিতে পারিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদে "মন্ত্রী" বলিতে প্রধানমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত।

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার

৭৪। (১) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সংসদ একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করিবেন, এবং এই দুই পদের যে কোনটি শূন্য হইলে সাত দিনের মধ্যে কিংবা ঐ সময়ে সংসদ বৈঠকরত না থাকিলে পরবর্তী প্রথম বৈঠকে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে নির্বাচিত করিবেন।

(২) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদ শূন্য হইবে, যদি–

(ক) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন ;

(খ) তিনি মন্ত্রী-পদ গ্রহণ করেন ;

(গ) পদ হইতে তাঁহার অপসারণ দাবী করিয়া মোট সংসদ-সদস্যের সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভোটে সমর্থিত কোন প্রস্তাব (প্রস্তাবটি উত্থাপনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া অন্যূন চৌদ্দ দিনের নোটিশ প্রদানের পর) সংসদে গৃহীত হয় ;

(ঘ) তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে তাঁহার পদ ত্যাগ করেন ;

(ঙ) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর অন্য কোন সদস্য তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করেন ; অথবা

(চ) ডেপুটি স্পীকারের ক্ষেত্রে, তিনি স্পীকারের পদে যোগদান করেন।

(৩) স্পীকারের পদ শূন্য হইলে বা তিনি রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করিলে কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি স্বীয় দায়িত্বপালনে অসমর্থ বলিয়া সংসদ নির্ধারণ করিলে স্পীকারের সকল দায়িত্ব ডেপুটি স্পীকার পালন করিবেন, কিংবা ডেপুটি স্পীকারের পদও শূন্য হইলে সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি-অনুযায়ী কোন সংসদ-সদস্য তাহা পালন করিবেন; এবং সংসদের কোন বৈঠকে স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার কিংবা ডেপুটি স্পীকারও অনুপস্থিত থাকিলে সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি-অনুযায়ী কোন সংসদ-সদস্য স্পীকারের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) সংসদের কোন বৈঠকে স্পীকারকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনাকালে স্পীকার (কিংবা ডেপুটি স্পীকারকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনাকালে ডেপুটি স্পীকার) উপস্থিত থাকিলেও সভাপতিত্ব করিবেন না এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অনুপস্থিতিকালীন বৈঠক সম্পর্কে প্রযোজ্য বিধানাবলী অনুরূপ প্রত্যেক বৈঠকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৫) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব সংসদে বিবেচিত হইবার কালে ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের কথা বলিবার ও সংসদের কার্যধারায় অন্যভাবে অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে এবং তিনি কেবল সদস্যরূপে ভোটদানের অধিকারী হইবেন।

(৬) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৫। (১) এই সংবিধান-সাপেক্ষে

কার্যপ্রণালী-বিধি, কোরাম প্রভৃতি

(ক) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্য-প্রণালী-বিধি-দ্বারা এবং অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কার্য-প্রণালী-বিধি-দ্বারা সংসদের কার্য-প্রণালী নিয়ন্ত্রিত হইবে ;

(খ) উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র ব্যতীত সভাপতি ভোটদান করিবেন না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন ;

(গ) সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য রহিয়াছে, কেবল এই কারণে কিংবা সংসদে উপস্থিত হইবার বা ভোটদানের বা অন্য কোন উপায়ে কার্যধারায় অংশগ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন, কেবল এই কারণে সংসদের কোন কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

(২) সংসদের বৈঠক চলাকালে কোন সময়ে উপস্থিত সদস্য-সংখ্যা ষাটের কম বলিয়া যদি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ষাট জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখিবেন কিংবা মুলতবি করিবেন।

সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ

৭৬। (১) সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন ঃ

(ক) সরকারী হিসাব কমিটি ;

(খ) বিশেষ-অধিকার কমিটি ; এবং

(গ) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

(২) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে

(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন ;

(খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন ;

(গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন ;

(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

(৩) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে

(ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্যগ্রহণের,

(খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করিবার

ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

ন্যায়পাল

৭৭। (১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন।

(২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ-অধিকার ও দায়মুক্তি

৭৮। (১) সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর সংসদের কার্যপ্রণালীনিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে, তিনি এই সকল ক্ষমতাপ্রয়োগ-সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে কোন আদালতের এখতিয়ারের অধীন হইবেন না।

(৩) সংসদে বা সংসদের কোন কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোন সংসদ-সদস্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৪) সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বে কোন রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৫) এই অনুচ্ছেদ-সাপেক্ষে সংসদের আইন-দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ-সদস্যদের বিশেষ-অধিকার নির্ধারণ করা যাইতে পারিবে।

সংসদ-সচিবালয়

৭৯। (১) সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকিবে।

(২) সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৩) সংসদ কর্তৃক বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত স্পীকারের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ নির্ধারণ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে প্রণীত বিধিসমূহ যে কোন আইনের বিধান-সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।

২য় পরিচ্ছেদ-আইনপ্রণয়ন ও অর্থ-সংক্রান্ত পদ্ধতি

আইনপ্রণয়ন-পদ্ধতি

৮০। (১) আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হইবে।

(২) সংসদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হইলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে।

(৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করিবার পর পনর দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তাহার কোন বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারিবেন ; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরত পাঠান, তাহা হইলে সংসদ রাষ্ট্রপতির বার্তাসহ তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন ;

এবং সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করিলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং অনুরূপ উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন ; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করিলে বা তিনি সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে এবং সংসদের আইন বলিয়া অভিহিত হইবে।

অর্থবিল

৮১। (১) এই ভাগে "অর্থবিল" বলিতে কেবল নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সকল বা যে কোন একটি সম্পর্কিত বিধানাবলী-সংবলিত বিল বুঝাইবে ঃ

(ক) কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণ ;

(খ) সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ বা কোন গ্যারান্টিদান, কিংবা সরকারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত আইন সংশোধন ;

(গ) সংযুক্ত তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ, অনুরূপ তহবিলে অর্থপ্রদান বা অনুরূপ তহবিল হইতে অর্থ দান বা নির্দিষ্টকরণ ;

(ঘ) সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় আরোপ কিংবা অনুরূপ কোন দায় রদবদল বা বিলোপ ;

(ঙ) সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব বাবদ অর্থপ্রাপ্তি, কিংবা অনুরূপ অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ বা দান, কিংবা সরকারের হিসাব-নিরীক্ষা ;

(চ) উপরি-উক্ত উপ-দফাসমূহে নির্ধারিত যে কোন বিষয়ের অধীন কোন আনুষঙ্গিক বিষয়।

(২) কোন জরিমানা বা অন্য অর্থদন্ড আরোপ বা রদবদল, কিংবা লাইসেন্স-ফি বা কোন কার্যের জন্য ফি বা উসুল আরোপ বা প্রদান কিংবা স্থানীয় উদ্দেশ্যসাধনকল্পে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণের বিধান করা হইয়াছে, কেবল এই কারণে কোন বিল অর্থবিল বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট পেশ করিবার সময়ে প্রত্যেক অর্থবিলে স্পীকারের স্বাক্ষরে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট থাকিবে যে, তাহা একটি অর্থবিল, এবং অনুরূপ সার্টিফিকেট সকল বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে এবং সেই সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ

৮২। কোন অর্থ বিল, অথবা সরকারী অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে এমন কোন বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উত্থাপন করা যাইবে না ;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন অর্থ বিলে কোন কর হ্রাস বা বিলোপের বিধান-সংবলিত কোন সংশোধনী উত্থাপনের জন্য এই অনুচ্ছেদের অধীন সুপারিশের প্রয়োজন হইবে না।

সংসদের আইন ব্যতীত করারোপে বাধা

৮৩। সংসদের কোন আইনের দ্বারা বা কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাইবে না।

সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব

৮৪। (১) সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল রাজস্ব, সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সকল ঋণ এবং কোন ঋণপরিশোধ হইতে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ একটি মাত্র তহবিলের অংশে পরিণত হইবে এবং তাহা "সংযুক্ত তহবিল" নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত অন্য সকল সরকারী অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমা হইবে।

সরকারী অর্থের নিয়ন্ত্রণ

৮৫। সরকারী অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষেত্রমত সংযুক্ত তহবিলে অর্থপ্রদান বা তাহা হইতে অর্থপ্রত্যাহার কিংবা প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে অর্থপ্রদান বা তাহা হইতে অর্থ প্রত্যাহার এবং উপরি-উক্ত বিষয়সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক সকল বিষয় সংসদের আইন-দ্বারা এবং অনুরূপ আইনের বিধান না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে প্রদেয় অর্থ

৮৬। প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমা হইবে–

(ক) রাজস্ব কিংবা এই সংবিধানের ৮৪ অনুচ্ছেদের (১) দফার কারণে যেরূপ অর্থ সংযুক্ত তহবিলের অংশে পরিণত হইবে, তাহা ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কিংবা প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত বা ব্যক্তির নিকট জমা রহিয়াছে, এইরূপ সকল অর্থ ; অথবা

(খ) যে কোন মোকদ্দমা, বিষয়, হিসাব বা ব্যক্তি বাবদ যে কোন আদালত কর্তৃক প্রাপ্ত বা আদালতের নিকট জমা রহিয়াছে, এইরূপ সকল অর্থ।

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি

৮৭। (১) প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সম্পর্কে উক্ত বৎসরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়-সংবলিত একটি বিবৃতি (এই ভাগে "বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি" নামে অভিহিত) সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

(২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে পৃথক পৃথকভাবে

(ক) এই সংবিধানের দ্বারা বা অধীন সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়রূপে বর্ণিত ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, এবং

(খ) সংযুক্ত তহবিল হইতে ব্যয় করা হইবে, এইরূপ প্রস্তাবিত অন্যান্য ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ

প্রদর্শিত হইবে এবং অন্যান্য ব্যয় হইতে রাজস্বখাতের ব্যয় পৃথক করিয়া প্রদর্শিত হইবে।

সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়

৮৮। সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে ঃ

(ক) রাষ্ট্রপতিকে দেয় পারিশ্রমিক ও তাঁহার দপ্তর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয় ;

(খ) (অ) স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার,

(আ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ,

(ই) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক,

(ঈ) নির্বাচন কমিশনারগণ,

(উ) সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্যদিগকে

দেয় পারিশ্রমিক ;

(গ) সংসদ, সুপ্রীম কোর্ট, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, নির্বাচন কমিশন এবং সরকারী কর্ম কমিশনের কর্মচারীদিগকে দেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয় ;

(ঘ) সুদ, পরিশোধ-তহবিলের দায়, মূলধন পরিশোধ বা তাহার ক্রম-পরিশোধ এবং ঋণসংগ্রহ-ব্যপদেশে ও সংযুক্ত তহবিলের জামানতে গৃহীত ঋণের মোচন-সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়সহ সরকারের ঋণ-সংক্রান্ত সকল দেনার দায় ;

(ঙ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রী বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পরিমাণ অর্থ ; এবং

(চ) এই সংবিধান বা সংসদের আইন-দ্বারা অনুরূপ দায়যুক্ত বলিয়া ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যয়।

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত পদ্ধতি

৮৯। (১) সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত ব্যয়-সম্পর্কিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির অংশ সংসদে আলোচনা করা হইবে, কিন্তু তাহা ভোটের আওতাভুক্ত হইবে না।

(২) অন্যান্য ব্যয়-সম্পর্কিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির অংশ মঞ্জুরী-দাবীর আকারে সংসদে উপস্থাপিত হইবে এবং কোন মঞ্জুরী-দাবীতে সম্মতিদানের বা সম্মতিদানে অস্বীকৃতির কিংবা মঞ্জুরী-দাবীতে নির্ধারিত অর্থ হ্রাস-সাপেক্ষে তাহাতে সম্মতিদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে।

(৩) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোন মঞ্জুরী দাবী করা যাইবে না।

নির্দিষ্টকরণ আইন

৯০। (১) সংসদ কর্তৃক এই সংবিধানের ৮৯ অনুচ্ছেদের অধীন মঞ্জুরীদানের পর সংযুক্ত তহবিল হইতে নিম্নলিখিত ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল অর্থ নির্দিষ্টকরণের বিধান-সংবলিত একটি বিল যথাশীঘ্র সংসদে উত্থাপন করা হইবে ঃ

(ক) সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত অনুরূপ মঞ্জুরী ; এবং

(খ) সংসদে উপস্থাপিত বিবৃতিতে প্রদর্শিত অর্থের অনধিক সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত ব্যয়।

(২) অনুরূপ কোন বিল সম্পর্কে সংসদে এমন কোন সংশোধনীর প্রস্তাব করা হইবে না, যাহার ফলে অনুরূপভাবে প্রদত্ত কোন মঞ্জুরীর পরিমাণ বা উদ্দেশ্য কিংবা সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হইয়া যায়।

(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংযুক্ত তহবিল হইতে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুযায়ী গৃহীত আইনের দ্বারা নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত কোন অর্থ প্রত্যাহার করা হইবে না।

সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরী

৯১। কোন অর্থ-বৎসর প্রসঙ্গে যদি দেখা যায় যে,

(ক) চলিত অর্থ-বৎসরে নির্দিষ্ট কোন কর্মবিভাগের জন্য অনুমোদিত ব্যয় অপর্যাপ্ত হইয়াছে কিংবা ঐ বৎসরের বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, এমন কোন নূতন কর্মবিভাগের জন্য ব্যয়-নির্বাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে, অথবা

(খ) কোন অর্থ-বৎসরে কোন কর্ম-বিভাগের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থের অধিক অর্থ ঐ বৎসরে উক্ত কর্মবিভাগের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে,

তাহা হইলে এই সংবিধানের দ্বারা বা অধীন সংযুক্ত তহবিলের উপর ইহাকে দায়যুক্ত করা হউক বা না হউক, সংযুক্ত তহবিল হইতে এই ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং রাষ্ট্রপতি ক্ষেত্রমত এই ব্যয়ের অনুমিত পরিমাণ-সংবলিত একটি সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি কিংবা অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ-সংবলিত একটি অতিরিক্ত আর্থিক বিবৃতি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন এবং বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির ন্যায় উপরি-উক্ত বিবৃতির ক্ষেত্রে (প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ) এই সংবিধানের ৮৭ হইতে ৯০ পর্যন্ত অনুচ্ছেদসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

হিসাব, ঋণ প্রভৃতির উপর ভোট

৯২। (১) এই পরিচ্ছেদের উপরি-উক্ত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও

(ক) মঞ্জুরীর উপর ভোটদান সম্পর্কে এই সংবিধানের ৮৯ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত পদ্ধতি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং ঐ ব্যয় সম্পর্কিত

৯০ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুযায়ী আইন গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোন অর্থ-বৎসরের কোন অংশের জন্য অনুমিত ব্যয়ের অগ্রিম মঞ্জুরীদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে ;

(খ) কোন কার্যের বিশালতা বা অনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে সাধারণভাবে প্রদত্ত বিস্তারিত বৃত্তান্তের সহিত অনুরূপ কার্য-সংক্রান্ত ব্যয়দাবী নির্ধারিত করা সম্ভব না হইলে প্রজাতন্ত্রের সম্পদ হইতে অনুরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যয়নির্বাহের জন্য মঞ্জুরীদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে ;

(গ) কোন অর্থ-বৎসরের চলিত ব্যয়ের অংশ নয়, এইরূপ ব্যতিক্রমী মঞ্জুরীদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে ;

এবং যে উদ্দেশ্যে অনুরূপ মঞ্জুরীদান করা হইয়াছে, তাহা সাধনকল্পে সংযুক্ত তহবিল হইতে আইনের দ্বারা অর্থ প্রত্যাহারের কর্তৃত্বপ্রদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে।

(২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে উল্লিখিত কোন ব্যয়-সম্পর্কিত মঞ্জুরীদানের ক্ষেত্রে এবং অনুরূপ ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে সংযুক্ত তহবিল হইতে অর্থ নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদানের জন্য প্রণীতব্য আইনের ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৮৯ ও ৯০ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী যেরূপ সক্রিয় হইবে, বর্তমান অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন কোন মঞ্জুরীদানের ক্ষেত্রে এবং ঐ দফার অধীন প্রণীতব্য কোন আইনের ক্ষেত্রেও উক্ত অনুচ্ছেদদ্বয় সমভাবে কার্যকর হইবে।

(৩) এই পরিচ্ছেদের উপরি-উক্ত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যদি কোন অর্থ-বৎসর প্রসংগে সংসদ–

(ক) উক্ত বৎসর আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এই সংবিধানের ৮৯ অনুচ্ছেদের অধীন মঞ্জুরীদান এবং ৯০ অনুচ্ছেদের অধীন আইন গ্রহণে অসমর্থ হইয়া থাকে এবং এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অগ্রিম মঞ্জুরীদান না করিয়া থাকে ; অথবা

(খ) কোন ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন মেয়াদের জন্য কোন অগ্রিম মঞ্জুরী দেওয়া হইয়া থাকিলে সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে ৮৯ অনুচ্ছেদের অধীন মঞ্জুরীদানে এবং ৯০ অনুচ্ছেদের অধীন আইন গ্রহণে অসমর্থ হইয়া থাকে,

তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে, আদেশের দ্বারা অনুরূপ মঞ্জুরীদান না করা এবং আইন গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত, ঐ বৎসরের অনধিক ষাট দিন মেয়াদ পর্যন্ত উক্ত বৎসরের আর্থিক বিবৃতিতে উল্লিখিত ব্যয় নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল হইতে অর্থ প্রত্যাহারের কর্তৃত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

৯২ক। *[সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন)-এর ১০ ধারাবলে বিলুপ্ত।]*

৩য় পরিচ্ছেদ-অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতা

অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতা

৯৩। (১) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা উহার অধিবেশনকাল ব্যতীত কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া

সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন এবং জারী হইবার সময় হইতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন কোন অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান করা হইবে না,

(ক) যাহা এই সংবিধানের অধীন সংসদের আইন-দ্বারা আইনসঙ্গত-ভাবে করা যায় না ;

(খ) যাহাতে এই সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হইয়া যায় ; অথবা

(গ) যাহার দ্বারা পূর্বে প্রণীত কোন অধ্যাদেশের যে কোন বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতঃপূর্বে বাতিল না হইয়া থাকিলে

অধ্যাদেশটি অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অননুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকরতা লোপ পাইবে।

(৩) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থার কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যবস্থা-গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি এমন অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন, যাহাতে সংবিধান-দ্বারা সংযুক্ত তহবিলের উপর কোন ব্যয় দায়যুক্ত হউক বা না হউক, উক্ত তহবিল হইতে সেইরূপ ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাইবে এবং অনুরূপভাবে প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার সময় হইতে তাহা সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন জারীকৃত প্রত্যেক অধ্যাদেশ যথাশীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হইবে এবং সংসদ পুনর্গঠিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯ ও ৯০ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ পালিত হইবে।

ষষ্ঠ ভাগ

বিচার বিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ—সুপ্রীম কোর্ট

সুপ্রীম কোর্ট-প্রতিষ্ঠা

৯৪। (১) "বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট" নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ লইয়া তাহা গঠিত হইবে।

(২) প্রধান বিচারপতি (যিনি "বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি" নামে অভিহিত হইবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসনগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে।

(৩) প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করিবেন।

(৪) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য-পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।

বিচারক-
নিয়োগ

৯৫। (১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে, এবং

(ক) সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল এ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে ; অথবা

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসর কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে ; অথবা

(গ) সুপ্রীমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগলাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকিয়া থাকিলে ;

তিনি বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(৩) এই অনুচ্ছেদে "সুপ্রীম কোর্ট" বলিতে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে, সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৯৬। (১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন বিচারক সাতষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

বিচারকদের পদের মেয়াদ

(২) এই অনুচ্ছেদের নিম্নরূপ বিধানাবলী অনুযায়ী ব্যতীত কোন বিচারককে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে না।

(৩) একটি সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল থাকিবে যাহা এই অনুচ্ছেদে "কাউন্সিল" বলিয়া উল্লেখিত হইবে এবং বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকের মধ্যে পরবর্তী যে দুইজন কর্মে প্রবীণ তাঁহাদের লইয়া গঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিল যদি কোন সময়ে কাউন্সিলের সদস্য এইরূপ কোন বিচারকের সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করেন, অথবা কাউন্সিলের কোন সদস্য যদি অনুপস্থিত থাকেন অথবা অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন কারণে কার্য করিতে অসমর্থ্য হন তাহা হইলে কাউন্সিলের যাহারা সদস্য আছেন তাঁহাদের পরবর্তী যে বিচারক কর্মে প্রবীণ তিনিই অনুরূপ সদস্য হিসাবে কার্য করিবেন।

(৪) কাউন্সিলের দায়িত্ব হইবে—

(ক) বিচারকগণের জন্য পালনীয় আচরণ বিধি নির্ধারণ করা ; এবং

(খ) কোন বিচারকের অথবা কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন সেইরূপ পদ্ধতি ব্যতীত তাঁহার পদ হইতে অপসারণযোগ্য নহেন এইরূপ অন্য কোন পদে আসীন ব্যক্তির সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা।

(৫) যে ক্ষেত্রে কাউন্সিল অথবা অন্য কোন সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যে রাষ্ট্রপতির এইরূপ বুঝিবার কারণ থাকে যে কোন বিচারক—

(ক) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাঁহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতে অযোগ্য হইয়া পড়িতে পারেন, অথবা

(খ) গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইতে পারেন, সেইক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কাউন্সিলকে বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করিতে ও উহার তদন্তফল জ্ঞাপন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

(৬) কাউন্সিল তদন্ত করিবার পর রাষ্ট্রপতির নিকট যদি এইরূপ রিপোর্ট করেন যে, উহার মতে উক্ত বিচারক তাঁহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইয়াছেন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা উক্ত বিচারককে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিবেন।

(৭) এই অনুচ্ছেদের অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্যে কাউন্সিল স্বীয় কার্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং পরওয়ানা জারী ও নির্বাহের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় উহার একই ক্ষমতা থাকিবে।

(৮) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

৯৭। প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রধান বিচারপতি তাঁহার দায়িত্বপালনে অসমর্থ বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষ-জনকভাবে প্রতীয়মান হইলে ক্ষেত্রমত অন্য কোন ব্যক্তি অনুরূপ পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান বিচারপতি স্বীয় কার্যভার পুনরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত আপীল বিভাগের অন্যান্য বিচারকের মধ্যে যিনি কর্মে প্রবীণতম, তিনি অনুরূপ কার্যভার পালন করিবেন।

সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ

৯৮। এই সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতির নিকট সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের বিচারক-সংখ্যা সাময়িক-ভাবে বৃদ্ধি করা উচিত বলিয়া সন্তোষ-জনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অনধিক দুই বৎসরের জন্য অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিংবা তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারককে যে কোন অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপীল বিভাগের আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন ;

তবে শর্ত থাকে যে, অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে কিংবা বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন আরও এক মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে বর্তমান অনুচ্ছেদের কোন কিছুই নিবৃত্ত করিবে না।

অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা

৯৯। (১) কোন ব্যক্তি (এই সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুসারে অতিরিক্ত বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন ব্যতীত) বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর তিনি কোন আদালত বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিবেন না এবং বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় পদ ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(২) (১) দফায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক পদে বহাল থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি আপীল বিভাগে ওকালতি বা কার্য করিতে পারিবেন।

সুপ্রীম কোর্টের আসন

১০০। রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

১০১। এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর যেরূপ আদি, আপীল ও অন্যপ্রকার এখতিয়ার ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, উক্ত বিভাগের সেইরূপ এখতিয়ার ও ক্ষমতা থাকিবে।

হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার

১০২। (১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যে কোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন।

কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা

(২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে

(ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদন-ক্রমে—

(অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাঁহার কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া

উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন ; অথবা

(খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে—

(অ) আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) কোন সরকারী পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদ-মর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া

উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপরি-উক্ত দফাসমূহে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন অন্তর্বর্তীকালীন বা অন্য কোন আদেশ দানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের থাকিবে না।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (ক) উপ-দফার অধীন কোন আবেদনক্রমে যে ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী আদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং অনুরূপ অন্তর্বর্তী আদেশ

(ক) যেখানে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন ব্যবস্থা কিংবা কোন উন্নয়নমূলক কার্যের প্রতিকূলতা বা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে ; অথবা

(খ) যেখানে অন্য কোনভাবে জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে সেই-খানে অ্যাটর্নি-জেনারেলকে উক্ত আবেদন সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত নোটিশদান এবং অ্যাটর্নি-জেনা-রেলের (কিংবা এই বিষয়ে তাহার দ্বারা ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন এ্যাড-ভোকেটের) বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত এবং এই দফার (ক) বা (খ) উপ-দফায় উল্লিখিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না বলিয়া হাইকোর্ট বিভাগের নিকট সন্তোষ-জনকভাবে প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিভাগ কোন অন্তর্বর্তী আদেশদান করিবেন না।

(৫) প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে "ব্যক্তি" বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্ম-বিভাগসমূহ অথবা কোন শৃঙ্খলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।

আপীল বিভাগের এখতিয়ার

১০৩। (১) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর ও তাহা নিষ্পত্তির এখতিয়ার আপীল বিভাগের থাকিবে।

(২) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগের নিকট সেই ক্ষেত্রে অধিকারবলে আপীল করা যাইবে, যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ

(ক) এই মর্মে সার্টিফিকেট দান করিবেন যে, মামলাটির সহিত এই সংবিধান-ব্যাখ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে ; অথবা

(খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন ; অথবা

(গ) উক্ত বিভাগের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে দণ্ডদান করিয়াছেন ;

এবং সংসদে আইন-দ্বারা যেরূপ বিধান করা হইবে, সেইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে।

(৩) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে মামলায় এই অনুচ্ছেদের (২) দফা প্রযোজ্য নহে, কেবল আপীল বিভাগ আপীলের অনুমতিদান করিলে সেই মামলায় আপীল চলিবে।

(৪) সংসদ আইনের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ হাইকোর্ট বিভাগের প্রসঙ্গে যেরূপ প্রযোজ্য, অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে।

আপীল বিভাগের পরোয়ানা জারী ও নির্বাহ

১০৪। কোন ব্যক্তির হাজিরা কিংবা কোন দলিলপত্র উদ্‌ঘাটন বা দাখিল করিবার আদেশসহ আপীল বিভাগের নিকট বিচারাধীন যে কোন মামলা বা বিষয়ে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয় হইতে পারে, উক্ত বিভাগ সেইরূপ নির্দেশ, আদেশ, ডিক্রী বা রীট জারী করিতে পারিবেন।

আপীল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা

১০৫। সংসদের যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে এবং আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রণীত যে কোন বিধি-সাপেক্ষে আপীল বিভাগের কোন ঘোষিত রায় বা প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা উক্ত বিভাগের থাকিবে।

১০৬। যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের এইরূপ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, যাহা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্ব-সম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি আপীল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানীর পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার

১০৭। (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রত্যেক বিভাগের এবং অধস্তন যে কোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি-নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

সুপ্রীম কোর্টের বিধিপ্রণয়ন-ক্ষমতা

(২) সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) দফা এবং এই সংবিধানের ১১৩ ও ১১৬ অনুচ্ছেদের অধীন দায়িত্বসমূহের ভার উক্ত আদালতের কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-সাপেক্ষে কোন্ কোন্ বিচারককে লইয়া কোন্ বিভাগের কোন্ বেঞ্চ গঠিত হইবে এবং কোন্ কোন্ বিচারক কোন্ উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন।

(৪) প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে সেই বিভাগে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-দ্বারা অর্পিত যে কোন ক্ষমতাপ্রয়োগের ভার প্রদান করিতে পারিবেন।

"কোর্ট অব্ রেকর্ড" রূপে সুপ্রীম কোর্ট

১০৮। সুপ্রীম কোর্ট একটি "কোর্ট অব্ রেকর্ড" হইবেন এবং ইহার অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশদান বা দন্ডাদেশদানের ক্ষমতাসহ আইন-সাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন।

আদালত-সমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ

১০৯। হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকিবে।

১১০। হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত বিভাগের কোন অধস্তন আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় এই সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত আইনের এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা এমন জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় জড়িত রহিয়াছে, সংশ্লিষ্ট মামলার মীমাংসার জন্য যাহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন, তাহা হইলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত হইতে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবেন এবং

অধস্তন আদালত হইতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর

(ক) স্বয়ং মামলাটির মীমাংসা করিবেন ;

অথবা

(খ) উক্ত আইনের প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করিবেন এবং উক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের নকল-সহ যে আদালত হইতে মামলাটি প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, সেই আদালতে (বা অন্য কোন অধস্তন আদালতে) মামলাটি ফেরৎ পাঠাইবেন এবং তাহা প্রাপ্ত হইবার পর সেই আদালত উক্ত রায়ের সহিত সঙ্গতিরক্ষা করিয়া মামলাটির মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা

১১১। আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্যপালনীয় হইবে।

সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা

১১২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা করিবেন।

সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীগণ

১১৩। (১) প্রধান বিচারপতি কিংবা তাঁহার নির্দেশক্রমে অন্য কোন বিচারক বা কর্মচারী সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিবেন এবং রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন-ক্রমে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ-অনুযায়ী এই নিয়োগদান করা হইবে।

(২) সংসদের যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহে যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদের কর্মের শর্তাবলী সেইরূপ হইবে।

২য় পরিচ্ছেদ—অধস্তন আদালত

অধস্তন আদালত-সমূহ প্রতিষ্ঠা

১১৪। আইনের দ্বারা যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সেইরূপ অন্যান্য অধস্তন আদালত থাকিবে।

১১৫। বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।

অধস্তন আদালতে নিয়োগ

১১৬। বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল-নির্ধারণ, পদোন্নতি-দান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃঙ্খলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে।

অধস্তন আদালত সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা

১১৬ক। এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।

বিচারবিভাগীয় কর্মচারীগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন

৩য় পরিচ্ছেদ—প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

১১৭। (১) ইতঃপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে বা ক্ষেত্রসমূহ হইতে উদ্ভূত বিষয়াদির উপর

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-সমূহ

এখতিয়ার-প্রয়োগের জন্য সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন ঃ

(ক) নবম ভাগে বর্ণিত বিষয়াদি এবং অর্থদন্ড বা অন্য দন্ডসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলী ;

(খ) যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের চালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপ উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষে কর্মসহ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন সরকারের উপর ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোন সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থা ;

(গ) যে আইনের উপর এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (৩) দফা প্রযোজ্য হয়, সেইরূপ কোন আইন।

(২) কোন ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হইলে অনুরূপ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের অন্তর্গত কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালত কোনরূপ কার্যধারা গ্রহণ করিবেন না বা কোন আদেশ প্রদান করিবেন না ;

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ আইনের দ্বারা কোন ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা অনুরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ ক ভাগ-জাতীয়দল [সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৪১ ধারাবলে বিলুপ্ত।]

সপ্তম ভাগ

নির্বাচন

নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা

১১৮। (১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।

(২) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন।

(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং

(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ-লাভের যোগ্য হইবেন না ;

(খ) অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।

(৪) নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন।

(৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না।

(৬) কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

১১৯। (১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী

(ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন ;

(খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন ;

(গ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন ; এবং

(ঘ) রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

(২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।

নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ

১২০। এই ভাগের অধীন নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্বপালনের জন্য যেরূপ কর্মচারীর প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করিলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ কর্মচারী প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

প্রতি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার-তালিকা

১২১। সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার একটি করিয়া ভোটার-তালিকা থাকিবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করিয়া কোন বিশেষ ভোটার-তালিকা প্রণয়ন করা যাইবে না।

১২২। (১) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার-ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

ভোটার-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার-তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন ;

(খ) তাঁহার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয় ;

(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে ;

(ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন ; এবং

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন।

নির্বাচন-অনুষ্ঠানের সময়

১২৩। (১) রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হইলে মেয়াদ-সমাপ্তির তারিখের পূর্ববর্তী নব্বই হইতে ষাট দিনের মধ্যে শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে সংসদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন সেই সংসদের মেয়াদকালে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হইলে সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ শূন্য পদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে না, এবং অনুরূপ সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শূন্য পদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার পর নব্বই দিনের মধ্যে, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে

(ক) মেয়াদ-অবসানের কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে ; এবং

(খ) মেয়াদ-অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার (ক) উপ-দফা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ, উক্ত উপ-দফায় উল্লিখিত মেয়াদ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, সংসদ-সদস্যরূপে কার্যভার গ্রহণ করিবেন না।

(৪) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত শূন্যপদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, কোন দৈব-দুর্বিপাকের কারণে এই দফার নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদের শেষ দিনের পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান-প্রণয়নের ক্ষমতা

১২৪। এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সংসদের যথাযথ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ সংসদের নির্বাচন-সংক্রান্ত বা নির্বাচনের সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা

১২৫। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও

(ক) এই সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, কিংবা অনুরূপ নির্বাচনী এলাকার জন্য আসন-বণ্টন সম্পর্কিত যে কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না ;

(খ) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান-অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট এবং অনুরূপভাবে নির্ধারিত প্রণালীতে নির্বাচনী দরখাস্ত ব্যতীত রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন বা সংসদের কোন নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(গ) কোন আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনরূপে কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবেন না।

১২৬। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।

নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তাদান

অষ্টম ভাগ

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

১২৭। (১) বাংলাদেশের একজন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতঃপর "মহা হিসাব-নিরীক্ষক" নামে অভিহিত) থাকিবেন এবং তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।

মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা

(২) এই সংবিধান ও সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে।

মহা হিসাব-নিরীক্ষকের দায়িত্ব

১২৮। (১) মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারী হিসাব নিরীক্ষা করিবেন ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্টদান করিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি কিংবা সেই প্রয়োজনে তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সকল নথি, বহি, রসিদ, দলিল, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জামিন, ভাণ্ডার বা অন্য প্রকার সরকারী সম্পত্তি পরীক্ষার অধিকারী হইবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত বিধানাবলীর হানি না করিয়া বিধান করা হইতেছে যে, আইনের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন যৌথ সংস্থার ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা যেরূপ ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত সংস্থার হিসাব নিরীক্ষার ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দানের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ হিসাব নিরীক্ষা ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দান করা যাইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় নির্ধারিত দায়িত্বসমূহ ব্যতীত সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, মহা হিসাব-নিরীক্ষককে সেইরূপ দায়িত্বভার অর্পণ করিতে পারিবেন এবং এই দফার অধীন বিধানাবলী প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা অনুরূপ বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে মহা হিসাব-নিরীক্ষককে অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের অধীন করা হইবে না।

মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ

১২৯। (১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-সাপেক্ষে মহা হিসাব-নিরীক্ষক তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর বা তাঁহার পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া ইহার মধ্যে যাহা অগ্রে ঘটে, সেই কাল পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(২) সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত মহা হিসাব-নিরীক্ষক অপসারিত হইবেন না।

(৩) মহা হিসাব-নিরীক্ষক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) কর্মাবসানের পর মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের কর্মে অন্য কোন পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না।

অস্থায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক

১৩০। কোন সময়ে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের পদ শূন্য থাকিলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি কার্য-ভারপালনে অক্ষম বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষ-জনকভাবে প্রতীয়মান হইলে ক্ষেত্রমত এই সংবিধানের ১২৭ অনুচ্ছেদের অধীন কোন নিয়োগদান না করা পর্যন্ত কিংবা মহা হিসাব-নিরীক্ষক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কোন ব্যক্তিকে মহা হিসাব-নিরীক্ষক-রূপে কার্য করিবার জন্য এবং উক্ত পদের দায়িত্বভার পালনের জন্য নিয়োগদান করিতে পারিবেন।

প্রজাতন্ত্রের হিসাব-রক্ষার আকার ও পদ্ধতি

১৩১। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে মহা হিসাব-নিরীক্ষক যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ আকার ও পদ্ধতিতে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হইবে।

সংসদে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন

১৩২। প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত মহা হিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্টসমূহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

নবম ভাগ

বাংলাদেশের কর্মবিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ—কর্মবিভাগ

নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী

১৩৩। এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিধিসমূহ-প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে অনুরূপ বিধিসমূহ কার্যকর হইবে।

কর্মের মেয়াদ

১৩৪। এই সংবিধানের দ্বারা অন্যরূপ বিধান না করা হইয়া থাকিলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত প্রভৃতি

১৩৫। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে অসামরিক পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-অপেক্ষা অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত হইবেন না।

(২) অনুরূপ পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগদান না করা পর্যন্ত তাঁহাকে বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত করা যাইবে না ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফা সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(অ) কোন ব্যক্তি যে আচরণের ফলে ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন, সেই আচরণের জন্য তাঁহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করা হইয়াছে ; অথবা

(আ) কোন ব্যক্তিকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করিবার ক্ষমতা-সম্পন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষ-জনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কারণে—যাহা উক্ত কর্তৃপক্ষ লিপিবদ্ধ করিবেন—উক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইবার সুযোগদান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব নহে ; অথবা

(ই) রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনক-ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ সুযোগদান সমীচীন নহে।

(৩) অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত কারণ দর্শাইবার সুযোগদান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব কি না, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সেই সম্পর্কে তাঁহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কোন লিখিত চুক্তির অধীন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং উক্ত চুক্তির শর্তাবলী-অনুযায়ী যথাযথ নোটিশের দ্বারা চুক্তিটির অবসান ঘটান হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে চুক্তিটির অনুরূপ অবসানের জন্য তিনি এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে না।

কর্মবিভাগ-পুনর্গঠন

১৩৬। আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম-বিভাগসমূহের সৃষ্টি, সংযুক্তকরণ ও একীকরণসহ পুনর্গঠনের বিধান করা যাইবে এবং অনুরূপ আইন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির কর্মের শর্তাবলীর তারতম্য করিতে ও তাহা রদ করিতে পারিবে।

২য় পরিচ্ছেদ—সরকারী কর্ম কমিশন

কমিশন-প্রতিষ্ঠা

১৩৭। আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাইবে এবং একজন সভাপতিকে ও আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ অন্যান্য সদস্যকে লইয়া প্রত্যেক কমিশন গঠিত হইবে।

সদস্য-নিয়োগ

১৩৮। (১) প্রত্যেক সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন ;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অর্ধেক (তবে অর্ধেকের কম নহে) সংখ্যক সদস্য এমন ব্যক্তিগণ হইবেন, যাঁহারা কুড়ি বৎসর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন সময়ে কার্যরত কোন সরকারের কর্মে কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে।

১৩৯। (১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য তাঁহার দায়িত্বগ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর বা তাঁহার পয়ষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া—ইহার মধ্যে যাহা অগ্রে ঘটে, সেই কাল পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

পদের মেয়াদ

(২) সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য অপসারিত হইবেন না।

(৩) কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) কর্মাবসানের পর কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে পুনরায় নিযুক্ত হইবার যোগ্য থাকিবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদের (১) দফা-সাপেক্ষে

(ক) কর্মাবসানের পর কোন সভাপতি এক মেয়াদের জন্য পুনর্নিয়োগ-লাভের যোগ্য থাকিবেন ; এবং

(খ) কর্মাবসানের পর কোন সদস্য (সভাপতি ব্যতীত) এক মেয়াদের জন্য কিংবা কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতিরূপে নিয়োগ-লাভের যোগ্য থাকিবেন।

কমিশনের দায়িত্ব

১৪০। (১) কোন সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব হইবে

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ-দানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি-দিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা ;

(খ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব-সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশদান ; এবং

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বপালন।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন এবং কোন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধানের (যাহা অনুরূপ আইনের সহিত অসমঞ্জস নহে) বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কোন কমিশনের সহিত পরামর্শ করিবেন :

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাহাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি ;

(খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, উক্ত কর্মের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগদান, পদোন্নতিদান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ ;

(গ) অবসর-ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করে, এইরূপ বিষয়াদি ; এবং

(ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলা-মূলক বিষয়াদি।

বার্ষিক রিপোর্ট

১৪১। (১) প্রত্যেক কমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরে স্বীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন।

(২) রিপোর্টের সহিত একটি স্মারকলিপি থাকিবে, যাহাতে

(ক) কোন ক্ষেত্রে কমিশনের কোন পরামর্শ গৃহীত না হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্র এবং পরামর্শ গৃহীত না হইবার কারণ, এবং

(খ) যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্র এবং পরামর্শ না করিবার কারণ

সম্বন্ধে কমিশন যতদূর অবগত, ততদূর লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) যে বৎসর রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে, সেই বৎসর একত্রিশে মার্চের পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে রাষ্ট্রপতি উক্ত রিপোর্ট ও স্মারকলিপি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

নবম-ক ভাগ

জরুরী বিধানাবলী

জরুরী-অবস্থা-ঘোষণা

১৪১ক। (১) রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন জরুরী-অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তাহা হইলে তিনি অনধিক একশত কুড়ি দিনের জন্য জরুরী-অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ঘোষণার বৈধতার জন্য ঘোষণার পূর্বেই প্রধানমন্ত্রীর প্রতি-স্বাক্ষর প্রয়োজন হইবে।

(২) জরুরী-অবস্থার ঘোষণা

(ক) পরবর্তী কোন ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা যাইবে ;

(খ) সংসদে উপস্থাপিত হইবে ;

(গ) একশত কুড়ি দিন সময়ের অবসানে কার্যকর থাকিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অনুরূপ কোন ঘোষণা জারী করা হয় কিংবা এই দফার (গ) উপ-দফায় বর্ণিত এক শত কুড়ি দিনের মধ্যে সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা পুনর্গঠিত হইবার পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অতিবাহিত

হইবার পূর্বে ঘোষণাটি অনুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ত্রিশ দিনের অবসানে অথবা একশত কুড়ি দিন সময়ের অবসানে, যাহা আগে ঘটে, অনুরূপ ঘোষণা কার্যকর থাকিবে না।

(৩) যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের বিপদ আসন্ন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে প্রকৃত যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সংঘটিত হইবার পূর্বে তিনি অনুরূপ যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন বলিয়া জরুরী-অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন।

জরুরী-অবস্থার সময় সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের বিধান স্থগিতকরণ

১৪১খ। এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত বিধানাবলীর কারণে রাষ্ট্র যে আইন প্রণয়ন করিতে ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন, জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে এই সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ অনুচ্ছেদসমূহের কোন কিছুই সেইরূপ আইন-প্রণয়ন ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিবে না ; তবে অনুরূপভাবে প্রণীত কোন আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা ব্যতীত অনুরূপ আইন যে পরিমাণে কর্তৃত্বহীন, জরুরী-অবস্থার ঘোষণা অকার্যকর হইবার অব্যবহিত পরে তাহা সেই পরিমাণে অকার্যকর হইবে।

জরুরী-অবস্থার সময় মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিতকরণ

১৪১গ। (১) জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, আদেশে উল্লেখিত এবং সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য আদালতে মামলা রুজু করিবার অধিকার এবং আদেশে অনুরূপভাবে উল্লেখিত কোন অধিকার বলবৎ-করণের জন্য কোন আদালতে বিবেচনাধীন সকল মামলা জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে কিংবা উক্ত আদেশের দ্বারা নির্ধারিত স্বল্পতর কালের জন্য স্থগিত থাকিবে।

(২) সমগ্র বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশে এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত আদেশ প্রযোজ্য হইতে পারিবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত প্রত্যেক আদেশ যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

দশম ভাগ

সংবিধান-সংশোধন

সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা

১৪২। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও—

(ক) সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ণ শিরনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না ;

(আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না ;

(খ) উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

একাদশ ভাগ

বিবিধ

প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি

১৪৩। (১) আইনসঙ্গতভাবে প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত যে কোন ভূমি বা সম্পত্তি ব্যতীত নিম্নলিখিত সম্পত্তিসমূহ প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হইবে ঃ

(ক) বাংলাদেশের যে কোন ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী ;

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তর্বর্তী মহাসাগরের অন্তঃস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহীসোপানের উপরিস্থ মহাসাগরের অন্তঃস্থ সকল ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী ; এবং

(গ) বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মালিক-বিহীন যে কোন সম্পত্তি।

(২) সংসদ সময়ে সময়ে আইনের দ্বারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও মহীসোপানের সীমা-নির্ধারণের বিধান করিতে পারিবেন।

সম্পত্তি ও কারবার প্রভৃতি-প্রসঙ্গে নির্বাহী কর্তৃত্ব

১৪৪। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে সম্পত্তি গ্রহণ, বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধকদান ও বিলি-ব্যবস্থা, যে কোন কারবার বা ব্যবসায়-চালনা এবং যে কোন চুক্তি প্রণয়ন করা যাইবে।

চুক্তি ও দলিল

১৪৫। (১) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে প্রণীত সকল চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি যেরূপ নির্দেশ বা ক্ষমতা প্রদান করিবেন, তাঁহার পক্ষে সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ও সেইরূপ প্রণালীতে তাহা সম্পাদিত হইবে।

(২) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে কোন চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করা হইলে উক্ত কর্তৃত্বে অনুরূপ চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যধারা আনয়নে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করিবে না।

আন্তর্জাতিক চুক্তি

১৪৫ক। বিদেশের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে, এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোন চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হইবে।

১৪৬। "বাংলাদেশ"–এই নামে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইতে পারিবে।

বাংলাদেশের নামে মামলা

১৪৭। (১) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির পারিশ্রমিক, বিশেষ-অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্ত সংসদের আইনের দ্বারা বা অধীন নির্ধারিত হইবে, তবে অনুরূপভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত

কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি

(ক) এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহা যেরূপ প্রযোজ্য ছিল, সেইরূপ হইবে; অথবা

(খ) অব্যবহিত পূর্ববর্তী উপ-দফা প্রযোজ্য না হইলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ণয় করিবেন, সেইরূপ হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির কার্যভার-কালে তাঁহার পারিশ্রমিক, বিশেষ–অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্তের এমন তারতম্য করা যাইবে না, যাহা তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনক হইতে পারে।

(৩) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন পদে নিযুক্ত বা কর্মরত ব্যক্তি কোন লাভজনক পদ কিংবা বেতনাদিযুক্ত পদ বা মর্যাদায় বহাল হইবেন না কিংবা মুনাফালাভের উদ্দেশ্যযুক্ত কোন কোম্পানী, সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় বা পরিচালনায় কোনরূপ অংশগ্রহণ করিবেন না ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে উপরের প্রথমোল্লিখিত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত রহিয়াছেন, কেবল এই কারণে কোন ব্যক্তি অনুরূপ লাভজনক পদ বা বেতনাদি-যুক্ত পদ বা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(৪) এই অনুচ্ছেদ নিম্নলিখিত পদসমূহে প্রযোজ্য হইবে ঃ

(ক) রাষ্ট্রপতি,

(খ) প্রধানমন্ত্রী ;

(গ) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার,

(ঘ) মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী ;

(ঙ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক,

(চ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক,

(ছ) নির্বাচন কমিশনার,

(জ) সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য।

পদের শপথ

১৪৮। (১) তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত যে কোন পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তি কার্যভার-গ্রহণের পূর্বে উক্ত তফসিল-অনুযায়ী শপথগ্রহণ বা ঘোষণা (এই অনুচ্ছেদে "শপথ" বলিয়া অভিহিত) করিবেন এবং অনুরূপ শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবেন।

(২) এই সংবিধানের অধীন নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট শপথগ্রহণ আবশ্যক হইলে অনুরূপ ব্যক্তি যেরূপ ব্যক্তি ও স্থান নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ ব্যক্তির নিকট সেইরূপ স্থানে শপথগ্রহণ করা যাইবে।

(২ক) ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন অনুষ্ঠিত সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে এই সংবিধানের অধীন এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা তদুদ্দেশ্যে অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন ব্যক্তি যে কোন কারণে নির্বাচিত সদস্যদের শপথ পাঠ পরিচালনা করিতে ব্যর্থ হইলে বা না করিলে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার উহার পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে উক্ত শপথ পাঠ পরিচালনা করিবেন, যেন এই সংবিধানের অধীন তিনিই ইহার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি।

(৩) এই সংবিধানের অধীন যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির পক্ষে কার্যভার গ্রহণের পূর্বে শপথগ্রহণ আবশ্যক, সেই ক্ষেত্রে শপথগ্রহণের অব্যবহিত পর তিনি কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রচলিত আইনের হেফাজত

১৪৯। এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সকল প্রচলিত আইনের কার্যকরতা অব্যাহত থাকিবে, তবে অনুরূপ আইন এই সংবিধানের অধীন প্রণীত আইনের দ্বারা সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে।

ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী

১৫০। (১) এই সংবিধানের অন্য কোন বিধান সত্ত্বেও ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে এই সংবিধান প্রবর্তনকালে সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত বিধানাবলী ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী হিসাবে কার্যকর থাকিবে।

(২) ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখ হইতে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে এই সংবিধান প্রবর্তন হইবার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সংবিধানের পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষন, ষষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার

টেলিগ্রাম এবং সপ্তম তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হইল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক ভাষণ ও দলিল, যাহা উক্ত সময়কালের জন্য ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী বলিয়া গণ্য হইবে।

রহিতকরণ

১৫১। রাষ্ট্রপতির নিম্নলিখিত আদেশসমূহ এতদ্বারা রহিত করা হইল ঃ

(ক) আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ (১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে প্রণীত);

(খ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ;

(গ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ হাইকোর্ট আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৫);

(ঘ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১৫);

(ঙ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ২২);

(চ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ২৫) ;

(ছ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনসমূহ আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৩৪);

(জ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (সরকারী কর্ম সম্পাদন) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৫৮)।

ব্যাখ্যা

১৫২। (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই সংবিধানে

"অধিবেশন" (সংসদ-প্রসঙ্গে) অর্থ এই সংবিধান-প্রবর্তনের পর কিংবা একবার স্থগিত হইবার বা ভাঙ্গিয়া যাইবার পর সংসদ যখন প্রথম মিলিত হয়, তখন হইতে সংসদ স্থগিত হওয়া বা ভাঙ্গিয়া যাওয়া পর্যন্ত বৈঠকসমূহ;

"অনুচ্ছেদ" অর্থ এই সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ;

"অবসর-ভাতা" অর্থ আংশিকভাবে প্রদেয় হউক বা না হউক, যে কোন অবসর-ভাতা, যাহা কোন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেয়; এবং কোন ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা বা ইহার সহিত সংযোজিত অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যর্পণ-ব্যপদেশে দেয় অবসরকালীন বেতন বা আনুতোষিক ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

"অর্থ-বৎসর" অর্থ জুলাই মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসরের আরম্ভ;

"আইন" অর্থ কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন প্রথা বা রীতি;

"আদালত" অর্থ সুপ্রীমকোর্টসহ যে কোন আদালত ;

"আপীল বিভাগ" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ;

"উপ-দফা" অর্থ যে দফায় শব্দটি ব্যবহৃত, সেই দফার একটি উপ-দফা;

"ঋণগ্রহণ" বলিতে বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধ-যোগ্য অর্থসংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং "ঋণ" বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে ;

"করারোপ" বলিতে সাধারণ, স্থানীয় বা বিশেষ-যে কোন কর, খাজনা, শুল্ক বা বিশেষ করের আরোপ অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং "কর" বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে;

"গ্যারান্টি" বলিতে কোন উদ্যোগের মুনাফা নির্ধারিত পরিমাণের অপেক্ষা কম হইলে তাহার জন্য অর্থ প্রদান করিবার বাধ্যবাধকতা-যাহা এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে গৃহীত হইয়াছে-অন্তর্ভুক্ত হইবে;

"জেলা-বিচারক" বলিতে অতিরিক্ত জেলা-বিচারক অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

"তফসিল" অর্থ এই সংবিধানের কোন তফ্‌সিল;

"দফা" অর্থ যে অনুচ্ছেদে শব্দটি ব্যবহৃত, সেই অনুচ্ছেদের একটি দফা;

"দেনা" বলিতে বাৎসরিক কিস্তি হিসাবে মূলধন পরিশোধের জন্য যে কোন বাধ্যবাধকতা-জনিত দায় এবং যে কোন গ্যারান্টিযুক্ত দায় অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং "দেনার দায়" বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে;

"নাগরিক" অর্থ নাগরিকত্ব-সম্পর্কিত আইনানুযায়ী যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক;

"প্রচলিত আইন" অর্থ এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বা উহার অংশবিশেষে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় থাকুক বা না থাকুক, এমন যে কোন আইন;

"প্রজাতন্ত্র" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ;

"প্রজাতন্ত্রের কর্ম" অর্থ অসামরিক বা সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকার-সংক্রান্ত যে কোন কর্ম, চাকুরী বা পদ এবং আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে, এইরূপ অন্য কোন কর্ম;

"প্রধান নির্বাচন কমিশনার" অর্থ এই সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন উক্ত পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;

"প্রধান বিচারপতি" অর্থ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি;

"প্রশাসনিক একাংশ" অর্থ জেলা কিংবা এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্য কোন এলাকা;

"বিচারক" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের কোন বিচারক;

"বিচার-কর্মবিভাগ" অর্থ জেলা-বিচারক-পদের অনূর্ধ্ব কোন বিচারবিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত কর্মবিভাগ ;

"বৈঠক" (সংসদ-প্রসঙ্গে) অর্থ মুলতবি না করিয়া সংসদ যতক্ষণ ধারাবাহিকভাবে বৈঠকরত থাকেন, সেইরূপ মেয়াদ ;

"ভাগ" অর্থ এই সংবিধানের কোন ভাগ ;

"রাজধানী" অর্থ এই সংবিধানের ৫ অনুচ্ছেদে রাজধানী বলিতে যে অর্থ করা হইয়াছে ;

"রাজনৈতিক দল" বলিতে এমন একটি অধিসঙ্ঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি অন্তর্ভুক্ত, যে অধিসঙ্ঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি সংসদের অভ্যন্তরে বা বাহিরে স্বাতন্ত্র্যসূচক কোন নামে কার্য করেন এবং কোন রাজনৈতিক মত প্রচারের বা কোন রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিসঙ্ঘ হইতে পৃথক কোন অধিসঙ্ঘ হিসাবে নিজদিগকে প্রকাশ করেন ;

"রাষ্ট্র" বলিতে সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত ;

"রাষ্ট্রপতি" অর্থ এই সংবিধানের অধীন নির্বাচিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কিংবা সাময়িকভাবে উক্ত পদে কর্মরত কোন ব্যক্তি ;

"শৃঙ্খলা-বাহিনী" অর্থ

(ক) স্থল, নৌ বা বিমান-বাহিনী;

(খ) পুলিশ-বাহিনী;

(গ) আইনের দ্বারা এই সংজ্ঞার অর্থের অন্তর্গত বলিয়া ঘোষিত যে কোন শৃঙ্খলা-বাহিনী;

"শৃঙ্খলামূলক আইন" অর্থ শৃঙ্খলা-বাহিনীর শৃঙ্খলানিয়ন্ত্রণকারী কোন আইন;

"সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ যে কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, যাহার কার্যাবলী বা প্রধান প্রধান কার্য কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন চুক্তিপত্র-দ্বারা অর্পিত হয়;

"সংসদ" অর্থ এই সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ-দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সংসদ;

"সম্পত্তি" বলিতে সকল স্থাবর ও অস্থাবর, বস্তুগত ও নির্বস্তুগত সকল প্রকার সম্পত্তি, বাণিজ্যিক ও শিল্পগত উদ্যোগ এবং অনুরূপ সম্পত্তি বা উদ্যোগের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন স্বত্ব বা অংশ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

"সরকারী কর্মচারী" অর্থ প্রজাতন্ত্রের কর্মে বেতনাদিযুক্ত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত কোন ব্যক্তি;

"সরকারী বিজ্ঞপ্তি" অর্থ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞপ্তি;

"সিকিউরিটি" বলিতে স্টক অন্তর্ভুক্ত হইবে;

"সুপ্রীম কোর্ট" অর্থ এই সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদ-দ্বারা গঠিত বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট;

"স্পীকার" অর্থ এই সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ-অনুসারে সাময়িকভাবে স্পীকারের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি;

"হাইকোর্ট বিভাগ" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।

(২) ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেস্ অ্যাক্ট

(ক) সংসদের কোন আইনের ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য, এই সংবিধানের ক্ষেত্রে সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে;

(খ) সংসদের কোন আইনের দ্বারা রহিত কোন আইনের ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য, এই সংবিধানের দ্বারা রহিত কিংবা এই সংবিধানের কারণে বাতিল বা কার্যকরতালুপ্ত কোন আইনের ক্ষেত্রে সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে।

১৫৩। (১) এই সংবিধানকে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান" বলিয়া উল্লেখ করা হইবে এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে ইহা বলবৎ হইবে, যাহাকে এই সংবিধানে "সংবিধান-প্রবর্তন" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ

(২) বাংলায় এই সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরাজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ থাকিবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণপরিষদের স্পীকার সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী সার্টিফিকেটযুক্ত কোন পাঠ এই সংবিধানের বিধানাবলীর চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরাজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

প্রথম তফসিল

[৪৭ অনুচ্ছেদ]

অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন

১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সালের আইন নং ২৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বগ্রহণ) আদেশ (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের আদেশ নং ১)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (কর্মবিভাগসমূহ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৯)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১০)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (উদ্বাস্তু সম্পত্তি পুনরুদ্ধার) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১৩)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী (অবসরগ্রহণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১৪)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থা) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১৬)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক (রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ২৬)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিল্পোদ্যোগ (রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ২৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জলযান কর্পোরেশন আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ২৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (সম্পত্তি ও পরিসম্পৎ ন্যস্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ২৯)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ বীমা (জরুরী বিধানাবলী) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৩০)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য সরবরাহ আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৪৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ তফসিলভুক্ত অপরাধ (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৫০)।

১৯৭২ সালের রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী সংগঠনসমূহ (কর্মচারীদের বেতন-নিয়ন্ত্রণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৫৪)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পাট রপ্তানী সংস্থা আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৫৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন পর্ষদসমূহ আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৫৯)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (সার্ভিসেজ্ স্ক্রীনিং) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৬৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার হাট ও বাজার (ব্যবস্থাপনা) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৭৩)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার ও আংশিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (কর্মচারীদের বেতন-নিয়ন্ত্রণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৭৯)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ বীমা (রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৯৫)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ভূমি জিরাত (সীমাবদ্ধকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৯৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ বিমান আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১২৬)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১২৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১২৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিল্প ব্যাঙ্ক আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১২৯)।

এবং রাষ্ট্রপতির আদেশসহ প্রচলিত আইনের দ্বারা কৃত উপরি-উক্ত আইন ও আদেশসমূহের সকল সংশোধনী।

দ্বিতীয় তফসিল রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন—[সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২নং আইন) এর ৩০ ধারাবলে দ্বিতীয় তফসিল বিলুপ্ত।]

তৃতীয় তফসিল

[১৪৮ অনুচ্ছেদ]

শপথ ও ঘোষণা

১। **রাষ্ট্রপতি**।—স্পীকার কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

"আমি..................................., সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি-পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব ;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।"

২। **প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী**।—রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

(ক) পদের শপথ (বা ঘোষণা) ঃ

"আমি..................................., সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী (কিংবা ক্ষেত্রমত মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী, বা উপমন্ত্রী)-পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব ;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।"

(খ) গোপনতার শপথ (বা ঘোষণা) ঃ

"আমি,................................., সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, সরকারের প্রধানমন্ত্রী (কিংবা ক্ষেত্রমত মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী, বা উপমন্ত্রী)-রূপে যে সকল বিষয় আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা যে সকল বিষয় আমি অবগত হইব, তাহা প্রধানমন্ত্রী (কিংবো ক্ষেত্রমত মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী, বা উপমন্ত্রী)-রূপে যথাযথভাবে আমার কর্তব্য পালনের প্রয়োজন ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিব না বা কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিব না।"

৩। স্পীকার।—রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

"আমি,................................., সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী সংসদের স্পীকারের কর্তব্য (এবং কখনও আহুত হইলে রাষ্ট্রপতির কর্তব্য) বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।"

৪। ডেপুটি স্পীকার।–রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)- পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

"আমি,..., সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী সংসদের ডেপুটি স্পীকারের কর্তব্য (এবং কখনও আহূত হইলে স্পীকারের কর্তব্য) বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।"

৫। সংসদ-সদস্য।– স্পীকার কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

"আমি,..............................., সংসদ- সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে,

আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি, তাহা আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ;

এবং সংসদ-সদস্যরূপে আমার কর্তব্য পালনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।"

৬। **প্রধান বিচারপতি বা বিচারক।**–প্রধান বিচারপতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এবং সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের কোন বিচারকের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

"আমি,....................................., প্রধান বিচারপতি (বা ক্ষেত্রমত সুপ্রীম কোর্টের আপীল/হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক) নিযুক্ত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ;

আমি বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব ;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।"

৭। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা নির্বাচন কমিশনার।—প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

"আমি,............................., প্রধান নির্বাচন কমিশনার (বা ক্ষেত্রমত নির্বাচন কমিশনার) নিযুক্ত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব ;

এবং আমার সরকারী কার্য ও সরকারী সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।"

৮। মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।—প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

"আমি,..., মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব ;

. আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব ;

এবং আমার সরকারী কার্য ও সরকারী সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।"

৯। সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য।—প্রধান বিচারপতির কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

"আমি,......................................., সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি (বা ক্ষেত্রমত সদস্য) নিযুক্ত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব ;

এবং আমার সরকারী কার্য ও সরকারী সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।"

চতুর্থ তফসিল

[১৫০(১) অনুচ্ছেদ]

ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী

গণপরিষদ ভঙ্গকরণ

১। প্রজাতন্ত্রের জন্য সংবিধান-রচনার যে দায়িত্বভার এই গণপরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল, তাহা পালিত হওয়ায় এই সংবিধান-প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া যাইবে।

প্রথম নির্বাচন

২। (১) এই সংবিধান-প্রবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব সংসদ-সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং এই উদ্দেশ্যসাধনকল্পে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ভোটার-তালিকা আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১০৪)-এর অধীন প্রস্তুত ভোটার-তালিকা এই সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ-অনুযায়ী প্রস্তুত ভোটার-তালিকা বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সংসদ-সদস্যদের প্রথম নির্বাচনের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে ১৯৭০ সালে প্রকাশিত ও পূর্বতন প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে চিহ্নিত নির্বাচনী এলাকাসমূহের সীমানা এই সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের অধীন চিহ্নিত সীমানা বলিয়া গণ্য হইবে এবং নির্বাচন কমিশন-

প্রয়োজনবোধে যে কোন নির্বাচনী এলাকার নাম কিংবা তাহার অন্তর্ভুক্ত মহকুমা বা থানার নাম পরিবর্তন করিয়া-সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা অনুরূপ নির্বাচনী এলাকাসমূহের তালিকা প্রকাশ করিবেন ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় উল্লিখিত মহিলা-সদস্যদের আসন সম্পর্কিত বিধানাবলী কার্যকর করিবার জন্য আইনের দ্বারা বিধান করা যাইবে।

ধারাবাহিকতা-রক্ষা ও অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাবলী

৩। (১) ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হইতে এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের মধ্যে প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত সকল আইন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বা যে কোন আইন হইতে আহরিত বা আহরিত বলিয়া বিবেচিত কর্তৃত্বের অধীন অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রযুক্ত সকল ক্ষমতা বা কৃত সকল কার্য এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং তাহা আইনানুযায়ী যথার্থভাবে প্রণীত, প্রযুক্ত ও কৃত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল।

(২) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ বাতিল হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও এই সংবিধানের বিধানাবলী অনুসারে সংসদ যেদিন প্রথমবার মিলিত হইবে, সেইদিন পর্যন্ত

এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের আইন-প্রণয়নগত ও নির্বাহী ক্ষমতা (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশের দ্বারা আইন-প্রণয়নের ক্ষমতাসহ) যেরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সেইরূপে প্রযুক্ত হইতে থাকিবে।

(৩) এই সংবিধানের যে বিধান সংসদের উপর আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে সংসদ প্রথমবার মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সেই বিধান রাষ্ট্রপতিকে আদেশের দ্বারা আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কোন আদেশ এইরূপে সক্রিয় হইবে, যেন তাহার বিধানাবলী সংসদ কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি

৪। (১) এই সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদের অধীন রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত কোন ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যিনি রাষ্ট্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন, যেন তিনি এই সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইয়াছেন ;

তবে শর্ত থাকে যে, বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন পদাধিষ্ঠান এই সংবিধানের ৫০ অনুচ্ছেদের (২) দফার উদ্দেশ্যসাধনকল্পে গণ্য হইবে না।

(২) এই সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদের (১) দফা-অনুযায়ী স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা গণপরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সংসদ গঠিত না হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা স্ব স্ব পদে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী

৫। এই সংবিধানের অধীন প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের অধীন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং তিনি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি উক্ত পদে এবং উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা মন্ত্রী-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিলে তাঁহারা সেই সকল পদে বহাল থাকিবেন, যেন এই সংবিধানের অধীন তাঁহারা স্ব স্ব পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ; তবে এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রী-নিয়োগে নিবৃত্ত করিবে না।

বিচারবিভাগ

৬। (১) ১৯৭২ সালের অস্থায়ী সংবিধান আদেশের দ্বারা গঠিত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি-পদে যিনি এবং অন্যান্য বিচারক-পদে যাঁহারা এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা উক্ত তারিখ হইতে স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন, যেন তাঁহারা এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন ক্ষেত্রমত প্রধান বিচারপতি বা বিচারক-পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের কালে যাঁহারা এই অনুচ্ছেদের (১) উপ-অনুচ্ছেদ-অনুসারে বিচারক-পদে (প্রধান বিচারপতি ব্যতীত) অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহারা হাইকোর্ট বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এই সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদ-অনুযায়ী আপীল বিভাগে নিয়োগদান করা হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (৪) উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আইনগত কার্যধারা ব্যতীত এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে হাইকোর্টের যে সকল আইনগত কার্যধারা মীমাংসাধীন ছিল, তাহা হাইকোর্ট বিভাগে স্থানান্তরিত হইবে ও উক্ত বিভাগে মীমাংসাধীন বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে প্রদত্ত হাইকোর্টের কোন রায় বা আদেশ হাইকোর্ট বিভাগের দ্বারা প্রদত্ত বা কৃত রায় বা আদেশের ক্ষমতা ও কার্যকরতা লাভ করিবে।

(৪) যে সকল আইনগত কার্যধারা এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে হাইকোর্টের আপীল বিভাগে মীমাংসাধীন ছিল, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে ঐ সকল কার্যধারা নিষ্পত্তির জন্য আপীল বিভাগে স্থানান্তরিত হইবে এবং এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে হাইকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বা কৃত যে কোন রায় বা আদেশ এইরূপ ক্ষমতা ও সক্রিয়তা লাভ করিবে, যেন তাহা আপীল বিভাগের দ্বারা প্রদত্ত বা কৃত হইয়াছে।

(৫) এই সংবিধানের বিধানাবলী এবং অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে

(ক) যে সকল আদি, আপীল ও অন্যান্য এখতিয়ার ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ-দ্বারা গঠিত হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত ও উক্ত হাইকোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য করা হইয়াছিল (হাইকোর্টের আপীল বিভাগের উপর ন্যস্ত এখতিয়ার ব্যতীত), এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে অনুরূপ এখতিয়ার হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত ও উক্ত বিভাগ কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(খ) এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে এখতিয়ার ও কার্যক্ষমতা-প্রয়োগরত সকল দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব আদালত ও ট্রাইব্যুনাল এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে স্ব স্ব এখতিয়ার ও কার্যক্ষমতা প্রয়োগ করিতে থাকিবেন এবং যাঁহারা অনুরূপ আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন।

(৬) অধস্তন আদালত সম্পর্কিত এই সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের বিধানাবলী যথাশীঘ্র সম্ভব বাস্তবায়িত করা হইবে এবং তাহা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়াদি এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যেরূপ নিয়ন্ত্রিত হইত, আইনের দ্বারা প্রণীত যে কোন বিধান-সাপেক্ষে তাহা সেইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিবে।

(৭) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই কার্যধারা বাতিল হওয়া সম্পর্কে কোন প্রচলিত আইনের কার্যকরতাকে প্রভাবিত করিবে না।

আপীলের অধিকার

৭। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় কার্যরত কোন হাইকোর্ট (১৯৭২ সালের বাংলাদেশ হাইকোর্ট (সংশোধনী) আদেশের (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৯১) অধীন গঠিত আপীল বিভাগ ব্যতীত) কর্তৃক ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিবস হইতে প্রদত্ত, কৃত বা ঘোষিত যে কোন রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডের বিরুদ্ধে সময়গত যে কোন বাধা সত্ত্বেও সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল করা যাইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদ হাইকোর্ট বিভাগ হইতে আপীলের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য হয়, উপরি-উক্ত যে কোন আপীলের ক্ষেত্রে তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে ;

তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে অনুরূপ কোন আপীল করা যাইবে না।

নির্বাচন কমিশন

৮। (১) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে কর্মরত নির্বাচন কমিশন উক্ত তারিখ হইতে এই সংবিধানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদে এবং যাঁহারা নির্বাচন কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, উক্ত তারিখ হইতে তাঁহারা স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন, যেন তাঁহারা এই সংবিধানের অধীন অনুরূপ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সরকারী কর্ম কমিশন

৯। (১) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে কর্মরত সরকারী কর্ম কমিশন-সমূহ উক্ত তারিখ হইতে এই সংবিধানের অধীন প্রতিষ্ঠিত সরকারী কর্ম কমিশন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যিনি কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, উক্ত তারিখ হইতে তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন, যেন তিনি এই সংবিধানের অধীন অনুরূপ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সরকারী কর্ম

১০। (১) এই সংবিধান ও যে কোন আইনের বিধান-সাপেক্ষে

(ক) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের কর্মে রত যে কোন ব্যক্তি উক্ত তারিখ হইতে স্বীয় কর্মে বহাল থাকিবেন এবং এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার ক্ষেত্রে কর্মের যে শর্তাবলী প্রয়োগযোগ্য ছিল, তাহা অপরিবর্তিত থাকিবে ;

(খ) এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় দায়িত্বপালনরত সকল বিচারবিভাগীয়, নির্বাহী ও মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারী এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে স্ব স্ব দায়িত্বপালন করিতে থাকিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) উপ-অনুচ্ছেদের কোন কিছুই

(ক) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (কর্মবিভাগসমূহ) আদেশের (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৯) কিংবা ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (সার্ভিসেজ স্ক্রীনিং) আদেশের (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৬৭) অব্যাহত প্রয়োগে বাধাপ্রধান করিবে না ; অথবা

(খ) এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে কোন সময়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কিংবা এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে বহাল ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলী (পারিশ্রমিক, ছুটি, অবসর-ভাতার অধিকার ও শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি সংক্রান্ত অধিকারসহ) পরিবর্তন বা বাতিল করিয়া আইন-প্রণয়ন করা হইতে বিরত করিবে না।

পদে বহাল থাকার জন্য শপথ

১১। এই সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে যে সকল পদের জন্য শপথ বা ঘোষণা-পাঠের ফরম নির্ধারিত হইয়াছে, সেই সকল পদে এই তফসিলের অধীন বহাল থাকিবেন, এমন যে কোন ব্যক্তি এই সংবিধান-প্রবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব যথাযথ ব্যক্তির সম্মুখে অনুরূপ ফরমে শপথ বা ঘোষণা পাঠ করিবেন ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবেন।

স্থানীয় শাসন

১২। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন প্রশাসনিক এককাংশে প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা আইনের দ্বারা প্রণীত পরিবর্তন-সাপেক্ষে অব্যাহত থাকিবে।

করারোপ

১৩। এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশে বলবৎ যে কোন আইনের অধীন আরোপিত সকল কর ও ফি অব্যাহত থাকিবে, তবে আইনের দ্বারা তাহার তারতম্য বা তাহা রহিত করা যাইতে পারিবে।

অন্তর্বর্তী আর্থিক ব্যবস্থাসমূহ

১৪। সংসদ অন্যরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের কালে চলতি অর্থ-বৎসরের ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯, ৯০ ও ৯১ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী কার্যকর হইবে না এবং সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব হইতে যে ব্যয় করা হইয়াছে, তাহা বৈধভাবে ব্যয় করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতি যথাশীঘ্র সম্ভব তাঁহার স্বাক্ষর-দ্বারা প্রমাণীকৃত অনুরূপ সকল ব্যয়ের একটি বিবৃতি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

অতীত হিসাবের নিরীক্ষা

১৫। এই সংবিধান-প্রবর্তনের কালে চলতি অর্থ-বৎসর ও তাহার পূর্ববর্তী বৎসরগুলির হিসাব সম্পর্কে এই সংবিধানের অধীন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগযোগ্য হইবে এবং মহা হিসাব-নিরীক্ষক

ও নিয়ন্ত্রক অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট যে রিপোর্ট পেশ করিবেন, রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

সরকারের সম্পত্তি, পরিসম্পৎ, স্বত্ব, দায়-দারিত্ব ও বাধ্যবাধকতা

১৬। (১) এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যে সকল সম্পত্তি, পরিসম্পৎ বা স্বত্ব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কিংবা উক্ত সরকারের পক্ষে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত ছিল, তাহা প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হইবে।

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের সরকারের যে সকল দায়-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা ছিল, তাহা প্রজাতন্ত্রের দায়-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা রূপে অব্যাহত থাকিবে।

(৩) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় কখনও কার্যরত কোন সরকারের কোন দায়-দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা প্রজাতন্ত্রের সরকার স্পষ্টরূপে গ্রহণ না করিলে তাহা প্রজাতন্ত্রের দায়-দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা নহে কিংবা হইবে না।

আইনের উপযোগীকরণ ও অসুবিধা দূরীকরণ

১৭। (১) বাংলাদেশে বলবৎ যে কোন আইনের বিধানাবলীকে এই সংবিধানের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে এই সংবিধান-প্রবর্তনের দুই বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা সংশোধনী বা রহিতকরণের মাধ্যমে অনুরূপ বিধানাবলীর প্রয়োগ সংশোধন বা রহিত করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে প্রণীত যে কোন আদেশ ভূতাপেক্ষ তারিখ হইতে কার্যকর হইতে পারিবে।

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে প্রচলিত অস্থায়ী সাংবিধানিক ব্যবস্থা হইতে এই সংবিধানের বিধানাবলীতে উত্তরণের জন্য উদ্ভূত যে কোন অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা নির্দেশ দান করিতে পারিবেন যে, অনুরূপ আদেশে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য তাঁহার বিবেচনায় যেরূপ আবশ্যক বা সমীচীন হইবে, সেইরূপ পরিবর্তন, সংযোজন বা পরিবর্জনের মাধ্যমে গৃহীত উপযোগীকরণ-সাপেক্ষে এই সংবিধান কার্যকর হইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই সংবিধানের অধীন গঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকের পর অনুরূপ কোন আদেশ জারী করা হইবে না।

(৩) এই সংবিধানের অন্য কোন বিধান সত্ত্বেও এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রত্যেকটি আদেশ সংসদে উপস্থিত করা হইবে এবং সংসদের আইন-দ্বারা তাহা সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে।

পঞ্চম তফসিল

[১৫০ (২) অনুচ্ছেদ]

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম ? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারী করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন-গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি।

আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো-এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম-আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি

করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে, যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তি-পূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কি পেলাম আমরা ? আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে-তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু-আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সাথে বসবো ? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসবো ? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন 'মার্শাল ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে-শুধু সেক্রেটারীয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা, কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়-তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু-আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের

বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো-কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়-হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়ানেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়াবো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

ষষ্ঠ তফসিল

[১৫০ (২) অনুচ্ছেদ]

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা (অনূদিত)

"ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছ, যাহার যাহা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।

শেখ মুজিবুর রহমান
২৬ মার্চ ১৯৭১"

সপ্তম তফসিল

[১৫০ (২) অনুচ্ছেদ]

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অনূদিত)

যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন,

এবং

যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন,

এবং

যেহেতু এই আহূত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনী-ভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়,

এবং

যেহেতু পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে,

এবং

যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান,

এবং

যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজীরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংঘটন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের মধ্যে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে,

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম, এবং

পারস্পরিক আলোচনা করিয়া, এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে,

সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং

এতদ্দ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন,

ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন,

একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

কর আরোপণ ও অর্থ ব্যয়ন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

গণপরিষদ আহ্বান ও মুলতবিকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, এবং

বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য করিতে পারিবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে, কোন কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির উপর এতদ্বারা অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহা প্রয়োগ ও পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, জাতিমন্ডলীর সদস্য হিসাবে আমাদের উপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী
বাংলাদেশের গণপরিষদের ক্ষমতাবলে ও
তদধীনে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত
প্রতিনিধি।

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস—কম্পিউটার শাখা—১০৩৪/২০১১-২০১২/শাঃ—১৮-০৬-২০১২—১,০০০ কপি।

প্রশ্নোত্তরে বাংলাদেশের সংবিধান

১. **সংবিধান কী?**

উত্তর : সংবিধান হচ্ছে কোনো রাষ্ট্রের মূল ও সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের প্রধান কাজ হলো-রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মধ্যে ক্ষমতার সুষম বন্টন করে দেয়া।

২. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন কী?**

উত্তর : সংবিধান।

৩. **সংবিধান কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : ২ প্রকার। যথা-লিখিত সংবিধান ও অলিখিত সংবিধান।

৪. **বাংলাদেশে কোন ধরনের সংবিধান প্রচলিত আছে?**

উত্তর : লিখিত সংবিধান।

৫. **বাংলাদেশের সংবিধান কি সুপরিবর্তনীয় না দুষ্পরিবর্তনীয়?**

উত্তর : সুপরিবর্তনীয়।

৬. **বাংলাদেশের সংবিধান কবে গণপরিষদে গ্রহীত হয়?**

উত্তর : ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর।

৭. **কে, কবে বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারী করেন?**

উত্তর : ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি, দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান।

৮. **বাংলাদেশের প্রথম গণপরিষদ গঠিত হয় কবে?**

উত্তর : ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ।

৯. **বাংলাদেশের প্রথম গণপরিষদের অধিবেশন কবে বসে?**

উত্তর : ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল।

১০. **বাংলাদেশের প্রথম গণপরিষদের সভাপতি ও স্পীকার কে ছিলেন?**

উত্তর : সভাপতি মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ এবং স্পীকার-শাহ আব্দুল হামিদ।

১১. **বাংলাদেশের সংবিধান সর্বপ্রথম কবে গণপরিষদে উত্থাপন করা হয়?**

উত্তর : ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর।

১২. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান কবে থেকে কার্যকর হয়?**

উত্তর : ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

১৩. **বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন কতজন?**

উত্তর : ৩৪ জন।

১৪. **বাংলাদেশের সংবিধান রচনা কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?**

উত্তর : ড. কামাল হোসেন।

১৫. **বাংলাদেশের সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য কে ছিলেন?**

উত্তর : বেগম রাজিয়া বানু।

১৬. **বাংলাদেশের সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য কে ছিলেন?**

উত্তর : সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত।

১৭. **বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কী?**

উত্তর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (The Peoples Republic of Bangladesh).

১৮. **বাংলাদেশের সংবিধানের কয়টি পাঠ রয়েছে এবং এগুলো কী কী?**

উত্তর : দুটি। বাংলা ও ইংরেজি।

১৯. **সংবিধানের ব্যাখ্যায় বাংলা ও ইংরেজির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কোনটি গ্রহণযোগ্য হবে?**

উত্তর : বাংলা।

২০. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে কয়টি ভাগ আছে?**

উত্তর : ১১টি।

২১. **বাংলাদেশের সংবিধানে কয়টি অনুচ্ছেদ আছে?**

উত্তর : ১৫৩টি।

২২. **বাংলাদেশের সংবিধানে কয়টি তফসীল আছে?**

উত্তর : ৪টি।

২৩. **কোন সংশোধনী আইন বলে দ্বিতীয় তফসীল বিলুপ্ত করা হয়েছে?**

উত্তর : ৪র্থ সংশোধনী।

২৪. **বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের বয়স কমপক্ষে কত বছর হতে হবে?**

উত্তর : ৩৫ বছর।

২৫. বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর বয়স কমপক্ষে কত হতে হবে?

উত্তর : ২৫ বছর। অন্যান্য মন্ত্রীগণ এবং সংসদ সদস্যগণের ন্যূনতম বয়সও ২৫ বছর।

২৬. ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সংবিধানের কততম অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে?

উত্তর : ৭৭ নং অনুচ্ছেদে।

২৭. সংবিধান নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব দিয়েছে কাকে?

উত্তর : হাইকোর্টকে।

২৮. সংবিধান অনুযায়ী ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন কারা?

উত্তর : জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ১৮ বছরের উর্ধ্ব বয়স্ক সকল বাংলাদেশী নাগরিক।

২৯. বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনা মূলনীতি কয়টি ও কি কি?

উত্তর : ৪টি। এগুলো হলো- ক. জাতীয়তাবাদ, খ. গণতন্ত্র, গ. সমাজতন্ত্র, ঘ. ধর্মনিরপেক্ষতা।

৩০. সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর পর এবং পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বে সংবিধানের ৪টি মূলনীতি কি ছিল?

উত্তর : ৪টি। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো হচ্ছে- সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার-এ অর্থে সমাজতন্ত্র।

৩১. সংবিধান সংশোধনীর জন্য কতজন সংসদ সদস্যের ভোট প্রয়োজন হয়?

উত্তর : সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ।

৩২. সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম', গৃহীত হয় কবে?

উত্তর : ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল।

৩৩. সংবিধানের কত ধারা মোতাবেক রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের নিযুক্তি দেন?

উত্তর : ৫৬(২) ধারা।

৩৪. সংবিধানের কোন সংশোধনীর অংশবিশেষ সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বাতিল ঘোষণা করা হয়?

উত্তর : অষ্টম সংশোধনীর অংশবিশেষ।

৩৫. সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) গঠিত হয়েছে?

উত্তর : ১৩৭ ধারা অনুযায়ী।

৩৬. বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে?

উত্তর : প্রথম ভাগের তৃতীয় অনুচ্ছেদ।

৩৭. বাংলাদেশের সংবিধানে বিচার বিভাগকে কীরূপ মর্যাদা দেয়া হয়েছে?

উত্তর : সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। এতে দেশে 'সুপ্রীম কোর্ট' নামে একটি সর্বোচ্চ বিচার আদালত থাকবে। সুপ্রীম কোর্টকে নাগরিক অধিকার রক্ষা ও সংবিধানের প্রাধান্য নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেয়া হয়।

৩৮. ঢাকাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাজধানী ঘোষণা করা হয়েছে কোন অনুচ্ছেদে?

উত্তর : প্রথমভাগের ৫(১) অনুচ্ছেদে।

৩৯. বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত ৭টি মৌলিক অধিকারগুলো কী কী?

উত্তর : ১. আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ২. ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতির কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ, ৩. সরকারি নিয়োগ লাভ সুযোগের সমতা, ৪. জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণ ৫. গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ, ৬. সংগঠনের স্বাধীনতা, ৭. চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা।

৪০. 'সাংবিধানিক সংস্থা' কী? বাংলাদেশের সংবিধানের কয়েকটি সাংবিধানিক সংস্থার নাম কী?

উত্তর : যেসব প্রতিষ্ঠান সংবিধানের সুনির্দিষ্ট বিধিমতে গঠিত, সেগুলোকেই সাংবিধানিক সংস্থা বলে। সাংবিধানিক সংস্থাগুলো হচ্ছে- নির্বাচন কমিশন, এ্যাটর্নী জেনারেল, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ইত্যাদি।

৪১. বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়েছে?

উত্তর : ১১৮ নং অনুচ্ছেদে।

৪২. নির্বাচক কমিশন কাদের নিয়ে গঠিত?

উত্তর : প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং একাধিক নির্বাচন কমিশনারদের নিয়ে।

৪৩. প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের কে নিয়োগ দেন?

উত্তর : রাষ্ট্রপতি।

৪৪. নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ কত বছর?

উত্তর : পাঁচ বছর।

৪৫. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে ছিলেন? তাঁর দায়িত্বকাল কত?

উত্তর : বিচারপতি এম, ইদ্রিস। ১৯৭২ সালের ৭ জুলাই থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত।

৪৬. বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির মেয়াদ কত বছর নির্ধারণ করা হয়েছে?

উত্তর : ৫ বছর।

৪৭. 'জীবন ও ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার' রক্ষিত করা হয়েছে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে?

উত্তর : তৃতীয় ভাগের ৩২ নং অনুচ্ছেদে।

৪৮. বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' কবে সংযোজন করা হয়?

উত্তর : ১৯৯৯ সালে।

৪৯. কবে, কোথায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারী করা হয়?

উত্তর : ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল, মুজিবনগরে।

৫০. বাংলাদেশের সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' কোন আদেশ বলে সন্নিবেশিত হয়?

উত্তর : ১৯৭৮ সালে, দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র, আদেশ নং ৪-এর দ্বিতীয় তফসিল বলে।

৫১. 'সকল সময় জনগণের সেবা করবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।' এটি বাংলাদেশ সংবিধানের কততম ধারাতে বর্ণিত রয়েছে?

উত্তর : ২১(২) ধারাতে।

৫২. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বলে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন (ইমপিচমেন্ট) করার বিধান রাখা হয়েছে?

উত্তর : সংবিধানের ৫২ নম্বর অনুচ্ছেদের ৫ দফা অনুসারে।

৫৩. সংবিধান বাংলাদেশকে কোন ধরনের রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে?

উত্তর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

৫৪. বাংলাদেশ সংবিধানে এখন পর্যন্ত কতটি সংশোধনী আনা হয়েছে?

উত্তর : ১৫টি।

৫৫. সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন ২০১১ জাতীয় সংসদে বিভক্তি ভোটে পাস হয় কবে?

উত্তর : ৩০ জুন ২০১১ (জাতীয় সংসদে উত্থাপন ২৫ জুন ২০১১)।

৫৬. সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন ২০১১ -এ একমাত্র বিপক্ষে ভোট দেন কে?

উত্তর : স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ফজলুল আযীম (পক্ষে ভোট পড়ে ২৯১)।

৫৭. সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন ২০১১ এ রাষ্ট্রপতি কবে স্বাক্ষর করেন?

উত্তর: ৩ জুলাই ২০১১।

৫৮. **পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী সংবিধানের প্রারম্ভ কি দিয়ে শুরু হয়েছে?**

উত্তর : বিসমিল-াহির-রহমানির রহিম। (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল-াহের নামে)/পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে।

৫৯. **পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনের পূর্বে সংবিধানের প্রারম্ভে কি ছিল?**

উত্তর : বিসমিল-াহির-রহমনির রহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল-াহের নামে)।

৬০. **পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী সংবিধানের ২(ক) অনুচ্ছেদে কি রয়েছে?**

উত্তর : প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করবে।

৬১. **পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী 'রাষ্ট্রধর্ম' সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে?**

উত্তর : অনুচ্ছেদ ২(ক)।

৬২. **পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনের পূর্বে সংবিধানের ২(ক) অনুচ্ছেদে কি ছিল?**

উত্তর : প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাবে।

৬৩. **পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী 'জাতির পিতার প্রতিকৃতি' সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে?**

উত্তর : অনুচ্ছেদ ৪(ক)।

৬৪. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী সংবিধানের ৪(ক) অনুচ্ছেদে কি রয়েছে?

উত্তর : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দুতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে।

৬৫. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী সংবিধানের ৬(২) অনুচ্ছেদে কি রয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হবে।

৬৬. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনের পূর্বে সংবিধানের ৬(২) অনুচ্ছেদে কি ছিল?

উত্তর : বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হবে।

৬৭. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী 'সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ ইত্যাদি অপরাধ' সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে?

উত্তর : ৭(ক) অনুচ্ছেদে।

৬৮. 'সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সাংশোধন অযোগ্য' সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে?

উত্তর : ৭(খ) অনুচ্ছেদে ।

৬৯. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি ও কী কী?

উত্তর : ৪টি । এগুলো হলো- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ।

৭০. সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর পর এবং পঞ্চদশ সংশোধনের পূর্বে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কি ছিল?

উত্তর : সর্বশক্তিমান আল-াহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র ।

৭১. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী 'জাতীয়তাবাদ' সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে?

উত্তর : ৯ অনুচ্ছেদ ।

৭২. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদে কি রয়েছে?

উত্তর : "ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক স্বত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছেন, সে বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি" ।

৭৩. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনের পূর্বে সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদে কি ছিল?

উত্তর : রাষ্ট্র সংশি-ষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদেরকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হবে।

৭৪. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুয়ায়ী 'সমাজতন্ত্র ও শোষণ মুক্তি' সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে?

উত্তর : অনুচ্ছেদ ১০।

৭৫. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী সংবিধানের ১০ অনুচ্ছেদে কি রয়েছে?

উত্তর : মানুষের উপর মানুষের শোষণ হতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৭৬. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনের পূর্বে সংবিধানের ১০ অনুচ্ছেদে কি ছিল?

উত্তর : জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭৭. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী 'ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা' সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে?

উত্তর : ১২ অনুচ্ছেদে।

৭৮. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে কি রয়েছে?

উত্তর : ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য

ক. সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা,

খ. রাষ্ট্রকর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,

গ. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,

ঘ. কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নিপীড়ন,

৭৯. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনের পূর্বে সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে কি ছিল?

উত্তর : ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা [বিলুপ্ত]।

৮০. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী 'পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে?

উত্তর : অনুচ্ছেদ ১৮(ক)।

৮১. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদে কি রয়েছে?

উত্তর : রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং প্রাকৃতির সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবে।

৮২. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী সাংবিধানের ১৯(৩) অনুচ্ছেদে কি রয়েছে?

উত্তর : জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।

৮৩. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী 'উপজাতি' ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি' সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে?

উত্তর : অনুচ্ছেদ ২৩(ক)।

৮৪. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী সংবিধানের ২৩(ক) অনুচ্ছেদে কি রয়েছে?

উত্তর : রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮৫. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী 'মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ' সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে?

উত্তর : অনুচ্ছেদ ৪৪।

৮৬. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী 'সর্বাধিনায়কতা' সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে?

উত্তর : ৬১ অনুচ্ছেদে।

৮৭. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদে কি রয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যাস্ত হবে এবং আইনের দ্বারা তার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হবে।"

৮৮. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনের পূর্বে সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদে কি ছিল?

উত্তর: বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যাস্ত হবে এবং যে মেয়াদে ৫৮খ অনুচ্ছেদের অধীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে সে মেয়াদে উক্ত আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হবে।

৮৯. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত করা হয় সংবিধানের কোন সংশোধনে মাধ্যমে?

উত্তর : পঞ্চদশ।

৯০. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী জাতীয় সংসদের মোট সংসদ সদস্য কত?

উত্তর : ৩৫০।

৯১. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী সদস্য সংখ্যা কত?

উত্তর : ৫০।

৯২. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী ৬৬ অনুচ্ছেদের যুক্ত (ঙ) ও (চ)-এর উপদফা কিরূপ?

উত্তর : "(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন যে কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়ে থাকেন;

(চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

৯৩. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী 'সংসদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা অযোগ্যতা' সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে?

উত্তর : অনুচ্ছেদ ৬৬।

৯৪. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী 'রাজনৈতিক দল হতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া' সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে?

উত্তর : অনুচ্ছেদ ৭০।

৯৫. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে কি রয়েছে?

উত্তর : কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যাক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি–

ক. উক্ত দল হতে পদত্যাগ করেন অথবা

খ. সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তা হলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে, তবে তিনি সে কারণে পরবর্তী কোনো নির্বাচনে সংসদ সদস্য হবার অযোগ্য হবেন না।"

৯৬. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদে কি রয়েছে?

উত্তর : প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করবেন।

৯৭. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনের পূর্বে সংবিধানের (৫(১) অনুচ্ছেদে কি ছিল?

উত্তর : প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

৯৮. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী 'অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে?

উত্তর : ৯৯ অনুচ্ছেদ।

৯৯. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদে কি রয়েছে?

উত্তর : রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে

সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করবেন, সে স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

১০০. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনের পূর্বে সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদে কি ছিল?

উত্তর : রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করবেন, সে স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

১০১. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী সংবিধানের ১০১ অনুচ্ছেদে কি রয়েছে?

উত্তর : এ সংবিধান বা অন্য কোনো আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর যেরূপ আদি, আপীল ও অন্য প্রকার এখতিয়ার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বা হতে পারে উক্ত বিভাগের সেরূপ এখতিয়ার ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকবে।

১০২. পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনের পূর্বে সংবিধানের ১০১ অনুচ্ছেদে কি ছিল?

উত্তর : এ সংবিধান বা অন্য কোনো আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর যেরূপ আদি, আপীল ও অন্য

প্রকার এখতিয়ার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বা হতে পারে উক্ত বিভাগের সেরূপ এখতিয়ার ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকবে।

১০৩. **পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী সংবিধানর ১১৬ অনুচ্ছেদে কি রয়েছে?**

উত্তর : বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনের রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল-নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃঙ্খলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যাস্ত থাকবে এবং সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তা প্রযুক্ত হবে।

১০৪. **পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী 'ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী' সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে?**

উত্তর : অনুচ্ছেদ ১৫০।

১০৫. **১৬ জুন ২০১০ প্রথম নারী হিসেবে কে জাতীয় সংসদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে স্পিকারের আসনে বসেন?**

উত্তর : সানজিদা খানম।

১০৬. **বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম নারী স্পিকার নির্বাচিত হন কে?**

উত্তর : ড, শিরিন শারমিন চৌধুরী।

২. যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান

বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম (সংক্ষিপ্ত) সংবিধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। এতে ৭টি অনুচ্ছেদ রয়েছে যা আট হাজারের কম শব্দে লিখিত। এ সংবিধান প্রণয়ন করা হয় ১৭৮৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এবং কার্যকর হয় ১৭৮৯ সাল থেকে। উল্লেখ্য, সংবিধানের মূলধারা লিপিবদ্ধ হয় ওয়াশিংটনের ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে। উক্ত সংবিধান এ পর্যন্ত সংশোধন করা হয়েছে ৩৭ বার (১৭৮৯-২০০৬ সাল পর্যন্ত)। মার্কিন সংবিধানে 'বিল অব রাইটস' অন্তর্ভুক্ত হয় ১৭৯২ সালে।

মার্কিন সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে কমপক্ষে ৩৫ বছর বয়স্ক, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পূর্বে ১৪ বছরকাল আমেরিকায় বসবাস এবং জন্মসূত্রে সে দেশের নাগরিক হওয়ার শর্ত রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ৪ বছর। সংবিধান অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি দু'মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতি হতে পারেন না, যা সংবিধানের দ্বাবিংশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিধান করা হয়।

সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রভূত সুযোগ-সুবিধা ও সম্মানের অধিকারী। তিনি বাৎসরিক ২ লাখ ডলার বেতন এবং অন্যান্য

খরচ বাবদ ৫০ হাজার ডলার পেয়ে থাকেন। রাষ্ট্রপতির স্ত্রীকেও যথাবিহীত সামাজিক মর্যাদা দেয়া হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতির স্ত্রী First Lady নামে খ্যাত।

মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী সংবিধান অবমাননা, মারাত্মক অপরাধ ও দেশদ্রোহিতার কারণে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যায়। সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অভিশংসন প্রস্তাব সমর্থন করলে রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা থেকে অপসারিত হবেন। রাষ্ট্রপতির অভিশংসনকালে সিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম কংগ্রেস। যা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। প্রতিনিধিসভা (The House of Representatives) এবং সিনেট (The Senate)। সংবিধান অনুযায়ী মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের সংখ্যা ৯ জন (পূর্বে ছিল ৬ জন)। যুক্তরাষ্ট্রের দাসপ্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে।

আমেরিকায় নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় ১৯২০ সালে, উনিশতম সংশোধনীর মাধ্যমে। যুক্তরাষ্ট্রেরে সংবিধানে কংগ্রেসের যুদ্ধ ঘোষণা ও সামরিক বাহিনী গঠন সংক্রান্ত বিধান আছে ৮ নং ধারায়। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুমোদনের স্বাক্ষর করেন ৩৯ জন (প্রথমে করেন জর্জ ওয়াশিংটন)।

প্রশ্নোত্তরে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান

১. **কোন দেশের সংবিধান বিশ্বের ক্ষুদ্রতম (সংক্ষিপ্ত)?**

উত্তর : মর্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (সমগ্র সংবিধান পাঠ করতে সর্বোচ্চ আধঘণ্টা সময় লাগে)।

২. **যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুচ্ছেদ কয়টি?**

উত্তর : ৭টি

৩. **যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের শব্দ সংখ্যা কত?**

উত্তর : আট হাজারেরও কম।

৪. **মার্কিন সংবিধান কবে প্রণয়ন করা হয়?**

উত্তর : ১৭৮৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর।

৫. **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান কার্যকর হয় কবে থেকে?**

উত্তর : ১৭৮৯ সাল থেকে।

৬. **এ সংবিধানের মূলধারা লিপিবদ্ধ হয় কোথায়?**

উত্তর : ওয়াশিংটনের ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে।

৭. **এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান কত বার সংশোধন করা হয়?**

উত্তর : ৩৭ বার (১৭৮৯-২০০৬ সাল পর্যন্ত)।

৮. **'বিল অব রাইটস' মার্কিন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয় কত সালে?**

উত্তর : ১৭৯২ সালে।

৯. **মার্কিন সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে কমপক্ষে কত বছর বয়স হতে হবে?**

উত্তর : ৩৫ বছর।

১০. নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পূর্বে কত বছরকাল আমেরিকায় বসবাস করতে হবে?

উত্তর : ১৪ বছরকাল।

১১. কোন প্রকারের নাগরিক রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হতে পারবে?

উত্তর : জন্মসূত্রে সে দেশের নাগরিক।

১২. সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কার্যকাল কত?

উত্তর : ৪ বছর।

১৩. 'কোন ব্যক্তি দু'মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না' –এ বিধান কোন সংশোধনীর মাধ্যমে করা হয়?

উত্তর : সংবিধানের দ্বাবিংশ সংশোধনীর মাধ্যমে।

১৪. সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বাৎসরিক কত লাখ ডলার বেতন পান?

উত্তর : ২ লাখ ডলার।

১৫. রাষ্ট্রপতি অন্যান্য খরচ বাবদ বছরে কত ডলার পেয়ে থাকেন?

উত্তর : ৫০ হাজার ডলার।

১৬. মার্কিন রাষ্ট্রপতির স্ত্রী কী নামে খ্যাত?

উত্তর : First Lady.

১৭. মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী সিনেটের কত জন সদস্য অভিশংসন প্রস্তাব সমর্থন করলে রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা থেকে অপসারিত হবেন?

উত্তর : দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য।

১৮. রাষ্ট্রপতির অভিশংসনকালে সিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন কে?

উত্তর : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি।

১৯. যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কত কক্ষ বিশিষ্ট?

উত্তর : দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট।

২০. যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম কী?

উত্তর : কংগ্রেস।

২১. যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার কক্ষগুলো কী কী?

উত্তর : প্রতিনিধিসভা (The House of Representatives) এবং সিনেট (The Senate)।

২২. মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য সংখ্যা কত?

উত্তর : ৪৩৫ জন।

২৩. মার্কিন সিনেটের সদস্য কত?

উত্তর : ১০০ জন (প্রতি অঙ্গরাজ্যের জন্য ২ জন)।

২৪. সংবিধান অনুযায়ী মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের সংখ্যা কত জন?

উত্তর : ৯ জন (পূর্বে ছিল ৬ জন)।

২৫. যুক্তরাষ্ট্রের দাসপ্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় কোন সংশোধনীর মাধ্যমে?

উত্তর : ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে।

২৬. আমেরিকায় নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃতি হয় কত সালে?

উত্তর : ১৯২০ সালে, উনিশতম সংশোধনীর মাধ্যমে।

২৭. যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে কংগ্রেসের যুদ্ধ ঘোষণা ও সামরিক বাহিনী গঠন সংক্রান্ত বিধান আছে কত নং ধারায়?

উত্তর : ৮ নং ধারায়।

২৮. যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুমোদনে কত জন স্বাক্ষর করেন?

উত্তর : ৩৯ জন।

২৯. যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুমোদনে সর্বপ্রথম স্বাক্ষর করেন কে?

উত্তর : জর্জ ওয়াশিংটন।

৩. যুক্তরাজ্যের সংবিধান

বিশ্বের পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা প্রথম প্রচলিত হয় ব্রিটেনে। ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত। এটা প্রথা, আচার-আচরণ ও রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। লিখিত অংশ খুব কম। ব্রিটেনের সংবিধান সনদপত্র, আবেদনপত্র (Petitions) এবং অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক ঘটনাবলির সমন্বয়ে গঠিত। এর মধ্যে (Magna Carta, Petitioin of Rights, bill of Rights, Act of Settlement. মহাসংস্কার আইন এবং Parliament Act প্রধান। সংবিধান অনুযায়ী ব্রিটেনের সকল শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা পরিচালিত হয় রানীর নামে। ব্রিটেনের সংবিধানে রাজা-রানী সম্পর্কে যে আস্থাবাচক বাক্য লিপিবদ্ধ আছে তা হলো– The king can do no wrong (রাজা কোনো অন্যায় করতে পারেন না।) ব্রিটেনের আইসভার নাম (House of Commons) এটি দু'কক্ষবিশিষ্ট।

১. কমন্সসভা (The House of Commons)

২. লর্ডসসভা (House of Lords) ব্রিটেনের আইনসভার উচ্চকক্ষের নাম লর্ডসসভা।

লর্ডস সভার সদস্য সংখ্যা ১১০০ জন। কমন্সসভা (The House of Commons) ব্রিটেনের আইনসভার প্রথম কক্ষ।

সদস্য সংখ্যা ৬৪৬ জন। ক্ষমতা রাজার নিকট থেকে পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয় ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের পর। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডি, লোমির মন্তব্য, The british Parliament is so powerful that it can do or undo any-thing except making a man a woman and woman a man' (ব্রিটেনের পার্লামেন্টের ক্ষমতা এত ব্যাপক যে, এটি নারীকে পুরুষ এবং পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করা ব্যতীত অপর সব কিছুই করতে সক্ষম।) সংবিধান অনুযায়ী ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের নেতা এবং তিনি শাসন বিভাগের সর্বাধিনায়ক। শাসনতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পদটি সৃষ্টি হয়েছে। এ পদটির সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রথমে ছিল না। পরে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। সাংবিধানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী পদ সৃষ্টি করা হয় ১৮৪১ সালে। ব্রিটেনের প্রথম সাংবিধানিক প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট ওয়ালপোল।

প্রশ্নোত্তরে যুক্তরাজ্যের সংবিধান

১. বিশ্বের পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা প্রথম কোথায় প্রচলিত হয়?

উত্তর : ব্রিটেনে।

২. সংবিধান অনুযায়ী ব্রিটেনের সকল শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা পরিচালিত হয় কার নামে?

উত্তর : রানীর নামে।

৩. ব্রিটেনের সংবিধানে রাজা-রানী সম্পর্কে যে আস্থাবাচক বাক্য লিপিবদ্ধ আছে তা কী?

উত্তর : `The king can do no wrong' (রাজা কোনো অন্যায় করতে পারেন না।)

৪. সাংবিধানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী পদ সৃষ্টি করা হয় কত সালে?

উত্তর : ১৮৪১ সালে।

৫. ব্রিটেনের সংবিধান কিসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে?

উত্তর : প্রথা, আচার-আচরণ ও রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

৬. ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত না লিখিত?

উত্তর : অলিখিত। তবে লিখিত অংশ যে নেই তা নয়, তবে লিখিত অংশ খুব কম।

৭. **ব্রিটেনের আইনসভার নাম কী?**

উত্তর : Parliament.

৮. **ব্রিটেনের আইনসভা কত কক্ষবিশিষ্ট?**

উত্তর : দু'কক্ষবিশিষ্ট। ১. কমন্সসভা (House of commons) ২. লর্ডসসভা (House of Lords)

১০. **ব্রিটেনের আইনসভার উচ্চকক্ষের নাম কী?**

উত্তর : লর্ডস সভা।

১১. **লর্ডস সভার সদস্য সংখ্যা কত?**

উত্তর : ১১০০ জন।

১২. **বর্তমানে লর্ডস সভায় কতজন মহিলা সদস্য রয়েছে?**

উত্তর : ১০ জন।

১৩. **ব্রিটেনের আইনসভার প্রথম কক্ষ কোনটি?**

উত্তর : কমন্সসভা (The House of Commons)

১৪. **কমন্স সভার সদস্য সংখ্যা কত?**

উত্তর : ৬৪৬ জন।

১৫. **ব্রিটেনের সর্বময় ক্ষমতা রাজার নিকট থেকে পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয় কত সালে?**

উত্তর : ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের পর।

১৭. সংবিধান অনুযায়ী ব্রিটেনের কেবিনেটের নেতা কে?

উত্তর : প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি শাসন বিভাগের সর্বাধিনায়ক।

১৮. ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর বাৎসরিক বেতন-ভাতাদির পরিমাণ কত?

উত্তর : ১০ হাজার পাউন্ড এবং অবসরকালীন সময়ে ২ হাজার পাউন্ড পেনশন লাভ করেন।

২১. ব্রিটেনের প্রথম সাংবিধানিক প্রধানমন্ত্রী কে?

উত্তর : স্যার রবার্ট ওয়ালপোল।

৪. গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধান

চীনা সংবিধানের তাত্ত্বিক ভিত্তি হলো মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাও সেতুং-এর মতাদর্শ। চীনের বর্তমান সংবিধান গ্রহীত হয় ১৯৮২ সালের ৪ ডিসেম্বর, পঞ্চম জাতীয় গণকংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে। চীনের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে। ১৯৮২ সালের গ্রহীত সংবিধানটি চীনের চতুর্থ সংবিধান। চীনের বর্তমান সংবিধানটি পুরোপুরি লিখিত সংবিধান। চীনের সংবিধানের অনুচ্ছেদ রয়েছে ১৩৮টি সংবিধান অনুযায়ী চীনের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সংস্থার নাম জাতীয় গণকংগ্রেস। সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে চীনা গণকংগ্রেস সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

প্রশ্নোত্তরে চীনের সংবিধান

১. **চীনের বর্তমান সংবিধান গ্রহীত হয় কবে?**

উত্তর : ১৯৮২ সালে ৪ ডিসেম্বর।

২. **বর্তমান সংবিধান গ্রহীত হয় কততম গণকংগ্রেসের কোন অধিবেশনে?**

উত্তর : পঞ্চম জাতীয় গণকংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে।

৩. **১৯৮২ সালের গ্রহীত সংবিধানটি চীনের কততম সংবিধান?**

উত্তর : চতুর্থ সংবিধান।

৪. চীনের বর্তমান সংবিধানটি লিখিত নাকি অলিখিত?

উত্তর : পুরোপুরি লিখিত সংবিধান।

৫. চীনের সংবিধানের অনুচ্ছেদ রয়েছে কতটি?

উত্তর : ১৩৮টি।

৬. চীনা সংবিধানের তাত্ত্বিক ভিত্তি কী?

উত্তর : মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাও সেতুং-এর মতাদর্শ।

৭. চীনের সংবিধানে কোন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে?

উত্তর : সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে।

৮. সংবিধান অনুযায়ী চীনের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সংস্থার নাম কী?

উত্তর : জাতীয় গণকংগ্রেস। সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীও এই সংস্থা।

৫. ভারতীয় সংবিধান

ভারতের সংবিধান পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ লিখিত সংবিধান। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান প্রয়োগিক হয়। ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর অবিভক্ত ভারতের খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে গণ-পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারত বিভাজন ঘটলে পাকিস্তানের অঞ্চলভুক্ত প্রতিনিধিরা গণ-পরিষদ ছেড়ে চলে যান। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নেতৃত্বে সভায় সার্বভৌম গণপরিষদ গঠিত হয় এবং ভারতের সংবিধান প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয় এই গণ-পরিষদকে।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খসড়া সংবিধান প্রকাশ করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ৩৯৫টি ধারা এবং আটটি তফসিল নিয়ে সার্বভৌম গণ-পরিষদ সংবিধান গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে সংবিধান সংশোধন করে কোনো কোনো ধারার পরিবর্তন করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো ধারার সঙ্গে নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। বর্তমানে সংবিধানে ৪০৭টি ধারা এবং বারোটি তফসিল আছে।

সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

ভারতের সংবিধানকে বিভিন্ন দেশের সাংবিধানিক অভিজ্ঞতার, ধ্যান-ধারণার সমষ্টিগত রূপ বলা যায়। ভারতের সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হলো সংবিধানের প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনার মাধ্যমে ভারতের সংবিধানের প্রণেতারা সংবিধানের উৎস, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সমাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিকে ব্যক্ত করেছেন। ভারত সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা, প্রত্যেক ব্যক্তির সমান মর্যাদা ও সুযোগ এবং জাতীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্বের আদর্শ এই সংবিধানের বৈশিষ্ট্য। ১৯৭৬ সালের সংবিধানের ৪২তম সংশোধন আইনের মাধ্যমে, 'সমাজতান্ত্রিক' 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'সংহতি' শব্দ তিনটি যুক্ত করা হয়। সুতরাং বর্তমানে প্রস্তাবনা অনুসারে ভারত একটি 'সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক' ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'।

ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হিসেবে মৌলিক অধিকারকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়। সমতার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার হলো মৌলিক অধিকার। ১৯৭৮ সালে

সাংবিধানের ৪৪তম সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে বাদ দেওয়া হয়। বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার আইনসিদ্ধ অধিকার (Statutory right)

ভারতের সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো নির্দেশমূলকনীতি। সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে আদর্শের উল্লেখ আছে, নির্দেশমূলক নীতি তারই সম্প্রসারিত রূপ। এই নীতিসমূহ আদালত কর্তৃক প্রয়োগ্যযোগ্য না হলেও তাদের রাষ্ট্র-প্রশাসন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতের সংবিধান সুপরিবর্তনীয়তা এবং দুষ্পরিবর্তনীয়তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে। ভারতে সংবিধানের সব অংশের সংশোধনের জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। সংবিধান সংশোধনের জন্য একমাত্র সংসদের যে কোনো কক্ষে বিল উত্থাপন করা যায়। ভারতের সংবিধান লিখিত সংবিধান।

এ সত্ত্বেও সাংবিধানিক রীতি-নীতির গুরুত্ব রয়েছে। রাজ্যে রাজ্যপালের ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতিমূলক শাসনতান্ত্রিক রীতি-নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভারতের সংবিধানের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হলো জরুরি অবস্থা-সংক্রান্ত ঘোষণা সংযোজন। জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত ঘোষণাকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ ও সশস্ত্র বিদ্রোহজনিত জরুরি অবস্থা, রাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থা এবং আর্থিক জরুরি অবস্থা।

সংবিধানের প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা হলো সংবিধানের মুখবন্ধ বা ভূমিকা। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার জনক পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। ১৯৪৬ সালের ১৩ নভেম্বর গণ-পরিষদে তিনি সংবিধানের লক্ষ্য-সম্বলিত যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তারই পরিবর্তিত রূপ হলো বর্তমান প্রস্তাবনা। ১৯৪৬ সালের ২২ জানুয়ারি খসড়া সংবিধান রচনা কমিটি প্রস্তাবনাটি বিবেচনা ও গ্রহণ করে।

সংবিধানের প্রস্তাবনাটি এই রকম : 'আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়-বিচার; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণ-পরিষদ আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।

প্রশ্নোত্তরে ভারতীয় সংবিধান

১. **পৃথিবীর সর্ববৃহৎ লিখিত সংবিধান কোন দেশের?**
উত্তর : ভারতের সংবিধান।

২. **অবিভক্ত ভারতের খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করার লক্ষ্যে গণ-পরিষদ গঠিত হয় কবে?**
উত্তর : ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর।

৩. **কার নেতৃত্বে কবে ভারতের সংবিধান প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়?**
উত্তর : গণপরিষদের সভায় ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট।

৪. **এ গণপরিষদে কবে খসড়া সংবিধান তৈরি হয়?**
উত্তর : ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি।

৫. **ভারতের খসড়া সংবিধান প্রস্তুত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন কে?**
উত্তর : ড. বি আর আম্বেদকর।

৬. **খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র মুসলিম সদস্য কে ছিলেন?**
উত্তর : কে এম মুন্সি মুহাম্মদ সাদুল্লা।

৭. **ভারতীয় সংবিধান কার্যকারী হয় কবে?**
উত্তর : ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি।

৮. ভারতের বর্তমান সংবিধানে কতটি ধারা এবং কয়টি তফসিল রয়েছে?

উত্তর : ৪০৭টি ধারা এবং ১২ তফসিল রয়েছে।

৯. ভারতীয় সংবিধানে কবে 'সমাজতান্ত্রিক' 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'সংহতি' শব্দ তিনটি যুক্ত করা হয়?

উত্তর : ১৯৭৬ সালে, সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনীর মাধ্যমে।

১০. ভারতের সংবিধান প্রস্তাবনার জনক কে?

উত্তর : পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।

১১. ভারতীয় সংবিধানে ভারত কোন প্রকৃতির রাষ্ট্র?

উত্তর : ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

১২. সংবিধান অনুযায়ী ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচনের যোগ্য বিবেচিত হতে কত বয়স হতে হবে?

উত্তর : কমপক্ষে ৩৫ বছর।

১৩. সংবিধান মতে রাষ্ট্রপতির মাসিক বেতন কত?

উত্তর : ৫০ হাজার রুপি।

১৪. এ পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধানের সংশোধনী গৃহিত হয়েছে কয়টি?

উত্তর : ৮৩টি।

১৫. **ভারতীয় সংবিধানের প্রথম সংশোধনী গৃহীত হয় কত সালে?**

উত্তর : ১৯৫১ সালে।

১৬. **কোন সংশোধনীর মাধ্যমে কবে ফরাসী অধিকৃত 'পণ্ডিচেরীকে' কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়?**

উত্তর : চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে, ১৯৬২ সালে।

১৭. **কোন সংশোধনীর মাধ্যমে কবে সিকিমকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়?**

উত্তর : ৩৬তম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৫ সালে।

১৮. **কোন সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের হিন্দি অনুবাদ প্রকাশের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করা হয়?**

উত্তর : ৫৭ তম সংশোধনীর মাধ্যমে, ১৯৮৭ সালে।

১৯. **পূর্বতন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিল্লিকে 'জাতীয় রাজধানী অঞ্চল'-এর মর্যাদা দেওয়া হয় কততম সংশোধনীর মাধ্যমে?**

উত্তর : ৯৬তম সংশোধনীর মাধ্যমে, ১৯৯১ সালে।

৬. জাপানের সংবিধান

জাপানের প্রথম লিখিত সংবিধান রচিত হয় ৬২০ সালে। যাতে ১৭টি ধারা ছিল। এটি রচিত হয় সম্রাট শোটোকু-এর শাসনামলে (৫৯৩-৬২২ সালে)। জাপানে সংবিধান ব্যবস্থা চালু হয় ১৮৯০ সালে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে জাপানের নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। জাপানের পার্লামেন্টের নাম ডায়েট। ডায়েটের নিম্নকক্ষের নাম House of Representative. জাপানের পার্লামেন্ট 'ডায়েট' Universal Suffrage Law (সার্বিক ভোটাধিকার আইন) প্রণীত হয় কাটো তাকাকির আমলে (১৯২৫ সালে)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরাজিত হওয়ার পর জাপানের সংবিধান তৈরি হয়েছে মার্কিন-যুদ্ধরাষ্ট্রের নির্দেশনায়।

প্রশ্নোত্তর জাপানের সংবিধান

১. জাপানের প্রথম লিখিত সিংবিধান রচিত হয় কবে? – ৬২০ সালে

২. প্রথম সংবিধানে ধারা ছিল কয়টি? – ১৭টি।

৩. জাপানের প্রথম লিখিত সংবিধানটি কার শাসনামলে রচিত হয়?
– সম্রাট শোটোকু (৫৯৩-৬২২ সালে) শাসনামলে।

৪. জাপানের সংবিধান ব্যবস্থা চালু হয় কবে? – ১৮৯০ সালে।

৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে জাপানে নতুন সংবিধান গৃহীত হয় কত সালে? – ১৯৪৭ সালে।

৬. জাপানের পার্লামেন্টের নাম কি?
– ডায়েট ডায়েটের নিম্নকক্ষের নাম House of Representative.

৭. জাপানের পার্লামেন্ট 'ডায়েট' Universal Suffrage Law (সার্বিক ভোটাধিকার আইন) প্রণীত হয় কত সালে?
– ১৯২৫ সালে, কাটো তাকাকির আমলে।

৮. পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর কোন দেশের নির্দেশনায় জাপানের সংবিধান তৈরি হয়?
– মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশনায়।

বিশ্বের প্রথম সনদ

বিশ্বের সবকিছুই কোনো না কোনো আইন বা বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ কারণে সৃষ্টির সূচনা থেকেই মানবজাতির পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ঐশী বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। তাছাড়া যুগে যুগে রাষ্ট্র পরিচালনা, বিভিন্ন সংস্থা পরিচালনার জন্যেও প্রণীত হয়েছে বিভিন্ন সনদ বা সংবিধান। এ অধ্যায়ে পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান মদীনা সনদ, ম্যাগনাকার্টা, জাতিসংঘ সনদ, শিশু অধিকার সনদ, সিডও সনদ, জেনেভা কনভেনশন, সর্বজনীন মানবাধিকার সনদসহ কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সনদ ও সংবিধানের বর্ণনা এবং উক্ত সনদ সংবিধানের মৌলিক বিষয়াদি প্রশ্নোত্তরে উপস্থাপন করা হলো।

৭. পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান মদীনা সনদ

বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা) মদীনা এসে ইসলামী রাষ্ট্রগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রথমেই অনুধাবন করেছিলেন যে, যেখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বাস সেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ও সমর্থন না পেলে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই দৃঢ় ভিতের উপর ইসলামী রাষ্ট্রগঠন এবং চিরাচরিত গোত্রীয় পার্থক্য তুলে দিয়ে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার

উদ্দেশ্যে তিনি মদীনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের মুসলমান, ইহুদী ও পৌত্তলিকদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সংবিধান রচনা করেন, যা "মদীনা সনদ" নামে পরিচিত। দুনিয়ার ইতিহাসে এটাই হচ্ছে প্রথম লিখিত সংবিধান। উক্ত সংবিধানে সাম্যের মহান নীতি, আইনের শাসন, ধর্মের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ঘোষণা করা হয়। উক্ত সংবিধান সকল পক্ষ মেনে নিয়ে স্বাক্ষরদান করেছিল। সংবিধানের ধারাগুলো নিম্নরূপ :

[আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক জারিকৃত এটি লিখিত কিতাব বা চুক্তি-কুরাইশ এবং ইয়াসরিবের, মুসলিম আর যারা তাদের অনুসরণ করে তাদের পর্যায়ভুক্ত হবে এবং তাদের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করবে]

১. তারা আর সব লোকের থেকে স্বতন্ত্র একটি উম্মাহ বা জাতি।

২. কুরাইশদের মুজাহিদগণ পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের পরস্পরের মাধ্যকার রক্তপণ প্রদান করবে আর মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম এবং ন্যায়-নীতির নিরীখে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের বন্দীদের মুক্ত করবে।

৩. বনু আউফ গোত্র পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য তাদের প্রদত্ত পূর্বহারে রক্তপণ আদায় করবে আর প্রতিটি গোত্র মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম-নীতি এবং ন্যায় বিচার ও আদল-ইনসাফের ভিত্তিতে মুক্তিপণের সাহায্যে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৪. বনু সাঈদা গোত্র পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের পূর্বহারে রক্তপণ প্রদান করবে আর প্রতিটি গোত্র মু'মিনের মধ্যে উত্তম পন্থা এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে মুক্তিপণের সাহায্যে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৫. বনু হারিস গোত্র পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের প্রদত্ত পূর্বহারে রক্তপণ প্রদান করবে, আর প্রতিটি গোত্র মু'মিনদের মধ্যে উত্তম পন্থা এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে বন্দীদের মুক্ত করবে মুক্তিপণ প্রদানের মাধ্যমে।

৬. বনু জুশাম গোত্র পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যগণের জন্য তাদের প্রদত্ত পূর্বহারে রক্তের মূল্য দেবে আর প্রতিটি গোত্র মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত কল্যাণকর এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে মুক্তিপণ প্রদানের মাধ্যমে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৭. বনু নাজ্জার পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের প্রদত্ত পূর্বহারে রক্তের মূল্য প্রদান করবে, আর অন্যসব গোত্র মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত কল্যাণের এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে মূল্য পরিশোধ করে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৮. বনু আমর ইবন আউফ পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের রক্তের মূল্য পূর্বহারে প্রদান করবে আর প্রতিটি গোত্র মু'মিনের মধ্যে কল্যাণকর এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে মূল্য পরিশোধ করে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৯. বনুনবী ৩ (অননবী ১৩) পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের প্রদত্ত পূর্বহারে রক্তের মূল্য দেবে আর প্রতিটি গোত্র মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত কল্যাণকর এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে রক্তপণের মাধ্যমে বন্দীদের মুক্ত করবে।

১০. বনু আউস (আল আউস) পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের প্রদত্ত পূর্বহারে রক্তপণ আদায় করবে, আর তাদের প্রতিটি দল মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম-নীতি এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে রক্তপণের মাধ্যমে বন্দীদের মুক্ত করবে।

১১. মু'মিনরা নিজেদের ঋণগ্রস্ত, অভাবগ্রস্ত কাউকেই পরিত্যাগ করবে না এবং মুক্তিপণ ও রক্তপণ আদায়ের জন্য তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে।

১২. কোনো মুমিনই অন্য মু'মিনের আশ্রিত ব্যক্তির সাথে (মাওলা) বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না তাকে (আশ্রয়দাতা) বাদ দিয়ে।

১৩. খোদাভীরু (মুত্তাকী) মু'মিনগণের মধ্যে থেকে কেউ বিদ্রোহী হলে তা বিপক্ষে থাকবে অথবা কেউ মু'মিনদের মধ্য থেকে অত্যাচার, পাপাচার, শত্রুতা বা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে চাইলে সে তাদের মধ্যে থেকে কারো সন্তান হালেও তারা সম্মিলিতভাবেই তার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপগ্রহণ করবে।

১৪. এক মু'মিন অন্য মু'মিনকে কোনো কাফিরের জন্য হত্যা করবে না, আর কোনো মু'মিনের বিরুদ্ধে কাফিরকে সাহায্য করবে না।

১৫. আল্লাহ প্রদত্ত জিম্মা বা নিরাপত্তা একটিই। অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা দুর্বলকেই আশ্রয় দেয়া হবে। অন্যান্য লোক ব্যতীত মুমিনগণ পরস্পর বন্ধু।

১৬. ইয়াহুদীদের মধ্যে থেকে যারা আমাদের অনুসরণ করবে তাদের জন্য সাহায্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা হবে, আর তাদের সাথে করা হবে সদাচরণ। তাদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন তো হবেই না; অধিকন্তু তাদের শত্রুদেরও সাহায্য করা হবে না।

১৭. মু'মিনদের একটি মাত্র চুক্তি। কোনো মু'মিন অন্য মু'মিন ব্যতীত আল্লাহর রাহে জিহাদ করার লক্ষ্যে চুক্তি করবে না, ঐ চুক্তি যতক্ষণ না সমতা এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সম্পাদিত হবে।

১৮. আমাদের সাথী হয়ে যুদ্ধ করবে এমন প্রতিটি সেনা দল পরস্পরানুসারে একে অন্যের পেছনে থাকবে।

১৯. আল্লাহর রাহে দেয়া রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার অদম্য স্পৃহায় মু'মিনগণ পরস্পর সাহায্য করবে।

২০. মুত্তাকী বা খোদাভীরু মু'মিনগণ সর্বোত্তম এবং সঠিক হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

২১. কোনো মুশরিকই কুরাইশদের জান অথবা মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে না বা মু'মিনের বিরুদ্ধে কোনো কুরাইশের পক্ষাবলম্বন করবে না।

২২. কোনো মু'মিনকে কেউ অন্যায়ভাবে হত্যা করলে এবং তা প্রমাণীত হলে প্রতিদানে তাকেও হত্যা করা হবে। তবে হ্যাঁ নিহত ব্যক্তির ওলী বা উত্তরাধিকারী যদি রক্তপণ গ্রহণে সন্তুষ্ট হয় সেটা ভিন্ন কথা।

২৩. এ সহীফায় সন্নিবেশিত বিষয়ে ঐকমত্য পোষণকারী এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপনকারী কোনো মু'মিনের জন্যই কোনো অন্যায়কারীকে সাহায্য করা বা আশ্রয় দেয়া বৈধ হবে না। কেউ এমন লোককে সাহায্য বা আশ্রয় প্রদান করলে তার উপর আল্লাহর লানত এবং গযব আপতিত হবে। তার কাছ থেকে বিনিময় এবং বদলা গ্রহণ করা হবে না।

২৪. তোমাদের মধ্যে কখনো কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে একমাত্র আল্লাহ এবং মুহাম্মদ (সা)-এর দিকে (মীমাংসার) প্রত্যাবর্তন করবে।

২৫. যুদ্ধকালীন সময়ে ইহুদীরা মু'মিনদের সাথে যুদ্ধে ব্যয়ের নির্বাহ করবে।

২৬. বুন আউফের ইয়াহুদীরা মু'মিনদের সাথে একই উম্মাহ। ইয়াহুদীদের জন্য তাদের ধর্ম আর মুসলমানদের জন্য

তাদের ধর্ম, তাদের মাওয়ালী বা আশ্রিত এবং তারা নিজেরাও। অবশ্য, যে-ই অন্যায় বা অপরাধ করবে, সে নিজের এবং তার পরিবার-পরিজনের ক্ষতিই করবে।

২৭. বনু নাজ্জাদের ইয়াহুদীরাও বনু আউফের ইয়াহুদীদের মতোই।

২৮. বনু হারিসের ইয়াহুদীরাও বনু আউফের ইয়াহুদীদেরই মতোই।

২৯. বনু সা'ইদার ইয়াহুদীরাও বনু আউফের ইয়াহুদীদের মতোই।

৩০. বনু হুদামের ইয়াহুদীরাও বনু আউফের ইয়াহুদীদের মতোই।

৩১. বনু আউসের ইয়াহুদীরাও বনু আউফের ইয়াহুদীদের মতোই।

৩২. বনু সালাবার ইয়াহুদীরনাও বনু আউফের ইয়াহুদীদের মতোই অবশ্য যে অত্যাচার করবে তার বিশ্বাস পতিতা করবে, সে নিজের এবং পরিবার পরিজনের ক্ষতিসাধন করবে।

৩৩. সালাবার শাখাগোত্র জাফনার ইয়াহুদীরাও সালাবারই অনুরূপ।

৩৪. বনু শুতাইবার ইয়াহুদীরাও বনু আউফের ইয়াহুদীদের মতোই পাপাচার নয়, পুণ্যই কাম্য।

৩৫. সালাবার মাওলায়ালী বা আশ্রিত ব্যক্তিবর্গ তাদের মতোই।

৩৬. ইয়াহুদীদের বন্ধুরাও (চুক্তিবদ্ধ) তাদের কেউ যুদ্ধের জন্য বের হবে না।

৩৭. ইয়াহুদীদের বন্ধুরাও (চুক্তিবদ্ধ) তাদের মতোই।

৩৮. মুহাম্মদ (সা)-এর অনুমতি ছাড়া তাদের কেউ যুদ্ধের জন্য বের হবে না।

৩৯. কারো ক্ষতির প্রতিশোধ নেয়ার লক্ষ্যে কাউকেই বাধা দেয়া হবে না। কেউ হঠকারিতা প্রদর্শন করলে সে নিজে এবং তার পরিবারই হবে দায়ী। তবে হ্যাঁ কেউ অত্যাচারিত হলে তার জন্য এটা প্রযোজ্য নয়। এ চুক্তিনামায় যা আছে তার সর্বাধিক হিফাজতকারী একমাত্র আল্লাহ।

৪০. ইয়াহুদী এবং মুসলমানগণ নিজ নিজ ব্যয় নির্বাহ করবে।

৪১. এ সহীফা বা দলিল গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে, তাদের বিরুদ্ধে তারা সম্মিলিতভাবে পরস্পরকে সাহায্য করবে। পরস্পরকে সদুপদেশ এবং কল্যাণকর কাজেই তারা সাহায্য করবে, পাপ কাজে নয়।

৪২. বন্ধুর দুষ্কর্মের জন্য কেউই দায়ী হবে না, আর মজলুম বা অত্যাচারিতকে করা হবে সাহায্য।

৪৩. যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইয়াহুদীরা মু'মিনদের সাথে যুদ্ধে ব্যয় নির্বাহ করবে।

৪৪. এ সহীফায় অঙ্গীকারবদ্ধদের জন্য ইয়াসরিবের উপত্যকা পবিত্র।

৪৫. আশ্রিতরা আশ্রয়দানকারীদের নিজেদের মতোই যে পর্যন্ত তার কোনো অন্যায় বা বিশ্বাসঘাতকতা না করে।

৪৬. কোনো নারীকে তার গোত্রের বা পরিবারের অনুমতি ছাড়া আশ্রয় দেয়া যাবে না।

৪৭. এ সহীফায় অঙ্গীকারবদ্ধ গোত্রের মধ্যে শান্তি বিনষ্ট হওয়ার আশংকা আছে-এমন কোনো ঘটনা ঘটলে

আল্লাহ এবং রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে (মীমাংসার জন্য) সমর্পণ করতে হবে। এ সহীফায় যা আছে তা রক্ষার এবং পূর্ণতা দানের জন্য আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষক।

৪৮. কুরাইশ বা তাদের সাহায্যকারীদের আশ্রয় দেয়া যাবে না।

৪৯. ইয়াসরিবের উপর অতর্কিত হামলাকারীদের বিরুদ্ধে তারা একে অন্যকে সাহায্য করবে।

৫০. তাদেরকে যে কোনো চুক্তি করার আহ্বান জানানো হলে চুক্তি করবে এবং মেনে চলবে। মু'মিনদেরকে চুক্তি করার আহ্বান জানালে তারাও অনুরূপই করবে। তবে কেউ যদি ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে।

৫১. প্রতিটি মানুষই স্বপক্ষের কাছ থেকে তার প্রাপ্য অংশ পাবে।

৫২. বনু আউসের ইয়াহুদীরা তাদের মাওয়ালী এবং তারা নিজেরা এ সহীফার শরীক দলের মতোই হবে, তারা সহীফার শরীক দলের ন্যায় সম্মানজনক আচরণ করবে। ইবনে ইসহাক বলেন, কারো কারো মতে এ অংশ হবে নিম্নরূপ : 'বিশ্বস্ততাই কাম্য, বিশ্বাসঘাতকতা নয়। যে এটা আয়ত্ত করে, সে নিজের জন্যই করে। এ সহীফায় যা রয়েছে আল্লাহই তার সত্যতার সাক্ষী এবং রক্ষাকারী।

৫৩. এ কিতাব বাস্তবায়নে অত্যাচারী এবং পাপী ছাড়া কেউ বাধা প্রদান করবে না। যে যুদ্ধের জন্য বের হবে, আর যে মদীনায় থাকবে সবাই শান্তিতে থাকবে।

৮. মহাসনদ বা ম্যাগনাকার্টা (Magna Carta)

১০৬৬ সালে নর্মান্ডির উইলিয়াম (William) ইংল্যান্ড জয় করেন। তিনি নিজেকে ইংল্যান্ডের রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন। এভাবে নর্মান যুগ শুরু হয়। এ সময় পুরোপুরি ব্যবস্থা (Feudal System)-এর সূত্রপাত ঘটে এবং রাজার ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। উইলিয়াম সমস্ত জমি সৈন্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি এবং আনুগত্যের ভিত্তিতে সমস্ত প্রথা অনুসারে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করেন। আঞ্চলিক শাসব্যবস্থার উপরও নর্মান ন"পতিগণ তাঁদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। উইলিয়াম নিজেকে গির্জা বা খ্রীস্টধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান হিসেবেও ঘোষণা করেন।

এভাবে নর্মান যুগে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও সর্বময় কর্তৃত্বের এবং কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে অ্যাংলো-স্যাকসন যুগের 'মহাপরিষদ (Magnum Concilium) নামক একটি সংস্থার পরামর্শক্রমে উইলিয়াম ও তাঁর উত্তরাধিকারী রাজকার্য পরিচালনা করতেন। নর্মান যুগের মহাপরিষদ উইটান এর মতোই একটি সংস্থা, মহাপরিষদও প্রতিনিধিমূলক নির্বাচিত সংস্থা ছিল না। রাজপরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি, উচ্চ শ্রেণির যাজক, নাইট ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে রাজা এই 'মহাপরিষদ' গঠন করতেন। রাজার প্রতি

মহাপরিষদের অখণ্ড অনুগত্য বর্তমান ছিল। অনেক দিন অন্তর এখানে অধিবেশন বসত।

এ সভার অধিবেশনগুলো অন্তবর্তী সময়ে সর্বদা রাজাকে শাসনকার্যে সাহায্য করার জন্য আর একটি ক্ষুদ্রতর সংস্থা ছিল। এই সংস্থানটিকে বলা হত 'ক্ষুদ্র পরিষদ'। কয়েকজন প্রধান রাজকর্মচারী এবং ব্যারনদের নিয়ে এ সংস্থা গঠিত হত। নর্মান নৃপতিগণ 'মহাপরিষদ, এর সঙ্গে পরামর্শ করতেন বটে, কিন্তু পরামর্শ মত কাজ করার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।

মহাসনদ ও চরম রাজতন্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ : নর্মান রাজাদের সর্বময় কর্তত্বের ব্যাপক বিস্তারের ফলে সমস্ত শ্রেণির অর্থনৈতিক স্বার্থ সাধন ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জনের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের সামন্ত শ্রেণির ক্ষোভ তীব্রতর হয়। এই সময় দ্বিতীয় হেনবরীর দুই পুত্র রিচার্ড ও জন স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। বিশেষত জনের খামখেয়ালীপনায় সামন্তশ্রেণি অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তারা যাজক শ্রেণির সঙ্গে হাত মিলায়ে চরম রাজক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্য উদ্যোগী হয়। অবশেষে ১২১৫ সালের ১৫ জুন তারিখে ভূস্বামীর (Barons) রুণিমিড নামক একটি জায়গায় সমবেত হয় এবং রাজা জনকে তাদের দাবি-দাওয়া সম্বলিত একটি দলিল স্বীকার করে নিতে বাধ্য করে।

রাজা জন ভূস্বামীদের মধ্যে সম্পাদিত এই ঐতিহাসিক দলিল 'মহাসনদ' বা 'ম্যগনাকার্টা' (Magna Carta) নামে পরিচিত। এই সম্পাদিত দলিলের মাধ্যমে রাজার ব্যক্তিগত স্বৈরাচারের হাত হতে মূলত ভূস্বামী ও যাজকদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। রাজা জন সামন্ত প্রভূদের বহু দাবি-দাওয়া মেনে মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি দেন। তবে মহাসনদ অধিকারের সনদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই মহাসনদের মাধ্যমে এ ধারণাই প্রতিষ্ঠিত যে, রাজার ক্ষমতা প্রচলিত আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ-অনিয়ন্ত্রিত নয়।

৯. জাতিসংঘ সনদ

আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্পর্কিত জাতিসংঘ সম্মেলন সমাপ্তির পর ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সানফ্রানসিসকো নগরীতে জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর তা কার্যকর হয়। আন্তর্জাতিক বিচার-আদালতের সংবিধান জাতিসংঘ সনদেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংবিধানটি রচনা করেছেন–

সনদের ২৩, ২৭ ও ৬১ ধারা সম্পর্কিত সংশোধনীসমূহ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৬৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর গ্রহীত হয় এবং ১৯৬৫ সালের ৩১ আগস্ট কার্যকর হয়। ৬১ ধারা সংক্রান্ত অন্য একটি সংশোধনী সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর গ্রহীত হয় এবং ১৯৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বলবৎ হয়। ১০৯ ধারার যে সংশোধনটি সাধারণ পরিষদে ১৯৬৫ সালের ২০ ডিসেম্বর গ্রহীত হয় তা ১৯৬৮ সালের ১২ জুন বাস্তাবায়িত হয়।

পরিষদে ১৯৬৫ সালের ২০ ডিসেম্বর গ্রহীত হয় তা ১৯৬৮ সালের ১২ জুন বাস্তবায়িত হয়। ২৩ ধারার সংশোধনটি নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১১ থেকে ১৫-তে বর্ধিত করে। সংশোধিত ২৭ ধারা অনুযায়ী পদ্ধতিগত বিষয়াদির ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ নয়টি (পূর্বে সাতটি) সদস্যদের ইতিবাচক ভোট দ্বারা গ্রহণ করবে এবং অন্য সকল বিষয়ে

নিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যদের সমর্থনসূচক ভোট ঐ নয়টি সদস্যদের ইতিবাচক ভোটের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৬১ ধারার যে সংশোধনটি ১৯৬৫ সালের ৩১ আগস্ট থেকে কার্যকরী হয় তা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৮ থেকে ২৭০ এ উন্নীত হয়। ঐ ধারার পরবর্তী সংশোধনটি ১৯৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর কার্যকর হয় এবং তদানুযায়ী উক্ত পরিষদের সদস্য সংখ্যা আরো বর্ধিত করে ২৭ থেকে ৫৪-তে উন্নীত করা হয়।

১০৯ ধারার প্রথম অনুচ্ছেদ সম্পর্কিত সংশোধনী অনুযায়ী বর্তমান সনদ পুনর্বিবেচনার জন্য সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ এবং নিরাপত্তা পরিষদের যে কোনো নয়টি (পূর্বে সাতটি) সদস্যদের ভোটে নির্ধারিত তারিখ ও স্থানে জাতিসংঘ সদস্যদের একটি সাধারণ সম্মেলন আহ্বান করা যেতে পার। কিন্তু সাধারণ পরিষদের দশম বার্ষিক অধিবেশনকালে সনদ পুনর্বিবেচনার জন্য একটি সম্ভাব্য সম্মেলন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত মূল সনদের ১০৯ ধারা তৃতীয় অনুচ্ছেদটি অক্ষুণ্ন রয়েছে। যেহেতু ১৯৯৫ সালে সাধারণ পরিষদের দশম বার্ষিক অধিবেশনকালে এবং নিরাপত্তা পরিষদে অনুচ্ছেদটি কার্যকর হয় এজন্য তাতে নিরাপত্তা পরিষদের যে কোনো সাতটি সদস্যের ভোটদান প্রসঙ্গটি অপরিবর্তিত রাখা হয়।

আমরা জাতিসংঘভুক্ত জনগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

ভবিষ্যৎ বংশধরদের যুদ্ধের অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য যে অভিশাপ আমাদের জীবনকালে দু'দুবার মানবজাতির নিকট অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা বহন করে এনেছে এবং মৌল মানবিক অধিকার, মানুষের মর্যাদা ও মূল্য এবং ছোট-বড় জাতি ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান অধিকারের প্রতি আস্থা পুনর্ব্যক্ত করার জন্য এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন উৎসপ্রসূত বাধ্যবাধকতার প্রতি সম্মান বজায় রাখার মতো অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য এবং ব্যাপকতর স্বাধিকারের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি সাধন ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য এবং এতদুদ্দেশ্যে–

পরস্পর সুপ্রতিবেশী হিসেবে শান্তিতে বসবাস এবং সহিষ্ণুতার অনুশীলন করতে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য আমাদের শক্তি সংহত করতে এবং সাধারণ স্বার্থ ব্যতীত যে সামরিক শক্তি ব্যবহার করা হবে না। এ বিষয়ে নীতি গ্রহণ ও পদ্ধতিগত ব্যবস্থার মাধ্যমে সুনিশ্চিত করতে এবং সনদ জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ করতে, উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ চরিতার্থ করার জন্য আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি একত্র করতে স্থির সিদ্ধান্ত করেছি।

অতএব, যথাযথরূপে যারা তাঁদের পূর্ণক্ষমতাপত্র প্রদর্শন করেছেন, সানফ্রান্সিস্কো নগরীতে সমবেত সেই প্রতিনিধিবর্গের মাধ্যমে আমাদের নিজ নিজ সরকারি জাতিসংঘের বর্তমান সনদ গ্রহণ করে জাতিসংঘ নামে অভিহিত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে।

প্রথম অধ্যায়
উদ্দেশ্য ও মূলনীতি

ধারা-১ : জাতিসংঘের উদ্দেশ্যগুলো হলো-

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ এবং এতদুদ্দেশ্যে-শান্তিভঙ্গের হুমকি নিবারণ ও দূরীকরণের জন্য এবং আক্রমণ অথবা অন্যান্য শান্তিভঙ্গকর কার্যকলাপ দমনের জন্য কার্যকর যৌথ কর্মপন্থা গ্রহণ এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিক আইনের নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আন্তর্জাতিক বিরোধ বা শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাপূর্ণ পরিস্থিতির নিষ্পত্তি বা সমাধান।

২. বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমঅধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির ভিত্তিতে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের প্রসার এবং বিশ্বশান্তি দৃঢ় করার জন্য অন্যান্য উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ।

৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা মানবিক বিষয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকাশ সাধন এবং মানবিক অধিকার ও

জাতিগোষ্ঠী, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মৌল স্বাধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উৎসাহ দান এবং

৪. এসব সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জাতিসমূহের প্রচেষ্টায় সমন্বয় সাধনের কেন্দ্র হিসেবে কার্য পরিচালনা।

ধারা-২: এ বর্ণিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই সংগঠন এবং এর সদস্যবৃন্দ নিম্নলিখিত মূলনীতিসমূহ অনুযায়ী কাজ করবে–

১. সকল সদস্যদের সার্বভৌমত্ব ও সমতার মূলনীতির উপর এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত।

২. সদস্যপদের অধিকারসমূহ ও সুবিধাদি সকলের জন্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সদস্যগণ বর্তমান সনদ অনুযায়ী তাদের দায়-দায়িত্ব সরল বিশ্বাসে মেনে চলবে।

৩. সকল সদস্য তাদের আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে এমনভাবে নিষ্পত্তি করবে যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার বিঘ্নিত না হয়।

৪. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল সদস্য আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন থেকে এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোনো উপায় গ্রহণ করা থেকে নিবৃত্ত থাকবে।

৫. সকল সদস্য বর্তমান সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘ কর্তৃক গ্রহীত সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে এবং যেসব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ প্রতিষেধক বা

কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সে সব রাষ্ট্রকে সাহায্য দান থেকে বিরত থাকবে।

৬. জাতিসংঘ বহির্ভূত রাষ্ট্রসমূহও যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার খাতিরে এসব মূলনীতি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করে সেজন্য সংগঠনটি সচেষ্ট থাকবে।

৭. বর্তমান সনদ জাতিসংঘকে কোনো রাষ্ট্রের নিছক অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকার দিচ্ছে না বা সেরূপ বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য কোনো সনদকে জাতিসংঘের দ্বারস্থ হতে হবে না; কিন্তু সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে এই নীতি অন্তরায় হবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সদস্যপদ

ধারা-৩ : যেসব রাষ্ট্র সানফ্রান্সিসকোতে আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কিত জাতিসংঘ সম্মেলনে যোগদান করে অথবা ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারির জাতিসংঘ ঘোষণাতে পূর্বেই স্বাক্ষর দেয় তারা যদি বর্তমান সনদে স্বাক্ষর এবং ধারা ১১০ তা অনুযায়ী অনুমোদন করে, সেক্ষেত্রে সেসব রাষ্ট্র জাতিসংঘের মূল সদস্য হিসেবে গণ্য হবে।

ধারা-৪

১. বর্তমান সনদে উল্লিখিত সমূদয় দায়-দায়িত্ব যারা গ্রহণ করবে এবং সংগঠনটির বিচারে যারা এসব দায়দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক সেরূপ অন্য সকল শান্তি প্রিয় রাষ্ট্রের জন্য জাতিসংঘের সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে।

২. নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গ্রহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এরূপ রাষ্ট্র জাতিংঘের সদস্যপদ লাভ করবে।

ধারা-৫ : জাতিসংঘের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রতিশোধমূলক অথবা বলপ্রয়োগমূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ তার সদস্যদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করতে পারবে।

ধারা-৬ : বর্তমান সনদে উল্লিখিত মূলনীতিসমূহ ক্রমাগত ভঙ্গের জন্য দায়ী জাতিসংঘের কোনো সদস্যকে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ সংগঠনটি থেকে বহিষ্কার করতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায়

অঙ্গসংস্থানসমূহ

ধারা-৭

১. জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গ সংস্থা হিসেবে একটি সাধারণ পরিষদ, একটি নিরাপত্তা পরিষদ, একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, একটি অছি পরিষদ, একটি আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এবং একটি সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠা করা হলো।

২. বর্তমান সনদ অনুযায়ী প্রয়োজনমতো সহায়ক অঙ্গসংস্থা গঠন করা যেতে পারে।

ধারা-৮ : প্রধান ও সহায়ক অঙ্গ সংস্থানসমূহ সমতার ভিত্তিতে যে কোনো পদে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের যোগ্যতা সম্বন্ধে জাতিসংঘ কোনো বাধা প্রদান করবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ পরিষদ

ধারা-৯ : গঠন–

১. জাতিসংঘের সকল সদস্যকে নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে।

২. সাধারণ পরিষদে প্রতি সদস্যদের পাঁচজনের বেশি প্রতিনিধি থাকবে না।

কার্যাবলি ও ক্ষমতা :

ধারা-১০ : সাধারণ পরিষদ বর্তমান সনদের পরিধির মধ্যে অথবা সনদ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত যে কোনো অঙ্গ সংস্থার

কার্যক্রম ও ক্ষমতা সম্পর্কে যে কোনো প্রশ্ন বা বিষয় আলোচনা করতে পারবে এবং ধারা ১২ শর্ত ব্যতীত অন্যান্য যে কোনো প্রশ্ন বা বিষয় সম্পর্কে জাতিসংঘের সদস্যদের অথবা নিরাপত্তা পরিষদের উভয়ের নিকট সুপারিশ করতে পারবে।

ধারা-১১

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিরস্ত্রীকরণ ও সমরোপকরণের নিয়ন্ত্রণ নীতিসহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সাধারণ নীতিসমূহ সম্পর্কে সাধারণ পরিষদ যে কোনো প্রশ্ন বা বিষয় আলোচনা করতে পারবে এবং এসব নীতি সম্পর্কে সদস্যদের নিকট অথবা নিরাপত্তা পরিষদে অথবা উভয় স্থানে সুপারিশ করতে পারবে।

২. সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের কোনো সদস্য, নিরাপত্তা পরিষদ অথবা ধারা ৩৫-এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতিসংঘের সদস্য নয়, এমন কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠনটির নিকট আনীত আন্তর্জাতিক শান্তি নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে পারবে এবং ধারা-১২ এর ব্যতিক্রম বাদে যে কোনো সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহ বা নিরাপত্তা পরিষদ অথবা উভয়ের নিকট এরূপ যে কোনো প্রশ্ন সম্পর্কে সুপারিশ করতে পারবে। কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হলে এরূপ যে কোনো বিষয় আলোচনা পূর্বে বা পরে সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদে পাঠিয়ে দেবে।

৩. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবে।

৪. এই ধারায় লিপিবদ্ধ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতাবলি ধারা ১০-এর সাধারণ পরিধি সীমিত করবে না।

ধারা-১২

১. বর্তমান সনদ অনুযায়ী কোনো বিরোধ বা পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরাপত্তা কার্য সম্পাদনকালে ঐ পরিষদ অনুরোধ না জানালে সেই বিরোধ বা পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ পরিষদ কোনো সুপারিশ করবে না।

২. নিরাপত্তা পরিষদে আলোচিত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা সংক্রান্ত বিষয় বৈঠকে ঐ বিষয়টি সদস্যদের সম্মতিক্রমে সেক্রেটারী-জেনারেল সাধারণ পরিষদে প্রত্যেকটি বৈঠকে ঐ বিষয়টি সদস্যদের গোচরে আনবেন এবং ঐ সম্বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনা শেষ হওয়া মাত্র সাধারণ পরিষদকে কিংবা তখন সাধারণ পরিষদ অধিবেশনরত না হলে জাতিসংঘের প্রত্যেক সদ্যদের গোচরীভূত করবেন।

ধারা-১৩ :

১. নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সাধারণ পরিষদ পর্যালোচনা করে দেখবে এবং সুপারিশ করবে,

ক. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বর্ধন এবং আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবিকাশ ও তালিকা পবদ্ধকরণে উৎসাহ দান;

খ. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং জাতিগোষ্ঠী, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধিকারসমূহ অর্জনে সহায়তা দান।

২. উপরোল্লিখিত ১ (খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে সাধারণ পরিষদের অতিরিক্ত দায়িত্ব, কার্যক্রম ও ক্ষমতা নবম ও দশম অধ্যায়ে বর্ণিত হলো।

ধারা-১৪ : ধারা ১২-এর বিধান সাপেক্ষে সাধারণ পরিষদ সাধারণ কল্যাণ অথবা আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিঘ্নিত করতে পারে এমন কোনো পরিস্থিতির ক্ষেত্রে, সেই পরিস্থিতির উৎপত্তির কারণ যাই হোক না কেন, শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য কর্মপন্থা-সুপারিশ করতে পারবে। বর্তমান সনদে উল্লিখিত জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি নির্দেশক বিধানসমূহ লংঘন করার ফলে উদ্ভুত অবস্থা সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনীয়।

ধারা-১৫

১. সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের নিকট থেকে বার্ষিক ও বিশেষ প্রতিবেদনসমূহ কর্তৃক গ্রহীত কর্মপন্থা বা সিদ্ধান্তসমূহের বিবরণ এসব প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত থাকবে।

২. সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গসংস্থা থেকেও প্রতিবেদন গ্রহণ করবে এবং সেগুলো বিবেচনা করবে।

ধারা-১৬ : সাধারণ পরিষদ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত নয় এমন এলাকাসমূহের অছিগিরি সংক্রান্ত চুক্তির অনুমোদনসহ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নির্দেশিত আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থা সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে।

ধারা-১৭

১. সাধারণ পরিষদ সংগঠনটির বাজেট বিবেচনা ও অনুমোদন করবে।

২. সাধারণ পরিষদ কর্তৃক স্থিরীকৃত হারে সদস্যগণ সংগঠনটির ব্যয়ভার বহন করবে।

৩. সাধারণ পরিষদ ধারা ৫.৭-এ উল্লিখিত বিশেষ এজেন্সিগুলোর এবং সেসব বিশেষ এজেন্সির সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে তাদের প্রশাসনিক বাজেটও পরীক্ষা করে দেখবে।

ভোট দান রীতি

ধারা-১৮

১. সাধারণ পরিষদে প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট থাকবে।

২. ভোটদানকারী উপস্থিত পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্পর্কিত সুপারিশাদি, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন, জাতিসংঘে নতুন সদস্য গ্রহণ, সদস্যপদের অধিকার ও সুবিধাদি সাময়িকভাবে বাতিল, সদস্যদের বহিস্করণ, অছি-ব্যবস্থা পরিচালনা ও বাজেট সম্পর্কিত প্রশ্নাবলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩. কোনো কোনো অতিরিক্ত বিষয়ে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজনীয়তাসহ অন্যান্য প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় স্থির হবে।

ধারা-১৯ : জাতিসংঘে দেওয়া চাঁদা কোনো সদস্য বাকি রাখলে এবং বকেয়া চাঁদার পরিমাণ পূর্বের দু'বছরের দেয় অর্থের সমান বা বেশি হলে সেই সদস্য সাধারণ পরিষদে কোনো ভোট দিতে পারবে না। অবশ্য সাধারণ পরিষদ যদি ঐ সদস্যদের পক্ষে চাঁদা দেওয়া তার সামর্থ্যের বাইরে ছিল বলে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হয় তবে পরিষদ তাকে ভোটদানের অনুমতি দিতে পারে।

পদ্ধতি

ধারা-২০ : নিয়মিতভাবে বছরে একবার বাৎসরিক অধিবেশন এবং প্রয়োজনমত বিশেষ অধিবেশনে সাধারণ পরিষদ মিলিত হবে। নিরাপত্তা অথবা জাতিসংঘের অধিকাংশ সদস্যদের অনুরোধে সেক্রেটারী-জেনারেল বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করবেন।

ধারা-২১ : সাধারণ পরিষদ আপন কার্য পদ্ধতি স্থির করবে। প্রতিটি অধিবেশনের জন্য পরিষদ তার সভাপতি নির্বাচন করবে।

ধারা-২২ : সাধারণ পরিষদ স্বীয় কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনবোধে অধঃস্তন বা সহকারী অঙ্গসংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়
নিরাপত্তা পরিষদ

গঠন

ধারা-২৩

১. জাতিসংঘের পনেরটি সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হবে। চীন প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হবে। সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের অপর দশটি সদস্যকে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণে ও সংগঠনটির অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণে জাতিসংঘের সদস্যদের অবদান এবং সম ভৌগোলিক বণ্টনের প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি রাখা হবে।

২. নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যরা দুই বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যা এগার থেকে পনেরতে উন্নীত করার পর প্রথম নির্বাচনে চারটি অতিরিক্ত সদস্যের মধ্যে দুটি এক বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবে। কোনো বিদায়ী সদস্য আশু পুননির্বাচনের জন্য যোগ্য হবে না।

৩. নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের একজন প্রতিনিধি থাকবে।

কার্যক্রম ও ক্ষমতাবলি

ধারা-২৪

১. জাতিসংঘ কর্তৃক দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সদস্যবৃন্দ নিরাপত্তা পরিষদের উপর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করছে এবং ঐ দায়িত্ব অনুযায়ী কর্তব্য পালনে নিরাপত্তা পরিষদ তাদের প্রতিনিধিরূপে কাজ করছে বলে স্বীকার করে নিচ্ছে।

২. এসব কর্তব্য পালনে নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি অনুযায়ী চলবে। কর্তব্যসমূহ পালনের জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায় অনুযায়ী নির্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

৩. নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ পরিষদের বিবেচনার জন্য বা বাৎসরিক প্রতিবেদন এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষ প্রতিবেদন দাখিল করবে।

ধারা-২৫ : বর্তমান সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের সদস্যগণ নিরাপত্তা পরিষদে গ্রহীত সিদ্ধান্ত মেনে চলতে এবং তা কার্যকর করতে সম্মত হচ্ছে।

ধারা-২৬ : বিশ্বের লোকবল ও আর্থিক সম্পদ অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনে যতদূর সম্ভব কম নিয়োজিত করে যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় সেজন্য নিরাপত্তা পরিষদ ধারা ৪৭-এ বর্ণিত সামরিক স্টাফ কমিটির সহায়তায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনাসমূহ জাতিসংঘের সদস্যদের নিকট পেশ করার জন্য দায়ী থাকবে।

ভোটদান রীতি

ধারা-২৭

১. নিরাপত্তা পরিষদে প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোটদানের অধিকার থাকবে।

২. পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদে নয়টি সদস্যের ইতিবাচক ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহীত হবে।

৩. অন্যান্য বিষয়ে স্থায়ী সদস্যদের সমর্থনসূচক ভোটসহ মোট নয়টি করবে, অবশ্য ষষ্ঠ অধ্যায় অথবা ধারা ৫২-এর ৩ অনুচ্ছেদটি অনুযায়ী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বিবাদমান সদস্য ভোটদানে বিরত থাকবে।

কার্যপদ্ধতি

ধারা-২৮

১. নিরাপত্তা পরিষদ এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে তা নিরবিচ্ছিন্ন কাজ করে যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্য সর্বদাই পরিষদের কার্যালয়ে প্রতিনিধি রাখবে।

২. নিরাপত্তা পরিষদ নৈমিত্তিকভাবে যেসব অধিবেশনে মিলিত হবে তাতে সদস্যদের প্রত্যেকই ইচ্ছা করলে সরকারের প্রতিনিধি অথবা বিশেষভাবে ভারপ্রাপ্ত অন্য কোনো প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে।

৩. সংগঠনটির সদর কার্যালয় ছাড়াও নিরাপত্তা পরিষদ তার বিচারে কার্যনির্বাহের জন্য প্রকৃষ্টতম স্থানে অধিবেশন আহ্বান করতে পারবে।

ধারা-২৯ : নিরাপত্তা পরিষদ কার্যনির্বাহের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে সহকারী অঙ্গসংস্থানসমূহ গঠন করতে পারবে।

ধারা-৩০ : নিরাপত্তা পরিষদ সভাপতি নির্বাচনের পদ্ধতিসহ স্বীয় কার্যনির্বাহের নিয়ামাবলি স্থির করবে।

ধারা-৩১ : যদি নিরাপত্তা পরিষদে আনীত কোনো প্রশ্নের সঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনায় পরিষদ-বহির্ভূত এমন কোনো জাতিসংঘ সদস্যের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত থাকে, তবে ভোটাধিকার ব্যতিরেকে ঐ সদস্য প্রশ্নটির আলোচনার অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ধারা-৩২ : নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নয় এমন জাতিসংঘ সদস্য অথবা জাতিসংঘের সদস্য নয় এমন কোনো রাষ্ট্র যদি নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীন কোনো বিরোধে পক্ষ হয় তবে ঐ বিরোধ সম্পর্কে আলোচনায় ভোটাধিকার ব্যতিরেকে অংশগ্রহণের জন্য পরিষদ তাকে আমন্ত্রণ জানাবে। জাতিংঘের সদস্যপদহীন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ স্বীয় বিবেচনা অনুসারে আলোচনায় অংশগ্রহণের শর্তাবলি স্থির করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিরোধাদির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা

ধারা-৩৩

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে হুমকিস্বরূপ কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে বিবদমান পক্ষগুলো প্রথম আলাপ-আলোচনা অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, সালিশী বিচার বিভাগীয় নিস্পত্তি, আঞ্চলিক সংস্থা বা ব্যবস্থাদির মারফত অথবা তাদের পছন্দমত অন্যান্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা করার চেষ্টা করবে।

২. প্রয়োজনবোধে নিরাপত্তা পরিষদ উক্ত উপায়সমূহের মাধ্যমে নিস্পত্তির জন্য পক্ষগুলোকে আহ্বান জানাবে।

ধারা-৩৪ : আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ বা বিবাদে পরিণত হতে পারে এরূপ কোনো বিরোধ বা পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার কতটুকু আশঙ্কা রয়েছে নিরাপত্তা পরিষদ তা অনুসন্ধান করে দেখতে পারে।

ধারা-৩৫

১. জাতিসংঘের যে কোনো সদস্য ধারা-৩৪এ বর্ণিত যে কোনো বিরোধ বা পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ বা সাধারণ পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।

২. যদি জাতিসংঘের সদস্য নয় এমন কোনো বিবদমান রাষ্ট্র এই সনদে গ্রহীত শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ব্যাধ্যবাধকতা মানতে সম্মত থাকে তবে ঐ রাষ্ট্র বিবাদটি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ অথবা সাধারণ পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।

ধারা-৩৬

১. ধারা ৩৩-এ বর্ণিত যে কোনো বিরোধ অথবা ঐ ধরনের কোনো পরিস্থিতির যে কোনো অবস্থায় তা সমাধানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ উপযুক্ত কোনো অবস্থায় তা সমাধানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ উপযুক্ত পদ্ধতি বা উপায় সুপারিশ করতে পারে।

২. বিবাদমান পক্ষগুলো কর্তৃক মীমাংসার জন্য ইতোমধ্যেই গ্রহীত যে কোনো পদ্ধতি নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনা করে দেখা উচিত।

৩. এই ধারা অনুযায়ী সুপারিশাদি করার সময় নিরাপত্তা পরিষদের একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আইনগত

বিবাদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধি অনুসারে ঐ আদালতের আশ্রয় নেওয়াই বিবাদমান দলগুলোর পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

ধারা-৩৭

১. বিবাদমান পক্ষগুলো ধারা ৩৩-এ বর্ণিত কোনো বিবাদের বিষয় যদি ঐ ধারা অনুসারে মীমাংসা করতে সামর্থ্য না হয়, তবে তারা বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পেশ করবে।

২. নিরাপত্তা পরিষদ যদি মনে করে যে ঐ বিবাদ চলতে দেওয়া বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে সত্যিই আশঙ্কাজনক সে অবস্থায় পরিষদ ধারা ৩৬ অনুসারে কোনো কর্মপন্থা গ্রহণ করা যায় কি না অথবা অন্য কোনো উপযুক্ত মীমাংসার সূত্র সুপারিশ করা প্রয়োজন আছে কিনা তা বিবেচনা করে দেখবে।

ধারা-৩৮ : যদি কোনো বিরোধপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদ অনুরুদ্ধ হয় তবে ঐ পরিষদ শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য ধারা ৩৫ থেকে ৩৭ পর্যন্ত বর্ণিত বিধানসমূহের কোনো প্রকার ব্যতায় না করে বিবদমান পক্ষগুলোর কাছে সুপারিশ পাঠাতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়
শান্তির প্রতি হুমকি, শান্তিভঙ্গ এবং আক্রমণাত্মক কার্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা

ধারা-৩৯ : শান্তির প্রতি কোনো হুমকি রয়েছে কিনা, শান্তি ভঙ্গ হয়েছে কিনা, অথবা কোনো আক্রমণাত্মক কার্য ঘটেছে কিনা, নিরাপত্তা পরিষদ তা নির্ধারণ করবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখা বা পুনরুদ্ধার করার জন্য সুপারিশাদি করবে, অথবা ধারা ৪১ ও ৪২ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ধারা-৪০ : পরিস্থিতির অবনতি প্রতিরোধকল্পে নিরাপত্তা পরিষদ ধারা ৩৯ অনুযায়ী সুপারিশ জ্ঞান বা কর্মপন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অথবা বাঞ্ছনীয় সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাতে পারে। এই সাময়িক ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর অধিকার, দাবি অথবা অবস্থান কোনো প্রকার ব্যাহত হবে না। ঐ রূপ সাময়িক ব্যবস্থাদি পালনে ব্যর্থতার হিসাব-নিকাশ-নিরাপত্তা পরিষদ যথাযথভাবে করবে।

ধারা-৪১ : নিরাপত্তা পরিষদ তার সিদ্ধান্তগুলোকে কার্যকর করার জন্য সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত অন্যান্য কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তা স্থির করবে এবং জাতিসংঘের সদস্যদের সেগুলো কার্যে বাস্তবায়ন করার জন্য আহ্বান

জানাবে। সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে আর্থিক সম্পর্কে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, রেলপথ, আকাশ, ডাক, তার, রেডিও এবং অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করা এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রভৃতি এসব ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

ধারা-৪২ : ধারা ৪১-এ বর্ণিত ব্যবস্থাদি অপর্যাপ্ত হবে বলে অথবা অপ্রাপ্ত প্রমাণিত হয়েছে বলে যদি নিরাপত্তা পরিষদ মনে করে, সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা রক্ষা বা পুনরুদ্ধারকল্পে পরিষদ বিমান, নৌ ও স্থলবাহিনীর সাহায্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারে। জাতিসংঘের সদস্যদের সামরিক শক্তি প্রদর্শন প্রভৃতি এই ব্যবস্থাদির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ধারা-৪৩

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অবদান রাখার জন্য জাতিসংঘের সকল সদস্য অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিকবাহিনী, সহায়তা এবং যাতায়াতের অধিকারসহ সুযোগ-সুবিধা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

২. সামরিক দলের সংখ্যা ও প্রকারভেদ, তাদের প্রস্তুতির মাত্রা এবং সাধারণ অবস্থানক্ষেত্রে এবং কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা তাদের দেওয়া হবে, এরূপ চুক্তি বা চুক্তিসমূহের দ্বারা তা নির্ণয় করা হবে।

৩. যথাসম্ভব দ্রুত নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে এই চুক্তিসমূহের জন্য আলোচনা শুরু করা হবে। নিরাপত্তা পরিষদ ও সদস্যবৃন্দ অথবা নিরাপত্তা পরিষদ ও সদস্যদের বিভিন্ন দলের মধ্যে চুক্তিগুলো সম্পাদিত হবে এবং স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের নিজ নিজ সংবিধান মোতাবেক অনুমোদন সাপেক্ষ থাকবে।

ধারা-৪৪ : নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ধারা ৪৩-এর বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী সামরিক বাহিনী যোগানোর জন্য নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধিত্ববিহীন কোনো সদস্যকে আহ্বান করার পূর্বে সেই সদস্যের ইচ্ছা সাপেক্ষে তার সামরিক বাহিনী নিয়োগ সম্পর্কিত আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ তাকে আহ্বান জানাতে পারবে।

ধারা-৪৫ : জরুরি সামরিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ জাতিসংঘকে সক্ষম করার জন্য সম্মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সদস্যরা নিজ নিজ জাতীয় বিমান বাহিনীকে অবিলম্বে প্রস্তুত করবে। এসব বাহিনীর শক্তি ও প্রস্তুতির মাত্রা এবং যৌথব্যবস্থা অবলম্বনের পরিকল্পনাদি সামরিক স্টাফ কমিটির সহায়তায় নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নিরূপিত হবে এবং ৪৩ ধারায় বর্ণিত বিশেষ চুক্তিসমূহের শর্তের মধ্যে সীমিত থাকবে।

ধারা-৪৬ : সামরিক বাহিনী নিয়োগ সম্পর্কিত পরিকল্পনাদি সামরিক স্টাফ কমিটির সহায়তার নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত হবে।

ধারা-৪৭

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সামরিক প্রয়োজনাদি সম্পর্কিত সকল প্রশ্ন, পরিষদের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত সামরিক বাহিনীর অধিনায়কত্ব ও নিয়োগাদি, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং সম্ভাব্য নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে উপদেশ ও সহায়তা প্রদানের জন্য একটি সামরিক স্টাফ কমিটি গঠন করা হবে।

২. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণের সেনাধ্যক্ষদের অথবা তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে সামরিক স্টাফ কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটির সুষ্ঠু দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন হলে কমিটিতে স্থায়ী প্রতিনিধিত্ববিহীন জাতিসংঘের যে কোনো সদস্যকে কমিটি সংযুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাবে।

৩. নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে সামরিক স্টাফ কমিটি পরিষদের অধিকারে আরোপিত যে কোনো সামরিক বাহিনীর কৌশলগত পরিচালনার জন্য দায়ী থাকবে। এসব বাহিনীর আজ্ঞা এবং সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পরবর্তীতে স্থির করা হবে।

৪. নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে এবং যথাযথ আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সাথে আলোচনা করে সামরিক স্টাফ কমিটি আঞ্চলিক উপ-কমিটি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

ধারা-৪৮

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা সিদ্ধান্তসমূহ পালন করার জন্য যে কর্মপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হবে তা নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশনুযায়ী জাতিসংঘের সকল সদস্য বা কিছু সংখ্যক সদস্য কর্তৃক কার্যকর করা হবে।

২. এই সিদ্ধান্ত জাতিসংঘের সদস্যগণ কর্তৃক সরাসরি অথবা তাদের সদস্য ভুক্তি রয়েছে এরূপ উপযুক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাজের মধ্য দিয়ে পালিত হবে।

ধারা-৪৯ : নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক কর্মপন্থা অনুসরণ করার জন্য জাতিসংঘের সদস্যবৃন্দ পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদানে স্বীকৃতি থাকবে।

ধারা-৫০ : নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ বা বাধ্যতামূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে জাতিসংঘের অপর যে কোনো সদস্য অথবা সদস্য নয় এমন রাষ্ট্র ঐসব কর্মপন্থা গ্রহণের ফলে যদি কোনো বিশেষ অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হয়, তাহলে ঐসব সমস্যার সমাধান কল্পে সেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা পরিষদের সাথে আলোচনা করার অধিকার থাকবে।

ধারা-৫১ : জাতিসংঘের কোনো সদস্যের উপর কোনো সশস্ত্র আক্রমণ ঘটলে যতক্ষণ পর্যন্ত না আন্তর্জাতিক শান্তি ও

নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিরাপত্তা পরিষদ গ্রহণ করছে ততক্ষণ সেই রাষ্ট্রের একক সহজাত অধিকার বা যৌথ আত্মরক্ষার অধিকার সম্বন্ধে বর্তমান সনদের কোনো অংশই অন্তরায় হবে না। আত্মরক্ষার এই অধিকার কার্যকর করার জন্য সদস্যগণ কর্তৃক অবিলম্বিত ব্যবস্থাদি সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপত্তা পরিষদের নিকট পেশ করতে হবে এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের জন্য এই সনদ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা গ্রহণে নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব কোনো মতেই বাধাগ্রস্ত হবে না।

অষ্টম অধ্যায়
আঞ্চলিক ব্যবস্থাসমূহ

ধারা-৫২

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা উপযুক্ত আঞ্চলিক ব্যবস্থা বা সংস্থাসমূহ সৃষ্টির ব্যাপারে বর্তমান সনদে কোনো আপত্তি নেই, তবে এসব ব্যবস্থা বা সংস্থা এবং তাদের কার্যকলাপ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বা মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

২. জাতিসংঘের সদস্যগণ স্থানীয় বিরোধসমূহ নিরাপত্তা গোচরীভূত করার পূর্বে এসব ব্যবস্থা বা সংস্থার মারফত

শান্তিপূর্ণভাবে সেগুলোর মীমাংসার জন্য সার্বিক চেষ্টায় নিয়োজিত হবে।

৩. সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের উদ্যোগে অথবা নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশক্রমে এসব আঞ্চলিক ব্যবস্থা বা সংস্থার মাধ্যমে স্থানীয় বিরোধসমূহের শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা চেষ্টাকে পরিষদ উৎসাহ প্রদান করবে।

৪. এ ধারা কোনোরূপেই ধারা ৩৪ ও ৩৫-এর কার্যকারিতা খর্ব করবে না।

ধারা-৫৩

১. উপযুক্ত ক্ষেত্রে এসব আঞ্চলিক ব্যবস্থা ও সংস্থাকে নিরাপত্তা পরিষদ স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাগ্রহণের কাজে নিয়োগ করবে। কিন্তু শত্রু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এ ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নির্দিষ্ট কর্মব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতিরেকে নিরাপত্তা পরিষদ অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হলে এসব আঞ্চলিক ব্যবস্থা বা সংস্থার মাধ্যমে কোনো বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না। অবশ্য যতদিন না সংশ্লিষ্ট সরকার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে জাতিসংঘ নতুন আক্রমণ প্রতিরোধের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, ততদিন ধারা ১০৭ অনুসারে অথবা কোনো রাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্ধে গঠিত আঞ্চলিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ ধারার প্রয়োগ চলবে না।

২. বর্তমান ধারার প্রথম অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত শত্রুরাষ্ট্র বলতে সনদে স্বাক্ষরকারী যে কোনো রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন শত্রুকে বোঝায়।

ধারা-৫৪ : আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে আঞ্চলিক ব্যবস্থা বা সংস্থা কর্তৃক গ্রহীত অথবা অনভিপ্রেত কার্যকলাপ সম্বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদকে সবসময় সম্পূর্ণ অবহিত রাখতে হবে।

নবম অধ্যায়
আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা

ধারা-৫৫ : সম-অধিকার ও জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা সমৃদ্ধি সৃষ্টির ব্যাপারে জাতিসংঘের দায়িত্ব হচ্ছে–

ক. উচ্চতর জীবনযাত্রা মান অর্জন, পূর্ণ কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ. আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাদির সামাধান এবং সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং

গ. জাতিগোষ্ঠী, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধিকারসমূহ সংরক্ষণ ও সর্বজনীন মর্যাদা অর্জন করা।

ধারা-৫৬ : ধারা ৫৫-এ বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলি কায়েম করার জন্য সকল সদস্য রাষ্ট্র একক ও যৌথভাবে জাতিসংঘের সহযোগিতা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

ধারা-৫৭

১. আন্তঃসরকার চুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং মূল চুক্তিপত্রের বর্ণনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সম্পর্ক ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দায়িত্বশীল বিশেষ এজেন্সিগুলোর সাথে ধারা ৬৩ অনুসারে জাতিসংঘের সম্পর্ক স্থাপন করা হবে।

২. এভাবে জাতিসংঘের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর এরূপ এজেন্সিগুলো বিশেষ এজেন্সি বলে পরিচিত হবে।

ধারা-৫৮ : জাতিসংঘ বিশেষ এজেন্সিসমূহের কার্যকলাপ ও নীতিমালার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সুপারিশাদি প্রণয়ন করবে।

ধারা-৫৯ : প্রয়োজনবোধে ৫৫-এ বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের নিমিত্ত নতুন বিশেষ এজেন্সি সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আলোচনা চালানোর ব্যাপারে জাতিসংঘ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ধারা-৬০ : এ অধ্যায় বর্ণিত জাতিসংঘের কার্যাদির দায়িত্ব সাধারণ পরিষদের উপর এবং সাধারণ পরিষদের কর্তৃত্বাধীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে। এ ব্যাপারে শেষোক্ত পরিষদের ক্ষমতা দশম অধ্যায়ে-দ্রষ্টব্য।

দশম অধ্যায়

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠন

ধারা-৬১

১. সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত জাতিসংঘের চুয়ান্নটি সদস্য নিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত হবে।

২. তৃতীয় অনুচ্ছেদে বর্ধিত শর্তসাপেক্ষে তিন বছরের মেয়াদে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আঠারোটি সদস্য প্রতি বছর নির্বাচিত হবে। মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যে কোনো সদস্যদের আশু পুনর্নির্বাচনের অধিকার থাকবে।

৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা সাতাশ থেকে চুয়ান্নতে উন্নীত করার পর প্রথম নির্বাচনে যে নয়টি সদস্যের মেয়াদ ঐ বছর পূর্ণ হবে তৎস্থলে নয়টি সদস্য ছাড়াও অতিরিক্ত সাতাশটি সদস্য নির্বাচিত হবে।

৪. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে প্রতি সদস্যরাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধি থাকবে।

কার্যাদি ও ক্ষমতাবলি

ধারা-৬২

১. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে পারবে এবং এ ধরনের যে কোনো বিষয় সম্পর্কে সাধারণ

পরিষদ জাতিসংঘের সদস্যবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষ এজেন্সিদের নিকট সুপারিশ পেশ করতে পারবে।

২. সকলের জন্য মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধিকারসমূহ পালন এবং এসবের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ পরিষদ সুপারিশ করতে পারবে।

৩. স্বীয় আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে এ পরিষদ সাধারণ পরিষদে পেশ করার উদ্দেশ্যে খসড়া চুক্তিপত্র বা কনভেনশন রচনা করতে পারবে।

৪. এ পরিষদ জাতিসংঘের নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী স্বীয় আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করতে পারবে।

ধারা-৬৩

১. ধারা ৫৭-এ উল্লিখিত যে কোনো এজেন্সির সাথে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের চুক্তি হতে পারে। চুক্তিতে জাতিসংঘের সাথে এজেন্সির সম্পর্কে সংজ্ঞা নির্দেশিত থাকবে। এরূপ চুক্তি সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।

২. বিশেষ এজেন্সিগুলোর সাথে পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে এবং সাধারণ পরিষদ ও জাতিসংঘের সদস্যদের নিকট প্রেরিত সুপারিশের মাধ্যমে এ পরিষদ বিশেষ এজেন্সিগুলোর কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারবে।

ধারা-৬৪ —

১. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিশেষ এজেন্সিগুলো থেকে নিয়মিত প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। স্বীয় সুপারিশসমূহ এবং আওতাভুক্ত বিষয়াদির ব্যাপারে সাধারণ পরিষদের সুপারিশসমূহ কার্যকর করবার জন্য গ্রহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে প্রতিবেদন পাওয়ার উদ্দেশ্যে এ পরিষদ জাতিসংঘের সদস্যদের ও বিশেষ এজেন্সিসমূহের সাথে বন্দোবস্ত করতে পারবে।

২. ঐসব রিপোর্ট সম্পর্কে এ পরিষদের মন্তব্যগুলো সাধারণ পরিষদকে জানাতে পারবে।

৩. সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের উদ্যোগে অথবা নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশক্রমে এসব আঞ্চলিক ব্যবস্থা বা সংস্থার মাধ্যমে বিরোধসমূহের শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার চেষ্টাকে পরিষদ উৎসাহ প্রদান করবে।

৪. এ ধারা কোনোরূপেই ধারা ৩৪-৩৫-এর কার্যকারিতা খর্ব করবে না।

ধারা-৬৫ : অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদকে তথ্য পরিবেশন করতে পারবে এবং অনুরুদ্ধ হলে নিরাপত্তা পরিষদকে সহায়তা দান করবে।

ধারা-৬৬

১. সাধারণ পরিষদের সুপারিশসমূহ কার্যকর করার ব্যাপারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ স্বীয় এখতিয়ারভুক্ত সমূদয় কার্যাদি সম্পন্ন করবে।

২. জাতিসংঘ সদস্যদের অথবা বিশেষ এজেন্সিগুলোর দ্বারা অনুরুদ্ধ হলে সাধারণ পরিষদের অনুমতিক্রমে এ পরিষদ কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারবে।

৩. এই সনদ অন্যত্র নির্দিষ্ট অথবা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্দেশিত কার্যাবলি এ পরিষদ সম্পাদন করবে।

ভোটদান ব্যবস্থা

ধারা-৬৭

১. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে প্রতি সদস্যের একটি ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে।

২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থিত সদস্যদের ভোটাধিক্যে গ্রহীত হবে।

ধারা-৬৮ : অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে, মানবিক অধিকারের বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে এবং কার্যাদি সম্পাদনের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কমিশন স্থাপন করবে।

ধারা-৬৯ : জাতিসংঘে যে কোনো সদস্যকে ঐ সদস্যের বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভোটাধিকার ব্যতিরেকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ আমন্ত্রণ জানাবে।

ধারা-৭০ : বিশেষ এজেন্সিদের প্রতিনিধি যাতে ভোটাধিকার ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের এবং তৎকর্তৃক স্থাপিত বিভিন্ন কমিশনের আলোচনা সভায় যোগ দিতে পারে এজন্য এ পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ধারা-৭১ : অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ স্বীয় আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পরামর্শ লাভের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সদস্যদের পরামর্শক্রমে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং সঙ্গত হলে জাতীয় সংস্থাসমূহের সাথে এরূপ বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।

ধারা-৭২

১. সভাপতি নির্বাচনের পদ্ধতিসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ স্বীয় কর্মপদ্ধতি সম্পর্কিত নিয়মকানুন নিজেই স্থির করবে।

২. অধিকাংশ সদস্যের অনুরোধক্রমে সভা আহ্বানের নিয়ম সম্বলিত স্বীয় নিয়মাবলি অনুসারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ অধিবেশনে মিলিত হবে।

একাদশ অধ্যায়

অ-স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে ঘোষণা

ধারা-৭৩ : স্বায়ত্তশাসন-বঞ্চিত এলাকাসমূহের শাসন-দায়িত্ব গ্রহণকারী জাতিসংঘ সদস্যগণ ঐসব এলাকার অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করে নিচ্ছে এবং সনদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শান্তি নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীন উক্ত অধিবাসীদের যথাসম্ভব কল্যাণসাধনের দায়িত্ব পবিত্র আমানত হিসেবে গণ্য করছে এবং এতদুদ্দেশ্যে;

ক. সংশ্লিষ্ট জাতিগুলোর কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতিসাধন, তাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে তাদের স্বার্থরক্ষার নিশ্চয়তা দান করবে।

খ. স্বায়ত্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা, জনগণের সত্যিকার রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া এবং প্রতি এলাকার জনগণের বিশেষ অবস্থা ও প্রগতির বিভিন্ন ধরন অনুসারে তাদের স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে সাহায্য করবে।

গ. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করবে।

ঘ. উন্নয়নকল্পে গঠনমূলক কর্মপন্থা গ্রহণে সহায়তা, গবেষণায় উৎসাহ দান এবং একে অন্যের সাথে ও প্রয়োজনবোধে বিশেষ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে এ ধারায় বর্ণিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের নিমিত্ত সহযোগিতা করবে।

ঙ. নিরাপত্তা ও শাসনতান্ত্রিক কারণে সুবিধা না হলে সনদের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত এলাকাসমূহ ভিন্ন অন্যান্য এলাকায় শাসন-দায়িত্ব গ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ নিজ নিজ দায়িত্বাধীন অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক পরিসংখ্যান ও তথ্য নিয়মিতভাবে সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে পেশ করবে।

ধারা-৭৪ : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে বিশ্বের অপরাপর অংশে স্বার্থ ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে জাতিসংঘের সদস্যবৃন্দ যেসব এলাকার বেলায় এ অধ্যায় প্রযোজ্য, সেক্ষেত্রেও নিজ নিজ দেশীয় এলাকাসমূহের ন্যায় তাদের নীতি অবশ্যই সুপ্রতিবেশি সুলভ সাধারণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে বলেও সম্মত আছে।

দ্বাদশ অধ্যায়
আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থা

ধারা-৭৫ : পৃথক পৃথক চুক্তি দ্বারা পরবর্তীকালে যে সমস্ত এলাকার প্রশাসন ও তদারকির জন্য জাতিসংঘের উপর দায়িত্ব অর্পিত হবে, সেসব এলাকার জন্য জাতিসংঘ স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অছি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে।

ধারা-৭৬ : সনদের ধারা ১-এ বর্ণিত জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অছি-ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হবে।

ক. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

খ. অছি-এলাকাবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতিসাধন এবং প্রত্যেক অছি-চুক্তির শর্তানুসারের প্রতি অছি-এলাকার বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেখানকার জনগণের স্বাধীনভাবে প্রকাশিত মতামত অনুযায়ী তাদের স্বায়ত্বশাসন অথবা স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করা।

গ. জাতিগোষ্ঠী, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষায় বা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধিকারসমূহ অর্জন এবং যেসবের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি এবং

ঘ. ধারা ৮০-এর শর্তসাপেক্ষে এবং উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের অন্তরায় না হলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে জাতিসংঘের সকল সদস্য ও তাদের জনগণের প্রতি সমব্যবহার এবং বিচার-প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঐ জনগণের প্রতি সমব্যবহারের নিশ্চয়তা দান করা।

ধারা-৭৭

১. অছি-চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শ্রেণির এলাকাসমূহের বেলায় অছি-ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে–

ক. বর্তমানে ম্যাণ্ডেট-শাসিত এলাকাসমূহ;

খ. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে অক্ষশক্তির কবলমুক্ত এলাকাসমূহ এবং

গ. যেসব এলাকার শাসনভার শাসনকারী রাষ্ট্রসমূহ স্বেচ্ছায় এ-ব্যবস্থার কাছে হস্তান্তর করতে চাইবে।

২. উপরিউক্ত শ্রেণির এলাকাগুলোর মধ্যে কোনগুলো অছি-ব্যবস্থার অধীনে আনা হবে এবং কী শর্তে আনা হবে তা পরবর্তী চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে।

ধারা-৭৮ : জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত হয়েছে এরূপ এলাকার ক্ষেত্রে অছি-ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না; কেননা সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক সার্বভৌমত্ব ও সমতার নীতির প্রতি শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

ধারা-৭৯ : অছি-ব্যবস্থার অধীনে আনীত হবে এরূপ এলাকা সম্পর্কে পরিবর্তন ও সংশোধনসমূহ অছির শর্তাবলি প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত হবে ধারা ৮৩ ও ৮৫ অনুসারে অনুমোদিত হবে। জাতিসংঘের যেসব সদস্যের অধীনে ম্যাণ্ডেট-শাসিত এলাকা রয়েছে তাদের তত্ত্বাবধায়ক ক্ষমতা একইভাবে স্থিরীকৃত হবে।

ধারা-৮০

১. ধারা ৭৭, ৭৯ ও ৮১ অনুসারে পৃথক পৃথক অছি-চুক্তির দ্বারা প্রত্যেকটি এলাকা অছি-ব্যবস্থাধীনে আনার জন্য ঐকমত্য না হওয়া পর্যন্ত এবং যতদিন না এ-ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয় ততদিন এ অধ্যায়ের কোনো শর্তই কোনোভাবে কোনো রাষ্ট্র বা জাতির অধিকারসমূহের অথবা জাতিসংঘের সদস্যগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের শর্তাবলি পরিবর্তন করবে না।

২. ধারা ৭৭ অনুযায়ী ম্যাণ্ডেটভুক্ত ও অন্যান্য এলাকা অছি-ব্যবস্থায় অর্পণের জন্য প্রয়োজনীয় আলোচনা বা চুক্তি সম্পাদন বিলম্ব বা স্থগিত করার সমর্থনে এ-ধারার প্রথম অনুচ্ছেদের কোনোরূপ ব্যাখ্যা করা চলবে না।

ধারা-৮১ : প্রতিক্ষেত্রেই অছি-এলাকা শাসনের শর্তাবলি অছি-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং চুক্তিতে শাসনভার পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের নাম সুনির্দিষ্ট থাকবে। এরূপ কর্তৃপক্ষ- যা অতঃপর প্রশাসন কর্তৃপক্ষ বলে পরিচিত হবে-এক বা একাধিক রাষ্ট্র বা জাতিসংঘ স্বয়ং হতে পারে।

ধারা-৮২ : ধারা ৪৩ অনুসারে সম্পাদিত কোনো বিশেষ চুক্তি বা চুক্তিসমূহ ব্যত্যয় না করে কোনো অছি-এলাকা সামগ্রিকভাবে অথবা অংশ এক বা একাধিক সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহ নিয়ে গঠিত বলে সংশ্লিষ্ট অছি-চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে পারে।

ধারা-৮৩

১. ধারা ৭৬-এ বর্ণিত মৌলিক উদ্দেশ্যাবলি প্রত্যেক সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের জনগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২. অছি-চুক্তিসমূহের শর্তসাপেক্ষে এবং নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ না করে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহ জাতিসংঘের অছি ব্যবস্থাধীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য অছি পরিষদের সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

ধারা-৮৪ : আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে অছি-এলাকার যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ সুনিশ্চিত করা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে। এতদুদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি দায়দায়িত্ব সম্পাদন এবং অছি-এলাকায় স্থানীয় প্রতিরক্ষা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঐ এলাকা থেকে স্বেচ্ছাসেবক, সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা কাজে লাগাতে পারবে।

ধারা-৮৫

১. অছি-চুক্তির শর্তাবলি ও এসবের পরিবর্তন বা সংশোধনের অনুমোদনসহ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত নয়, এরূপ অছি এলাকা সম্পর্কে জাতিসংঘের সকল কার্যাবলি সাধারণ পরিষদ সম্পাদন করবে।

২. সাধারণ পরিষদের কর্তৃত্বাধীন অছি পরিষদ সাধারণ পরিষদকে এসব কাজ সম্পাদনে সহায়তা দিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
অছি পরিষদ

গঠনপ্রণালী

ধারা-৮৬

১. নিম্নলিখিত জাতিসংঘ সদস্যদের সমন্বয়ে অছি পরিষদ গঠিত হবে।

ক. অছিভুক্ত এলাকা প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত সদস্যবর্গ।

খ. অছিভূক্ত এলাকা প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত নয় এমন যেসব সদস্যের নাম ধারা ২৩-এ উল্লেখ রয়েছে এবং

গ. সাধারণ পরিষদ কর্তৃক তিন বছরের মেয়াদে নির্ধারিত সদস্যবৃন্দ। অবশ্য অছি পরিষদের সদস্য-সংখ্যা নির্ধারণের লক্ষ্য রাখা হবে যে অছি ব্যবস্থার প্রশাসনিক কর্তৃক বহনকারী এবং যাদের এরূপ কর্তৃত্ব নেই এই উভয়বিধ সদস্যদের মধ্যে যেন সংখ্যার সমতা বজায় থাকে।

২. অছি পরিষদের প্রতি সদস্য একজন বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনীত করবে।

কার্যাবলি ও ক্ষমতাবলি

ধারা-৮৭ : সাধারণ পরিষদ এবং এর কর্তৃত্বাধীনে অছি পরিষদ কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য।

ক. প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করবে।

খ. আবেদনপত্রসমূহ গ্রহণ এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শক্রমে সেগুলো পরীক্ষা করবে।

গ. সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মাঝে মাঝে অছি এলাকাসমূহ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবে এবং

ঘ. অছি-চুক্তিগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এরূপ অন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে।

ধারা-৮৮ : অছি পরিষদ প্রত্যেক অছি এলাকার অধিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রশ্নমালা তৈরি করবে এবং এ প্রশ্নমালাকে ভিত্তি করেই সাধারণ পরিষদের আওতাধীন প্রতি অছিযুক্ত এলাকা সম্পর্কে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সাধরণ পরিষদের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবে।

ভোটদানের নিয়মাবলি

ধারা-৮৯

১. অছি পরিষদে প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে।

২. উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাধিক্যে অছি পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহীত হবে।

কার্যপদ্ধতি

ধারা-৯০

১. অছি পরিষদ সভাপতি নির্বাচন পদ্ধতিসহ স্বীয় কার্যপদ্ধতির নিয়মাবলি নিজেই গ্রহণ করবে।

২. স্বীয় নিয়মকানুন অনুযায়ী অছি পরিষদ মিলিত হবে। অধিকাংশ সদস্যের অনুরোধক্রমে বৈঠক আহ্বানের ব্যবস্থাও এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ধারা-৯১ : প্রয়োজনবোধে অছি পরিষদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাপারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং বিশেষ এজেন্সিগুলোর সাহায্য ও সহায়তা গ্রহণ করবে।

চতুর্দশ অধ্যায়
আন্তর্জাতিক আদালত

ধারা-৯২ : আন্তর্জাতিক আদালত জাতিসংঘের প্রধান বিচার-অঙ্গ হবে। এই আদালতে সংযোজিত সংবিধান অনুসারে কাজ চালাবে। ঐ সংবিধান স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমান সনদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ধারা-৯৩

১. জাতিসংঘের সকল সদস্য এই প্রকৃত তথ্যবলে আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধানের অংশীদার।

২. জাতিসংঘের সদস্য নয় এমন যে-কোনো রাষ্ট্রও আদালতের সংবিধানে অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিটি মামলায় নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিরূপিত শর্তসমূহ সে রাষ্ট্রকে মেনে চলতে হবে।

ধারা-৯৪

১. জাতিসংঘের প্রত্যেক সদস্য সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত মেনে চলবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ।

২. যদি মামলায় সংশ্লিষ্ট সদস্য কোনো পক্ষ আদালতের রায় অনুসারে আরোপিত বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থ হয়, তবে অপরপক্ষ নিরাপত্তা পরিষদের শরণাপন্ন হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে উক্ত পরিষদ বিচারের রায় কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনবোধে সুপারিশ পেশ বা ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

ধারা-৯৫ : জাতিসংঘ সনদের কোনো ধারাই বর্তমান চুক্তি ও ভবিষ্যতের কোনো নতুন চুক্তি বলে সদস্যবৃন্দকে তাদের বিরোধসমূহ মীমাংসার জন্য অন্য কোনো বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে বিরত করবে না।

ধারা-৯৬

১. যে কোনো আইনগত প্রশ্নে সাধারণ পরিষদ অথবা নিরাপত্তা পরিষদ উপদেশমূলক মতামত প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতকে অনুরোধ করতে পারবে।

২. জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গসংস্থা এবং বিশেষ এজেন্সিসমূহও সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে তাদের নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রের আওতাভুক্ত যে কোনো আইনগত প্রশ্ন সম্বন্ধে আদালতকে উপদেশমূলক মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করতে পারবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়
সেক্রেটারিয়েট

ধারা-৯৭ : একজন সেক্রেটারী জেনারেল এবং প্রতিষ্ঠানটির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারীদের নিয়ে জাতিসংঘ সেক্রেটারিয়েট গঠিত হবে। সেক্রেটারী জেনারেল নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। তিনি প্রতিষ্ঠানটির প্রধান প্রশাসক হিসেবে কাজ করবেন।

ধারা-৯৮ : পদাধিকার বলে সেক্রেটারী জেনারেল সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদের সকল অধিবেশনে কার্য পরিচালনা করবেন এবং এসব অঙ্গসংস্থা কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব সম্পাদন করবেন। তিনি প্রতিষ্ঠানটির কার্যকলাপ সম্পর্কে সাধারণ পরিষদের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।

ধারা-৯৯ : যদি সেক্রেটারী জেনারেল কোনো বিষয় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে

বিবেচনা করেন, তবে তিনি তা নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টিগোচর করতে পারেন।

ধারা-১০০

১. দায়িত্ব পালনকালে সেক্রেটারী জেনারেল ও তাঁর কর্মচারীবৃন্দ কোনো সরকারের বা জাতিসংঘ-বহির্ভূত কোনো কর্তৃপক্ষের কোনো নির্দেশ প্রতীক্ষা করবেন না অথবা গ্রহণ করবেন না। জাতিসংঘের নিকট দায়ী আন্তর্জাতিক কর্মচারী হিসেবে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন কাজ থেকে বিরত থাকবেন।

২. সেক্রেটারী জেনারেল ও তাঁর কর্মচারীবৃন্দের দায়িত্বসমূহের আন্তর্জাতিক প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং যেসব দায়িত্ব পালনকালে তাঁদের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার না করতে জাতিসংঘের প্রত্যেক সদস্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

ধারা-১০১

১. সাধারণ পরিষদ কর্তৃক স্থিরিকৃত নিয়মানুসারে সেক্রেটারী জেনারেল তাঁর কর্মচারীদের নিয়োগ করবেন।

২. উপযুক্ত কর্মচারীগণ স্থায়ীভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ এবং প্রয়োজনমত জাতিসংঘের অন্য সংস্থানসমূহে নিযুক্ত হবেন। উক্ত কর্মচারীবৃন্দ সেক্রেটারীয়েটের একটি অংশ বলে গণ্য হবেন।

৩. কর্মচারীদের নিয়োগ এবং তাঁদের চাকরির শর্ত নির্ধারণের বেলায় উচ্চতম যোগ্যতা, দক্ষতা ও চারিত্রিক অখণ্ডতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং যতটা সম্ভব বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক ভিত্তিতে তাঁদের নিযুক্ত করতে হবে।

ষোড়শ অধ্যায়
বিবিধ ধারাসমূহ

ধারা-১০২

১. এই সনদ বলবৎ হওয়ার পর জাতিসংঘের কোনো সদস্য কর্তৃক সম্পাদিত যে কোনো চুক্তি যথাসম্ভব সত্বর সেক্রেটারীয়েটে নথিভুক্ত দ্বারা প্রকাশিত হতে হবে।

২. বর্তমান ধারার প্রথম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যদি কোনো পক্ষ এরূপ সম্পাদিত সন্ধিপত্র বা আন্তর্জাতিক চুক্তি নথিভুক্ত না করে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে ঐ পক্ষ জাতিসংঘের কোনো অঙ্গসংস্থায় ঐ সন্ধিপত্র বা চুক্তির আশ্রয় নিতে পারবে না।

ধারা-১০৩ : যদি বর্তমান সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের সদস্যবৃন্দের দায়দায়িত্বের সাথে অন্য কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি মোতাবেক তাদের দায়দায়িত্বের বিরোধ ঘটে তবে তাদের সনদ মোতাবেক দায়দায়িত্বই প্রাধান্য লাভ করবে।

ধারা-১০৪ : এই সংগঠন তার উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় সকল আইনগত ক্ষমতার অধিকারী থাকবে।

ধারা-১০৫

১. প্রতিষ্ঠানটি তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় সুবিধা ও অব্যাহতিসমূহ ভোগ করবে।

২. জাতিসংঘ সদস্যরাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং প্রতিষ্ঠানটির কর্মচারিগণ স্বাধীনভাবে সংগঠনটির কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের জন্য অনুরূপভাবে প্রয়োজনীয় সুবিধা অব্যাহতিসমূহ ভোগ করবে।

৩. এই ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ প্রয়োগের বিস্তারিত কর্মপন্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের সদস্যদের নিকট সুপারিশ করতে পারবে অথবা সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাব করতে পারবে।

সপ্তদশ অধ্যায়
অন্তর্বর্তীকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি

ধারা-১০৬ : যাতে নিরাপত্তা পরিষদের মতে ধারা ৪২ অনুযায়ী পরিষদ তার দায়িত্ব পালনের কাজ শুরু করতে পারে তজ্জন্য ৪৩ ধারায় উল্লিখিত বিশেষ চুক্তিসমূহ কার্যকর হওয়ার পূর্বে ১৯৪৩ সালের ৩০ অক্টোবর মস্কোতে স্বাক্ষরিত চতুর্থশক্তি ঘোষণায় অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ ও ফ্রান্স উক্ত ঘোষণার পঞ্চম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরস্পরের সাথে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে সংগঠনটির পক্ষ হতে যৌথ

কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের অপর সদস্যদের সাথে পরামর্শ করবে।

ধারা-১০৭ : সনদে স্বাক্ষরকারী কোনো রাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন কোনো শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘটিত কোনো ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বন করলে বর্তমান সনদের কোনো ধারাই তা বাতিল বা নির্ধারণ করছে না।

অষ্টাদশ অধ্যায়
সংশোধনের নিয়মাবলি

ধারা-১০৮ : সনদের কোনো সংশোধনী সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গ্রহীত হলে এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণসহ নিজ নিজ শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে জাতিসংঘের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত হলে জাতিসংঘের সকল সদস্যের জন্য সংশোধনটি বলবৎ হবে।

ধারা-১০৯

১. বর্তমান সনদ পুনর্বিবেচনার জন্য সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ এবং নিরাপত্তা পরিষদের যে কোনো নয়টি সদস্যের ভোটে নির্ধারিত তারিখ ও স্থানে জাতিসংঘের সদস্যদের একটি সাধারণ সম্মেলন আহ্বান করা যেতে পারে। এ সম্মেলনে জাতিসংঘের প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোটদানের অধিকার থাকবে।

২. সম্মেলনের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গ্রহীত সনদের যে কোনো পরিবর্তনের সুপারিশ নিরাপত্তা পরিষদের সকল স্থায়ী সদস্যসহ জাতিসংঘের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যরাষ্ট্র কর্তৃক নিজ নিজ শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী অনুমোদিত হলেই তা কার্যকর হবে।

৩. যদি বর্তমান সনদ বলবৎ হওয়ার পর এবং সাধারণ পরিষদের দশম বার্ষিক অধিবেশনের পূর্বে এরূপ সম্মেলন অনুষ্ঠিত না হয়, তবে সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের উক্ত অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং প্রস্তাবটির পক্ষে সাধারণ পরিষদের সংখ্যাধিক্য ভোট এবং নিরাপত্তা পরিষদের যে কোনো সাতটি সদস্যের ভোট পাওয়া গেলে এরূপ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

ঊনবিংশ অধ্যায়
অনুমোদন ও স্বাক্ষরদান

ধারা-১১০

১. নিজ নিজ সাংবিধানিক পদ্ধতিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ বর্তমান সনদ অনুমোদন করবে।

২. এসব অনুমোদন পত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট জমা দিতে হবে। উক্ত সরকার স্বাক্ষরকারী সকল রাষ্ট্রকে এবং প্রতিষ্ঠানটির যদি সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হন

তবে তাঁকে প্রত্যেকটি গচ্ছিত অনুমোদিত পত্র সম্পর্কে অবগত করবেন।

৩. চীন প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের অধিকাংশ অনুমোদনপত্র গচ্ছিত করলে বর্তমান সনদ বলবৎ হবে। অতঃপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার গচ্ছিত অনুমোদনপত্রগুলোর একটি মুসাবিদা প্রস্তুত করবে এবং এর প্রতিলিপি সকল স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ করবে।

৪. বর্তমান সনদে স্বাক্ষরকারী যেসব রাষ্ট্র সনদ বলবৎ হওয়ার পর তা অনুমোদন করবে জাতিসংঘের মূল সদস্য বলে গণ্য হবে।

ধারা-১১১ : বর্তমান সনদের চীনা, ফরাসী, রুশ, ইংরেজি ও স্প্যানিশ পাঠ সমভাবে প্রমাণসিদ্ধ। সনদটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংরক্ষণদপ্তরে গচ্ছিত থাকবে। উক্ত সরকার সনদের যথার্থরূপে সত্যায়িত প্রতিলিপিসমূহ অন্যান্য স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের সরকারের নিকট প্রেরণ করবে।

উল্লিখিত সমূদয় বিষয়ে স্থির বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে জাতিসংঘের সরকারগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ এই সনদ স্বাক্ষর করেছেন। এক হাজার নয়শত পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের ছাব্বিশ তারিখে সানফ্যান্সিসকো নগরীতে সম্পন্ন।

প্রশ্নোত্তরে জাতিসংঘ

১. **বিশ্বের স্বাধীন দেশগুলোর সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সংগঠনের নাম কী?**

উত্তর : জাতিসংঘ (United Nations)

২. **জাতিসংঘ (United Nations) গঠনের প্রস্তাব দেন কে?**

উত্তর : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট।

৩. **জাতিসংঘ কখন গঠিত হয়?**

উত্তর : ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর।

৪. **জাতিংঘের (United Nations) নামকরণ করেন কে?**

উত্তর : ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট।

৫. **প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে জাতিসংঘের সদস্য দেশের সংখ্যা কত ছিল?**

উত্তর : ৫১টি।

৬. **জাতিসংঘ সনদের লেখক কে?**

উত্তর : Archibald Macleish.

৭. **জাতিসংঘের সনদ প্রণয়ন, স্বাক্ষরিত ও কার্যকরী হয় কবে?**

উত্তর : প্রণয়ন হয় ১৯৪৪ সালে, স্বাক্ষরিত হয় ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন। কার্যকরী হয় ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর।

৮. **জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব কে ছিলেন?**

উত্তর : নরওয়ের ট্রিগভেলী।

৯. জাতিসংঘের পতাকা কীরূপ?

উত্তর : হালকা নীল রং-এর মাঝে একটি সাদা বৃত্ত এবং বৃত্তের মাঝে জাতিসংঘের প্রতীক।

১০. জাতিসংঘের মূল সংস্থা কয়টি?

উত্তর : ৬টি।

১১. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কতটি?

উত্তর : ১৫টি। (স্থায়ী সদস্য ৫টি এবং অস্থায়ী সদস্য ১০টি)।

১২. বাংলাদেশ কবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে?

উত্তর : ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর।

১৩. জাতিসংঘের শান্তি বিশ্ববিদ্যালয় কোথায়?

উত্তর : কোস্টারিকার রাজধানী সানজোসে; প্রতিষ্ঠা সাল ১৯৮০।

১৪. কফি আনান জাতিসংঘের কততম মহাসচিব এবং কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?

উত্তর : ঘানার, সপ্তম।

১৫. জাতিসংঘের কোন সংস্থার কার্যক্রম সম্প্রতি বন্ধ করা হয়েছে?

উত্তর : অছি পরিষদের।

১৬. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য?

উত্তর : ১৩৬তম।

১৭. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের কে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন?

উত্তর : হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী।

১৮. জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় (UNU) কবে, কোথায় স্থাপিত হয়?

উত্তর : ১৯৭৩ সালে, জাপানের টোকিওতে।

১৯. জাতিসংঘের কোন মহাসচিব নেহেরু শান্তি পুরস্কার লাভ করেন?

উত্তর : মায়ানমারের উ-থান্ট।

২০. জাতিসংঘের সচিবালয়ে প্রধানকে কী বলা হয়?

উত্তর : মহাসচিব (সেক্রেটারী জেনারেল)।

২১. জাতিসংঘ মহাসচিবের মেয়াদকাল কত?

উত্তর : ৫ বছর।

২২. জাতিসংঘ সংস্কারের জন্য মহাসচিব কফি আনান কয় দফা সংস্কার কর্মসূচি পেশ করেন?

উত্তর : ১০ দফা।

২৩. জাতিসংঘের কোন মহাসচিব বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান?

উত্তর : দ্যাগ হ্যামারশোল্ড (১৯৬১ সালে)।

২৪. জাতিসংঘের কোন মহাসচিব নোবেল শান্তি পুরস্কার পান?

উত্তর : দ্যাগ হ্যামারশোল্ড ও কফি আনান (একমাত্র মুসলমান মহাসচিব)।

২৫. এশিয়ার কোন ব্যক্তি জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচিত হন?

উত্তর : মায়ানমারের উ-থান্ট।

২৬. জাতিসংঘের সরকারি ভাষা কয়টি ও কী কী?

উত্তর : ৬টি। যথা-ইংরেজি, ফরাসি, চীনা, আরবি, রুশ ও স্প্যানিশ।

২৭. জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র কয়টি?

উত্তর : ৪টি যথা; সুইজারল্যান্ড, ভ্যাটিক্যান, মোনাকো ও ফিলিস্তিন।

২৮. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। জাতিসংঘের ইউরোপীয় সদরদপ্তর সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী জেনেভাতে অবস্থিত।

২৯. জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য দেশের সংখ্যা কত?

উত্তর : ১৯২টি।

৩০. জাতিসংঘের ১৯২তম সদস্য দেশ কোনটি?

উত্তর : মন্টেনিগ্রো।

৩১. জাতিসংঘের পতাকা কবে নির্ধারিত হয়?

উত্তর : ১৯৪৭ সালের ২০ অক্টোবর।

৩২. জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : নেদারল্যাণ্ডের হেগ শহরে।

৩৩. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য দেশ কয়টি এবং দেশগুলোর নাম কী কী?

উত্তর : ৫টি। দেশগুলো হচ্ছে– যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য।

৩৪. জাতিসংঘের কার্যকরী ভাষা কয়টি ও কী কী?

উত্তর : ২টি। যথাঃ ইংরেজি ও ফরাসি।

৩৫. জাতিসংঘের অষ্টম মহাসচিবের নাম কী?

উত্তর : বান কি মুন (দক্ষিণ কোরিয়া)।

১০ শিশু অধিকার সনদ

১৮৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গ্রহীত হয়েছে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ। ইংরেজিতে একে সংক্ষেপে C.R.C (Convention on the right of the Child) বলা হয়। বাংলাদেশ এই সনদে প্রথম স্বাক্ষকারী দেশসমূহের অন্যতম। ১৯৯০ সালের ৩ আগস্ট জাতিসংঘে বাংলাদেশসহ ২২টি দেশ এই সনদের প্রতি পুনরায় সমর্থন জানায়। ১০৫টি দেশ সনদটিতে স্বাক্ষরদানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালের ২ সেপ্টেম্বর থেকে জাতিসংঘ গ্রহীত 'শিশু অধিকার সনদ' সমগ্র বিশ্বের শিশুদের জন্য সর্বমোট ৫৪টি ধারা সংবলিত অধিকারকে স্বীকার ও সংরক্ষণের জন্য আইনগত ভিত্তি প্রস্তুত করে।

এই সনদে শরীক রাষ্ট্রসমূহ

জাতিসংঘ-ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালা অনুসারে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্ব শান্তির ভিত্তি হচ্ছে মানবজাতির প্রতিটি সদস্যের সহজাত মর্যাদা এবং অলঙ্ঘনীয় অধিকারের স্বীকৃতি; এ কথা বিবেচনায় রেখে-জাতিসংঘের আওতাভুক্ত সকল দেশ উক্ত ঘোষণায় বর্ণিত মৌলিক মানবাধিকার এবং ব্যক্তিমানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি তাদের বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং আরো স্বাধীনভাবে সমাজপ্রগতিকে এগিয়ে নিতে ও জীবনমানের উন্নয়ন সাধনে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে; এই বিষয়টি মনে রেখে-জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিমালায় এ কথা ঘোষিত ও স্বীকৃত হয়েছে যে, গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম,

রাজনৈতিক কিংবা অন্যান্য মত, জাতীয় অথবা সামাজিক পরিচয়, বিত্ত, জন্মসূত্র কিংবা অন্যবিধ কৌলীন্য নির্বিশেষে কোনো প্রকার ভেদাভেদ ব্যতিরেকে প্রতিটি মানুষ উক্ত ঘোষণায় বর্ণিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে, এই বিষয় মেনে নিয়ে- বিশেষ তত্ত্বাবধান ও সহায়তা শিশুদের প্রাপ্য, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় বর্ণিত জাতিসংঘের এই উচ্চারণকে স্মরণে রেখে-

পরিবার যেহেতু সমাজের প্রাথমিক সংগঠন এবং এর সকল সদস্য বিশেষ করে শিশুদের বিকাশ ও কল্যাণের স্বাভাবিক পরিবেশ, সেহেতু তাকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা এবং সহয়তা দিতে হবে যাতে সমাজের অভ্যন্তরে সে তার দায়িত্বসমূহ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে; এ ব্যাপারে আস্থাশীল হয়ে- শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ও সুষম বিকাশের স্বার্থে আনন্দ, ভালোবাসা ও সমঝোতাপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশে তাকে বেড়ে উঠতে দিতে হবে; এ কথা অনুধাবন করে-

সমাজে স্বকীয় জীবনযাপনের জন্য শিশুকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে তুলতে হবে এবং জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত আদর্শসমূহের আলোকে বিশেষভাবে শান্তি, মর্যাদা, সহনশীলতা, স্বাধীনতা, সমতা ও সংহতির চেতনায় তাকে গড়তে হবে; এ বিষয়টি চিন্তায় রেখে-

শিশু অধিকার সম্পর্কে ১৯২৪ সালের জেনেভা ঘোষণা ও ১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর সাধারণ পরিষদে গৃহীত শিশু অধিকার ঘোষণায় শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায়, নাগরিক ও

রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতিমালা (বিশেষভাবে ২৩ ও ২৪ অনুচ্ছেদে) এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতিমালায় (বিশেষভাবে ১০ অনুচ্ছেদে) এবং শিশুকল্যাণের কাজে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অপরাপর বিশেষ সংগঠনসমূহের বিধিবিধান ও প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রে তা স্বীকৃতি রয়েছে; এটা মনে রেখে-

"শিশুর শারীরিক ও মানসিক অপরিপক্বতার কারণে তার জন্মের আগে থেকে এবং পরেও তার জন্য চাই যথাযথ আইনী রক্ষাব্যবস্থাসহ বিশেষ নিরাপত্তা ও যত্ন। শিশু অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণায় ব্যক্ত এই কথা চিন্তায় রেখে-

জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পালক প্রদান ও দত্তক গ্রহণ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখসহ শিশুদের সুরক্ষা ও কল্যাণ সম্পর্কিত সামাজিক ও আইনগত নীতিমালা সংক্রান্ত ঘোষণা, শিশু সংক্রান্ত বিচারকার্য পরিচালনার জন্য জাতিসংঘের আদর্শ নূন্যতম বিধিমালা (বেইজিং রুলস) এবং জরুরি অবস্থা ও সশস্ত্র সংঘাতকালীন মহিলা ও শিশুর নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘোষণার শর্তাবীল স্মরণে রেখে বিশ্বের সকল দেশেই এমন শিশুরা রয়েছে যারা বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতিতে বাস করছে, সে সব শিশুর জন্য বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন; এ কথা উপলব্ধি করে-

শিশুর সুরক্ষা ও তাদের সুষম বিকাশের স্বার্থে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের গুরুত্বের কথা যথাযথ বিবেচনায় নিয়ে-

প্রতিটি দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব অনুধাবন কর নিম্নোক্ত বিষয়াবলিতে ঐকমত্য ঘোষণা করছে।

পরিচ্ছেদ-১

ধারা-১ : এই সনদে শিশু বলতে বোঝাবে ১৮ বছরের কমবয়সী প্রতিটি মানবসন্তান, যদি না শিশুদের জন্য প্রযোজ্য আইনের আওতায় আরো কম বয়সে সাবালকত্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ধারা-২

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজ নিজ আওতাধীন প্রতিটি শিশুর জন্য এই সনদে নির্ধারিত অধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং এগুলোর নিশ্চয়তা বিধান করবে। এ ব্যাপারে শিশু অথবা তার পিতামাতা কিংবা আইনসম্মত অভিভাবকের ক্ষেত্রে গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মত, জাতীয়-গোষ্ঠীগত-সামাজিক পরিচয়, বিত্ত, অসামর্থ্য, জন্মসূত্র কিংবা অন্যবিধ কৌলীন্য নির্বিশেষে কোনো ধরনের বৈষম্য করা হবে না।

২. পিতা, আইনসম্মত অভিভাবক কিংবা পরিবারের সদস্যদের বিশ্বাসের অবস্থান, কার্যকলাপ, ব্যক্ত মতামত কিংবা বিশ্বাসের কারণে যে কোনো ধরনের বৈষম্য অথবা শাস্তি থেকে শিশুরা নিরাপদ থাকবে; এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে শরিক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-৩

১. সমাজকল্যাণমূলক সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আইন-আদলত, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কিংবা আইনসভা-

যেই হোক না কেন, শিশু সংক্রান্ত তাদের যে কোনো কার্যক্রমের প্রধান বিবেচ্য হবে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ।

২. শিশুর পিতামাতা, আইনসম্মত অভিভাবক কিংবা আইনত দায়িত্ব বর্তায় এমন কোনো ব্যক্তির অধিকার, নিরাপত্তা ও যত্ন করতে শরিক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেবে।

৩. শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুপরিচর্যা ও সুরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান, সেবা ও সুবিধাদি নিশ্চিত করবে। এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং কর্মচারী সংখ্যা ও উপযুক্ততা সেই সাথে পর্যাপ্ত তদারকির ব্যবস্থা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত মানের অনুরূপ হতে হবে।

ধারা-৪ : এ সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ শরিক রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োজনীয় আইনগত, প্রশাসনিক ও অপরাপর সকল ব্যবস্থা নেবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে শরিক রাষ্ট্রগুলো প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং প্রয়োজনবোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কাঠামোর মধ্যে উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো নেবে।

ধারা-৫ : এই সনদে স্বীকৃতি শিশুর অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশযোগ্যতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যথাযথ নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের প্রশ্নে পিতামাতা বা স্থানীয় রীতি অনুযায়ী সম্প্রসারিত পরিবার বা সমাজ-সদস্য, আইসম্মত অভিভাবক অথবা আইনানুগভাবে শিশুর দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তির দায়িত্ব, অধিকার এবং কর্তব্যের প্রতি শরিক রাষ্ট্রসমূহ সম্মান দেখাবে।

ধারা-৬

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে যে প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকার সহজাত অধিকার রয়েছে।

২. শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের বেঁচে থাকা এবং বিকাশের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বাধিক নিশ্চয়তা বিধান করবে।

ধারা-৭

১. জন্মের অব্যবহতি পরেই শিশুর নিবন্ধীকরণ করতে হবে এবং জন্ম থেকেই তার নামকরণ লাভের, একটি জাতীয়তা অর্জনের এবং যতটা সম্ভব পিতামাতার পরিচয় জানবার ও তাদের হাতে প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার থাকবে।

২. শরিক রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয় আইন অনুসারে এই অধিকারসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে এবং এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক দলিলসমূহের বাধ্যবাধকতা মেনে চলবে, বিশেষ করে সেসব ক্ষেত্রে, যেখানে এর অন্যথা হলে শিশু রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে।

ধারা-৮

১. জাতীয়তা, নাম এবং পারিবারিক সম্পর্কসহ আইসম্মত পরিচিতি সংরক্ষণে শিশুর অধিকারের প্রশ্নে শরিক রাষ্ট্রসমূহ উদ্যোগী হবে, যেখানে কোনো বেআইনী হস্তক্ষেপ চলবে না।

২. কোথাও কোনো শিশু যদি তার নিজস্ব পরিচয়ের কতিপয় বা সব দিক থেকে বেআইনিভাবে বঞ্চিত হয়, তাহলে শরিক রাষ্ট্রসমূহ যতদ্রুত সম্ভব সেই পরিচয় পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যথাযথ সহায়তা প্রদান ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

ধারা-৯

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ কোনো শিশুকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার পিতামাতার কাছ থেকে আলাদা ও বিধিবিধান অনুসারে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করে যে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজন হতে পারে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে, যেমন-সন্তানের প্রতি পিতামাতার উৎপীড়ন বা অবহেলা কিংবা পিতা ও মাতা আলাদা বাস করছে এবং সন্তান কোথায় বাস করবে তা নির্ধারণ যে ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়।

২. এই ধারার অনুচ্ছেদ-১ অনুযায়ী কোনো মোকাদ্দমা হলে তাতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ উপস্থিত থাকার এবং তাদের মতামত জ্ঞাপন করার সুযোগ দিতে হবে।

৩. পিতা-মাতার যে কোনো একজনের অথবা উভয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুর পিতামাতার উভয়ের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখার এবং নিয়মিত সরাসরি যোগাযোগ রাখার অধিকারের প্রতি শরিক রাষ্ট্রমূহ সম্মান দেখাবে, অবশ্য যদি তা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী না হয়।

৪. শরিক রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রহীত কোনো কার্যব্যবস্থা, যেমন পিতামাতা যে কেউ অথবা দু'জনকে কিংবা শিশুকে আটক, কারাদণ্ড, নির্বাসন, স্বদেশ থেকে বিতাড়ন অথবা মৃত্যু (রাষ্ট্র কর্তৃক আটক ব্যক্তির যে কোনো কারণে মৃত্যুসহ) ইত্যাকার কারণে যদি এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা ঘটে, তাহলে পিতামাতা, শিশু কিংবা যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিবারের অন্য সদস্যকে অনুরোধের ভিত্তিতে পরিবারের

অনুপস্থিত সদস্য সম্পর্কে শরিক রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জ্ঞাপন করবে, অবশ্য যদি সে তথ্যের বিষয়বস্তু শিশুর কল্যাণের জন্য ক্ষতিকর না হয়। শরিক রাষ্ট্রসমূহ এটাও নিশ্চিত করবে যে, এই ধরনের অনুরোধ পেশ করাটা যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য কোনো বিরূপ প্রতিফল ভোগের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

ধারা-১০

১. নবম ধারার অনুচ্ছেদ-১ এর ভিত্তিতে শরিক রাষ্ট্রসমূহের বাধ্যবাধকতা মোতাবেক কোনো শিশু বা তার পিতা-মাতা পারিবারিক পুনর্মিলনের উদ্দেশ্যে কোনো একটি শরিক রাষ্ট্রে প্রবেশ বা রাষ্ট্রত্যাগের দরখাস্ত করলে শরিক রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক তা ইতিবাচক, মানবিক ও ত্বরিত পন্থায় বিবেচিত হতে হবে। শরিক রাষ্ট্রসমূহ আরো নিশ্চিয়তা বিধান করবে যে এ ধরনের আবেদনকারী এবং তার পরিবারের সদস্যদের জন্য কোনো বিরূপ প্রতিফল বয়ে আনবে না।

২. কোনো শিশুর পিতামাতা পৃথক রাষ্ট্রে বাস করলে উভয়ের সাথে নিয়মিত এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিরাপদে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও সরাসরি যোগাযোগ রাখাটা ঐ শিশুর অধিকার। সেই উদ্দেশ্যে এবং নাম ধারার প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর্তব্য অনুসারে শিশু কিংবা তার পিতা মাতার নিজেদের দেশসহ যে কোনো দেশ ত্যাগ করার এবং নিজেদের দেশে প্রবেশ করার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে শরিক রাষ্ট্রসমূহ। কোনো দেশ

ত্যাগের এই অধিকার শুধুমাত্র এমন কিছু বিধিনিষেধ দ্বারা রহিত করা যাবে, যেগুলো আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ এবং যেগুলো জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য কিংবা নৈতিকতা কিংবা অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এবং সনদে স্বীকৃতি অন্যান্য অধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ধারা-১১

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের অবৈধভাবে বিদেশে পাচার এবং দেশে ফিরতে না দেওয়া প্রতিহত করতে ব্যবস্থা নেবে।

২. এই উদ্দেশ্যে শরিক রাষ্ট্রসমূহ দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদনে উদ্যোগী হবে অথবা বিদ্যমান চুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করবে।

ধারা-১২

১. নিজস্ব ধারণা বা মত গঠনে সক্ষম শিশু তার নিজের সকল বিষয়ে অবাধে মতামত প্রকাশের অধিকারী। সেই অধিকার যাতে রক্ষিত হয় এবং শিশুর বয়স ও পরিপক্বতা অনুযায়ী তার সেসব মতামতকে যাতে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়, শরিক রাষ্ট্রসমূহ তার নিশ্চয়তা দেবে।

২. এই উদ্দেশ্যে শিশুকে সুনির্দিষ্টভাবে এই সুযোগ দিতে হবে, যাতে শিশুর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিচার বিভাগীয় বা প্রশাসনিক মোকদ্দমার ক্ষেত্রে শিশু সরাসরি অথবা কোনো প্রতিনিধি কিংবা কোনো উপযুক্ত সংস্থার মাধ্যমে জাতীয় আইনের বিধিবদ্ধ ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার কথা বলতে পারে।

ধারা-১৩

১. শিশুর স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশের অধিকার থাকবে। এই অধিকারের মধ্যে রয়েছে সীমান্ত নির্বিশেষে সব ধরনের তথ্য ও ধ্যান-ধারণা জানতে চাওয়া, গ্রহণ করা এবং অবহিত করা এবং অবহিত করার স্বাধীনতা। এটি মৌখিকভাবে, লিখিত, মুদ্রিত কিংবা চারুশিল্পের আকারে অথবা শিশুর পছন্দসই অন্য কোনো পন্থায় হতে পারে।

২. এই অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে, তবে তা হবে আইন দ্বারা নির্ধারিত এবং নিম্নোক্ত প্রয়োজনে :

  ক. অন্যের অধিকার ও সুনামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

  খ. জাতীয় নিরাপত্তা অথবা জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা সুরক্ষার জন্য।

ধারা-১৪

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাবে।

২. শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর বিকাশযোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার অধিকার চর্চায় নির্দেশনা দেওয়ার ব্যাপারে পিতামাতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনসম্মত অভিভাবকের অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

৩. কারো ধর্ম বা বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সেই সব সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যাবে, যা আইনে উল্লিখিত রয়েছে এবং নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতা কিংবা অন্যদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন।

ধারা-১৫

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের সংঘবদ্ধ হবার এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারকে স্বীকার করে।

২. এই অধিকার চর্চার উপর আইনানুসারে প্রযোজ্য বিধিনিষেধ ছাড়া এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় কিংবা জননিরাপত্তা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, নৈতিকতা এবং অপরের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা ছাড়া অন্য কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না।

ধারা-১৬

১. কোনো শিশুর নিজস্ব গোপনীয়তা, পরিবার, আবাস কিংবা পত্র-যোগাযোগের ওপর স্বেচ্ছাচারী অথবা বেআইনী হস্তক্ষেপ কিংবা মর্যাদা ও সুনামের ওপর বেআইনী আক্রমণ করা যাবে না।

২. এই ধরনের কোনো হস্তক্ষেপ কিংবা আক্রমণের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেওয়ার অধিকার শিশুর রয়েছে।

ধারা-১৭

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ গণমাধ্যমের দ্বারা সাধিত কর্মকাণ্ডের গুরুত্বের স্বীকৃতি দেয় এবং তারা শিশুর জন্য বিভিন্নমুখী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে তথ্য ও বিষয়বস্তু প্রাপ্তীর সুবিধা নিশ্চিত করবে, বিশেষ করে যেসব তথ্য ও বিষয়বস্তু শিশুর সামাজিক, আত্মিক ও নৈতিক কল্যাণ এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ সাধনের জন্য প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে শরিক রাষ্ট্রসমূহ–

ক. শিশুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উপকারী এবং ২৯ ধারায় ব্যক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য এবং বিষয়বস্তু প্রচারে গণমাধ্যমকে উৎসাহিত করবে।

খ. বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে এ ধরনের তথ্য ও বিষয়বস্তু প্রস্তুত, বিনিময় এবং প্রচারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করবে।

গ. শিশুগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচারে উৎসাহ যোগাবে।

ঘ. সংখ্যালঘু গোষ্ঠীভুক্ত বা আদিবাসী শিশুদের ভাষাগত চাহিদার প্রতি বিশেষভাবে সম্মান দেখাবার ব্যাপারে গণমাধ্যমকে উৎসাহ দেবে।

ঙ. ১৩ এবং ১৮ ধারায় বর্ণিত বিষয় মনে রেখে শিশুর কল্যাণের ক্ষতিকারক তথ্য ও বিষয়বস্তু থেকে তার সুরক্ষায় যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রণয়নকে উৎসাহিত করবে।

ধারা-১৮

১. শিশুর প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও বিকাশের ব্যাপারে পিতা-মাতা উভয়ের অভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে-এই নীতির স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে শরিক রাষ্ট্রসমূহ সর্বাত্মক প্রয়াসী হবে। শিশুকে লালন-পালন, শিক্ষাদান ও গড়ে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে পিতামাতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনসম্মত অভিভাবকের। শিশুর সর্বোত্তম স্বাস্থ্যই তাদের মূল চিন্তা।

২. শরিক রাষ্ট্রসমূহ এই সনদে স্থিরকৃত অধিকারসমূহ নিশ্চিত এবং জোরদার করার উদ্দেশ্যে পিতামাতা ও আইনসম্মত

অভিভাবককে তাদের শিশুর লালন-পালনে যথাযথ সহায়তা দেবে এবং শিশুপরিচর্যার প্রতিষ্ঠান সুযোগ-সুবিধা ও সেবা মাধ্যসসমূহের বিকাশ নিশ্চিত করবে।

৩. শরিক রাষ্ট্রসমূহ কর্মজীবী পিতামাতা-সন্তানদের প্রাপ্তিরযোগ্যতা অনুসারে শিশুপরিচর্যা কার্যক্রম ও সুবিধাদি থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থাদি নেবে।

ধারা-১৯

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ পিতামাতা, আইনানুগ অভিভাবক অথবা শিশু পরিচর্যায় নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন শিশুকে আঘাত অথবা অত্যাচার, অবহেলা অথবা অমনোযোগী আচরণ, দুর্ব্যবহার অথবা শোষণ এবং যৌন অত্যাচারসহ সকল ধরনের শরীরিক ও মানসিক হিংস্রতা থেকে সুরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আইনানুগ, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত সকল ব্যবস্থা নেবে।

২. এ ধরনের সুরক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যথার্থ ব্যবস্থা হিসেবে শিশু এবং শিশু পরিচর্যায় নিয়োজিতদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার প্রশ্নে সামাজিক কর্মসূচি প্রবর্তন, সেই সঙ্গে প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থাদির জন্য কার্যকর পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং উল্লিখিত শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে সে ক্ষেত্রে শনাক্তকরণ, বিবৃতকরণ, দায়িত্বপূর্ণ তদন্ত, চিকিৎসা ও পরবর্তী কার্যকরণ এবং প্রয়োজনবোধে বিচার হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ধারা-২০

১. যে শিশু স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী ভিত্তিতে তার পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত অথবা যে শিশুকে তার সর্বোত্তম স্বার্থে ঐ পরিবেশ থাকতে দেওয়া যাবে না, সেই শিশু রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ সুরক্ষা ও সহায়তার অধিকারী।

২. শরিক রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয় আইনানুসারে এ ধরনের শিশুর জন্য বিকল্প তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করবে।

৩. এ ধরনের পরিচর্যার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে পালিত সন্তান হিসেবে অর্পণ, ইসলামী আইনের কাফালা, দত্তক প্রদান কিংবা প্রয়োজনবোধে কোনো উপযুক্ত সংস্থার কাছে শিশুকে লালন-পালন করতে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে সমাধানের কথা ভাবার সময় শিশু প্রতিপালন অব্যাহত রাখার বাঞ্ছনীয়তা এবং শিশুর জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষাগত পটভূমির প্রতি যথাযথ সম্মান দিতে হবে।

ধারা-২১ : দত্তক পদ্ধতির স্বীকৃতিদান কিংবা অনুমোদনকারী শরিক রাষ্ট্রসমূহ এটা নিশ্চিত করবে যে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই হবে এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিবেচনা এবং তারা-

ক. এটা নিশ্চিত করবে যে, কোনো শিশুকে দত্তক গ্রহণের বিষয়টি শুধুমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত হবে। ঐ কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য আইন ও কার্যপ্রণালী অনুসারে এবং সকল প্রাসঙ্গিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন যে, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও আইনসম্মত অভিভাবকদের দিক থেকে শিশুর অবস্থান

অনুযায়ী দত্তক অনুমোদনযোগ্য এবং আবশ্যক বিবেচনা করলে এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রয়োজনীয় পরামর্শের ভিত্তিতেই দত্তকের সুস্পষ্ট সম্মতি দিয়েছেন।

খ. এটা অনুমোদন করবে যে, যদি শিশুকে পালক বা দত্তক হিসেবে কোনো পরিবারে স্থান করে দেওয়া না যায় কিংবা শিশুর নিজস্ব যদি উপযোগী কোনো পন্থায় প্রতিপালনে ব্যবস্থা না করা যায়, তাহলে তার পরিচর্যার বিকল্প উপায় হিসেবে আন্তঃদেশীয় দত্তকের কথা বিবেচিত হতে পারে।

গ. এই বিষয় নিশ্চত করবে যে, আন্তঃদেশীয় দত্তকের ক্ষেত্রে শিশুর জন্য এমন রক্ষাব্যবস্থা ও মান বজায় রাখতে হবে, যা জাতীয় পর্যায়ের দত্তকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রক্ষাব্যবস্থা ও মানের অনুরূপ।

ঘ. আন্তঃদেশীয় দত্তকের ক্ষেত্রে শিশুকে প্রদান যাতে সংশ্লিষ্টদের অবৈধ আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির নিমিত্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত সকল পদক্ষেপ নেবে।

ঙ. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহকে কার্যকর করতে দ্বিপক্ষীয় বা বহুপাক্ষিক সমঝোতা বা চুক্তি সম্পন্ন করবে এবং এই কাঠামোর মধ্যে এ কথা নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হবে যে অপর দেশে শিশুর স্থানান্তরের বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হবে।

ধারা-২২

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ এ বিষয় নিশ্চিত করতে যথাযথ কার্যব্যবস্থা নেবে যে, প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক কিংবা দেশীয়

আইন ও কার্যপদ্ধতি অনুসারে কোনো শিশু যদি শরণার্থীর অবস্থান প্রার্থনা করে কিংবা শরণার্থী বিবেচিত হয়, তার সঙ্গে পিতামাতা বা অন্য কোনো লোক থাকুক বা না থাকুক, ঐ শিশু এই সনদে এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সামিল রয়েছে এমন অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কিংবা জনহিতকর দলিলে বর্ণিত অধিকারসমূহ ভোগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সুরক্ষা ও মানবিক সহায়তা পাবে।

২. ঐ ধরনের শিশুর সুরক্ষা ও সহায়তা এবং কোনো শরণার্থী পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহার্থে তার পিতামাতা কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যদের খোঁজ পেতে জাতিসংঘের যে কোনো প্রয়াস এবং জাতিসংঘকে সহযোগিতাকারী অন্যান্য উপযুক্ত আন্তঃসরকারি সংস্থা বা বেসরকারি সংস্থাকে শরিক রাষ্ট্রসমূহ তাদের বিবেচনা অনুযায়ী যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করবে। যে ক্ষেত্রে পিতামাতা কিংবা পরিবারের অপর সদস্যদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না সে ক্ষেত্রে শিশুর জন্য এরূপ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে যা কোনো কারণে স্থায়ী অস্থায়ীভাবে পারিবারিক পরিবেশ বঞ্চিত অন্য শিশুদের জন্য এই সনদে নির্ধারিত হয়েছে।

ধারা-২৩

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করছে যে, মানসিক শারীরিকভাবে পঙ্গু শিশু এমন পরিবেশে পরিপূর্ণ ও সুন্দর জীবনযাপন করবে, যেখানে মর্যাদার নিশ্চয়তা থাকবে।

আত্মনির্ভরতা বাড়বে এবং সমাজে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের পথ সুগম হবে।

২. শরিক রাষ্ট্রসমূহ পঙ্গু শিশুর বিশেষ যত্ন লাভের অধিকারকে স্বীকার করে এবং প্রাপ্ত সম্পদ অনুযায়ী পঙ্গু বলে গ্রহণযোগ্য শিশু ও তার পরিচর্যা দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে, আবেদনের প্রদানকে উৎসাহিত নিশ্চিত করবে।

৩. পঙ্গু শিশুর প্রয়োজনের কথা স্বীকার করে এই ধারার অনুচ্ছেদ-২ মোতাবেক সহায়তা বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পিতামাতার অথবা শিশুর পরিচর্যাকারী অন্যান্যদের আর্থিক সঙ্গতির বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে এবং সহায়তা এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে পঙ্গু শিশুর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য পরিচর্যাব্যবস্থা, পুনর্বাসন পরিসেবা, কর্মসংস্থানের প্রস্তুতি এবং বিনোদন লাভের ক্ষেত্রে কার্যকর সুযোগ থাকে এবং শিশু তা এমনভাবে লাভ করতে পারে যাতে শিশুর সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক বিকাশসহ ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং তার সম্ভাব্য পুরোপুরি সামাজিক সমন্বয় অর্জিত হয়।

৪. শরিক রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার চেতনায় প্রতিষেধক স্বাস্থ্যপরিচর্যা এবং পঙ্গু শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও ক্রিয়ামূলক চিকিৎসাক্ষেত্রে যথাযথ তথ্যের বিনিময়কে উৎসাহিত করবে। এই তথ্যবিনিময়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পুনর্বাসন, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক সেবার পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য প্রচার এবং সংগ্রহ। এর লক্ষ্য হবে

এ সব বিষয়ে শরিক রাষ্ট্রসমূহের যোগ্যতা ও দক্ষতার উন্নয়ন এবং তাদের অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ। এ প্রসঙ্গে উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রয়োজনের কথা বিশেষ বিবেচনায় থাকবে।

ধারা-২৪

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মানের স্বাস্থ্য লাভ এবং ব্যাধির চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সুবিধাভোগের অধিকারকে স্বীকার করে। এ ধরনের স্বাস্থ্যপরিচর্যাসেবা প্রাপ্তির অধিকার থেকে কোনো শিশু যাতে বঞ্চিত না হয়, শরিক রাষ্ট্রসমূহ তা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেবে।

২. শরিক রাষ্ট্রসমূহ এই অধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবে এবং বিশেষভাবে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেবে :

   ক. নবজাত ও শিশুমৃত্যু হ্রাস করতে।

   খ. প্রাথমিক স্বাস্থ্যপরিচর্যার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদানসহ সকল শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-সহায়তা ও স্বাস্থ্যপরিচর্যা প্রদানের ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করতে।

   গ. প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কাঠামোর আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সহজলভ্য প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে এবং পরিবেশগত দূষণের বিপদ ও ঝুঁকির কথা বিবেচনায় রেখে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিষ্কার খাবার পানির ব্যবস্থাসহ ব্যাধি ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে।

   ঘ. মায়েদের জন্য গর্ভকালীন এবং সন্তান প্রসবের পরবর্তী উপযুক্ত স্বাস্থ্যপরিচর্যা নিশ্চিত করতে।

ঙ. শিশুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মায়ের দুধ পানের সুফল, স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন এবং দুর্ঘটনা নিরোধ সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞানের ব্যবহার সম্পর্কে সমাজের সকল অংশ, বিশেষভাবে পিতামাতা ও শিশুকে অবহিতকরণ, শিক্ষা ও সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে।

চ. প্রতিষেধক, স্বাস্থ্যপরিচর্যা ও পিতামাতার করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা এবং পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সেবা উন্নত করতে।

৩. শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য অনিষ্টকর চিরাচরিত সংস্কারসমূহ বিলোপ করার লক্ষ্যে কার্যকর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

৪. শরিক রাষ্ট্রসমূহ এই ধারায় স্বীকৃত অধিকারের ক্রমোন্নয়নের ভিত্তিতে পূর্ণ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে জোরদার ও উৎসাহিত করতে প্রয়াসী হবে। এ প্রসঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজনের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় নেওয়া হবে।

ধারা-২৫ : শরিক রাষ্ট্রসমূহ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পরিচর্যা, সুরক্ষা অথবা শারীরিক বা মানসিক চিকিৎসায় নিয়োজিত শিশুকে প্রদত্ত চিকিৎসা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল পারিপার্শ্বিকতা সময়ে সময়ে পর্যালোচনার প্রশ্নে শিশুর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

ধারা-২৬

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিটি শিশুর সামাজিক বীমাসহ সামাজিক নিরাপত্তা থেকে উপকৃত হবার অধিকারকে

স্বীকার করে এবং নিজ নিজ জাতীয় আইনানুসারে এই অধিকারের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. এই সুবিধাদি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মঞ্জুর করার ব্যাপারে বিচার্য বিষয়সমূহ হলো, সম্পদের সংস্থান এবং শিশু ও শিশুর ভরণ-পোষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অবস্থা। এ ছাড়া, শিশু কিংবা তার পক্ষ থেকে সুবিধাদি প্রাপ্তির জন্য পেশকৃত দরখাস্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্য কোনো বিবেচনা.।

ধারা-২৭

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

২. পিতামাতার কিংবা শিশুর উন্নয়নের জন্য উপযোগী জীবনমান নিশ্চিত করা।

৩. শরিক রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় পরিস্থিতি অনুসারে এবং তাদের সামর্থ্যনুযায়ী এ অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিতামাতাকে কিংবা শিশুর দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যদেরকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত উপকরণ সাহায্য এবং সহায়তা কর্মসূচির ব্যবস্থা করবে বিশেষভাবে পুষ্টি, পোশাক ও গ্রহায়নের ক্ষেত্রে।

৪. শরিক রাষ্ট্রসমূহ দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রে শিশুর পিতামাতার কিংবা শিশুর অর্থনৈতিক দায়িত্বে নিয়োজিত অন্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিশুর খোরপোষ আদায় নিশ্চিত করতে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিশেষভাবে, যে ক্ষেত্রে শিশুর অর্থনৈতিক দায়-

দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি শিশুর থেকে পৃথকভাবে বসবাস করে, সে ক্ষেত্রে শরিক রাষ্ট্রসমূহ এতদসম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে সামিল হবে কিংবা এ জাতীয় চুক্তি সম্পাদনে উৎসাহ যোগাবে, একই সঙ্গে অন্যান্য উপযোগী ব্যবস্থাদিও গ্রহণ করবে।

ধারা-২৮

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর শিক্ষালাভের অধিকারকে স্বীকার করে এবং এই অধিক প্রগতিশীলভাবে এবং সমান সুযোগের ভিত্তিতে অর্জনের লক্ষ্যে তারা, বিশেষভাবে-

ক. সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও বিনা খরচে লাভের সুযোগ করে দেবে।

খ. সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করে গড়ে তোলার বিষয়ে উৎসাহ দেবে এবং প্রতিটি শিশুর জন্য এবং এই শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার এবং বিনা খরচে শিক্ষালাভ প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তনের মতো উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহ দেবে।

গ. সকল উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার দ্বারা সকলের জন্য উন্মুক্ত করবে।

ঘ. শিক্ষাগত ও বৃত্তিমূলক তথ্য এবং দিক-নির্দেশনা সকল শিশুর জন্য লভ্য ও প্রাপ্য করবে।

ঙ. বিদ্যালয়ের নিয়মিত হাজিরাকে উৎসাহিত করতে এবং স্কুল ত্যাগের হার কমাতে পদক্ষেপ নেবে।

২. শরিক রাষ্ট্রসমূহ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিধানের রীতি যাতে শিশুদের মানবিক মর্যাদা এবং এই সনদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত সকল ব্যবস্থা নেবে।

৩. শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়সমূহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে জোরদার এবং উৎসাহিত করবে, এ ক্ষেত্রে বিশ্বে বিরাজমান অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহায়তা দান এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি আয়ত্বে আনার পথ সুগম করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকবে। এ প্রসঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজনের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ধারা-২৯

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ এ ব্যাপারে সম্মত যে শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত লক্ষ্য থাকবে-

   ক. শিশুর ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ।

   খ. মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার এবং জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ।

   গ. শিশুর পিতামাতা, তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তা, ভাষা ও মূল্যবোধ, শিশু যে দেশে বাস করে সেখানকার জাতীয় মূল্যবোধ, তার মাতৃভূমি এবং অপরাপর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ।

ঘ. সমঝোতা, শান্তি, সহিষ্ণুতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার এবং সকল মানুষ নৃগোষ্ঠী, জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী লোকজনের মধ্যে মৈত্রীর চেতনার আলোকে একটি মুক্ত সমাজে দায়িত্বশীল জীবনের জন্য শিশুর প্রস্তুতি।

ঙ. প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ।

২. এই ধারা কিংবা ধারা ২৮-এর কোনো অংশই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পরিচালনার ব্যাপারে ব্যক্তি বা সংস্থার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না যদি সব সময় এই ধারার অনুচ্ছেদ-১ এ বর্ণিত নীতিমালা অনুসৃত হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রদত্ত শিক্ষা রাষ্ট্রনির্দেশিত ন্যূনতম মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ থাকে।

ধারা-৩০

১. যেসব দেশে জাতি-গোষ্ঠীগত, ধর্মীয় কিংবা ভাষাগত সংখ্যালঘু কিংবা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে, সেসব দেশে ঐ ধরনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসী শিশুকে সমাজে তার সম্প্রদায়ের অপরাপর সদস্যের সঙ্গে তার নিজস্ব সংস্কৃতি ধারণ, নিজস্ব ধর্মের কথা ব্যক্ত করা ও চর্চা করা কিংবা তার নিজ ভাষা ব্যবহার করার সুযোগ ভোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

ধারা-৩১

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর বিশ্রাম ও অবকাশ যাপন, বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে

অংশগ্রহণ এবং সাংস্কৃতি জীবন ও সুকুমার শিল্পে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার স্বীকার করে।

২. শরিক রাষ্ট্রসমূহ সংস্কৃতি ও শিল্প সংক্রান্ত জীবনে শিশুর পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণের অধিকারকে সম্মান দেবে ও জোরদার করবে এবং সংস্কৃতি, সুকুমার শিল্প, বিনোদন ও অবকাশমূলক কার্যক্রমে যথাযথ ও সমান সুযোগ থাকার ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করবে।

ধারা-৩২

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক শোষণ থেকে শিশুর অধিকারকে রক্ষা করবে এবং শিশুকে দিয়ে যাতে বিপদাশঙ্কাপূর্ণ ও শিশুর শিক্ষায় ব্যঘাত সৃষ্টিকারী কিংবা তার স্বাস্থ্য অথবা শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিকতা বা সামাজিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকারক কাজ করানো না হয় সে ব্যবস্থা নেবে।

২. শরিক রাষ্ট্রসমূহ এই ধারার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত পদক্ষেপ নেবে। এই উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলের প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে শরিক রাষ্ট্রসমূহ বিশেষভাবে-

ক. কর্মে নিয়োগের ব্যাপারে ন্যূনতম বয়ঃসীমা নির্ধারণ করবে।

খ. কর্মস্থলে কর্মঘণ্টা এবং কাজের পরিবেশ সম্পর্কে উপযুক্ত নিয়ম-নীতি ঠিক করে দেবে।

গ. এই অনুচ্ছেদে কার্যকরভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত শাস্তি বা অন্যান্য বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা রাখবে।

ধারা-৩৩ : শরিক রাষ্ট্রসমূহ প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক চুক্তির বর্ণনা অনুযায়ী শিশুদের মাদক ও মনঃপ্রভাবী দ্রব্যের অবৈধ সেবন থেকে রক্ষা করবে এবং এই ধরনের বস্তুর অবৈধ উৎপাদন ও চোরাচালানের কাজে শিশুদের নিয়োজিত করা থেকে বিরত রাখার সকল প্রকার যথোপযুক্ত আইনানুগ, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং শিক্ষাভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ধারা-৩৪ : শরিক রাষ্ট্রসমূহ সকল প্রকারের যৌন অপব্যবহার ও যৌন উৎপীড়ন থেকে শিশুকে সুরক্ষায় সচেষ্ট হবে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ রোধ করতে শরিক রাষ্ট্রগুলো জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপক্ষীয় সকল উপযোগী কার্যব্যবস্থা নেবে–

ক. কোনো বেআইনি যৌন ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হতে শিশুকে প্ররোচিত কিংবা বাধ্য করা।

খ. পতিতাবৃত্তি কিংবা অন্যান্য বেআইনী যৌন তৎপরতায় শিশুদেরকে ব্যবহার করা।

গ. যৌন অশ্লীলতাপূর্ণ কোনো ক্রিয়াকর্ম বা বিষয়বস্তুতে শিশুদেরকে ব্যবহার করা।

ধারা-৩৫ : শরিক রাষ্ট্রসমূহ যে কোনো উদ্দেশ্যে বা যে কোনো ধরনের শিশু অপহরণ, বিক্রয় বা পাচার রোধে জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপক্ষীয় সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে।

ধারা-৩৬ : শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর কল্যাণে যে কোনো দিক থেকে অনিষ্টকর অন্যান্য সব ধরনের শোষণ থেকে শিশুদেরকে সুরক্ষা করবে।

ধারা-৩৭ : শরিক রাষ্ট্রসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করবে–

ক. কোনো শিশুই নির্যাতন কিংবা অন্যবিধ নৃশংস, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর কোনো আচরণ বা শাস্তির শিকার হবে না। ১৮ বছরের কম বয়স্ক কোনো অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড অথবা মুক্তির সম্ভাবনাহীন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হবে না।

খ. বেআইনি কিংবা স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে কোনো শিশুকেই তার মুক্ত জীবন থেকে বঞ্চিত করা হবে না। কোনো শিশুর গ্রেফতার, আটকাদেশ বা কারাদণ্ড আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং এই সকল পদক্ষেপ শুধুমাত্র সর্বশেষ উপায় হিসেবে এবং সবচাইতে সংক্ষিপ্ততম উপযুক্ত সময়ের জন্য গ্রহীত হবে।

গ. মুক্ত জীবন-বঞ্চিত প্রতিটি শিশুর সঙ্গে মানবিক এবং মানুষের সহজাত মর্যাদার প্রতি সম্মান রেখে এবং তার বয়সানুপাতিক প্রয়োজনাবলির দিকে লক্ষ্য রেখে আচরণ করা হবে। বিশেষ করে, মুক্তজীবন-বঞ্চিত প্রতিটি শিশুকে পূর্ণবয়স্কদের থেকে পৃথক রাখা হবে, যতক্ষণ তা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী না হয় এবং পত্রালাপ ও সাক্ষাতের মাধ্যমে পরিবারের সঙ্গে কেবলমাত্র অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যতীত যোগাযোগ অব্যাহত রাখার অধিকার শিশুর থাকবে।

ঘ. মুক্তজীবন-বঞ্চিত প্রতিটি শিশুর দ্রুততার সঙ্গে আইনগত ও অন্যান্য উপযুক্ত সহায়তা লাভের এবং সেই সঙ্গে মুক্ত জীবন থেকে তাকে বঞ্চিত করার আইনগত বৈধতাকে আদালতে কিংবা অন্যান্য উপযুক্ত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ

কর্তৃপক্ষের সামনে চ্যালেঞ্জ করার এবং ঐ ধরনের যে কোনো কার্যব্যবস্থা সম্পর্কে ত্বরিত সিদ্ধান্ত লাভের অধিকার থাকবে।

ধারা-৩৮

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ সশস্ত্র সংঘাতকালে তাদের জন্য প্রযোজ্য এবং শিশুদের ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের বিধিসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এবং এগুলোর পরিপালন নিশ্চিত করতে অঙ্গীকার করছে।

২. শরিক রাষ্ট্রসমূহ ১৫ বছরের কম বয়সী কেউ যাতে সরাসরি কোনো সংঘাতে না জড়ায় তা নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নেবে।

৩. শরিক রাষ্ট্রসমূহ তাদের সশস্ত্র বাহিনীতে ১৫ বছরের কম বয়সীদের অন্তর্ভূক্ত করা থেকে বিরত থাকবে। যাদের বয়স ১৫ বছর হয়েছে কিন্তু ১৮ বছরের কম তাদেরকে সেনাদলে ভর্তির সময় শরিক রাষ্ট্রসমূহ অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স্কদের অগ্রাধিকার প্রদানের চেষ্টা করবে।

৪. সশস্ত্র সংঘাতকালীন বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের বাধ্যবাধকতা অনুসারে শরিক রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধকবলিত শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ফলপ্রসু সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-৩৯ : শরিক রাষ্ট্রসমূহ যে কোনো ধরনের অবহেলা, শোষণ বা দুর্ব্যবহার, নির্যাতন বা অন্য কোনো ধরনের নৃশংস, অমানবিক বা অমর্যাদাকর আচরণ বা শাস্তি কিংবা সশস্ত্র সংঘাতের শিকার শিশুদের শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা এবং

সামাজিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করতে উপযোগী সকল কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই সুস্থতা এবং পুন:প্রতিষ্ঠা এমন এক পরিবেশে হবে যা শিশুর স্বাস্থ্য, আত্মসম্মান এবং মর্যাদাকে পুষ্ট করবে।

ধারা-৪০

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ ফৌজদারি আইন লঙ্ঘনকারী হিসেবে কথিত, অভিযুক্ত কিংবা চিহ্নিত প্রতিটি শিশুর এই অধিকারের স্বীকৃতি দেয় যে তার সঙ্গে এমন আচরণ করা হবে যা শিশুর আত্মসম্মান ও অধিকারসমূহের প্রতি শিশুর শ্রদ্ধাবোধ জোরদার হবে এবং এই ক্ষেত্রে শিশুর বয়স বিবেচনায় রেখে সমাজে তার পুনর্বাসন ও গঠনমূলক ভূমিকা পালনের আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করতে হবে।

২. এই উদ্দেশ্যে এবং আন্তর্জাতিক দলিলসমূহের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলোর রেখে শরিক রাষ্ট্রসমূহ বিশেষভাবে নিশ্চিত করবে যে-

ক. কোনো কাজ করা বা না করার কারণে কোনো শিশুই ফৌজদারী আইন ভঙ্গকারী হিসেবে কথিত, অভিযুক্ত বা চিহ্নিত হবে না, যে কাজ করা বা না করার সময়ে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক আইনে তা নিষিদ্ধ ছিল না।

খ. ফৌজদারী আইনভঙ্গকারী হিসেবে কথিত কিংবা অভিযুক্ত প্রতিটি শিশুর ন্যূনতপক্ষে নিশ্চয়তা থাকবে যে-

১. আইনানুসারে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

২. শিশুকে তার বিরুদ্ধে অর্থনীতি অভিযোগসমূহ দ্রুত এবং সরাসরি অবহিত করতে হবে এবং যথাযথ ক্ষেত্রে

পিতামাতা কিংবা আইনসম্মত অভিভাবকের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতি ও তা তুলে ধরার জন্য আইনগত অন্যান্য উপযুক্ত সহায়তা দিতে হবে।

৩. শিশুকে আইনগত ও যথাযথ সহায়তা প্রদানপূর্বক কালক্ষেপণ ব্যতিরেকে উপযুক্ত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ কিংবা বিচার সংস্থায় আইনানুসারে সুষ্ঠ শুনানির মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে এবং শিশুর বয়স ও পারিপার্শ্বিকতা, পিতামাতার অথবা আইসম্মত অভিভাবকের কথা বিবেচনায় রাখতে হবে।

৪. প্রমাণাদি পেশ বা অপরাধ স্বীকার, প্রতিপক্ষ সাক্ষীদের জেরা করা, তাদের জেরার জবাব দান এবং সমতার শর্তে তার পক্ষে সাক্ষী হাজির করা ও সেই সাক্ষীদের সওয়াল-জওয়াব করার ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না।

৫. শিশু ফৌজদারি আইন লঙ্ঘন করেছে বলে বিবেচিত হলে এবং তার পরিণতিতে গ্রহীত সিদ্ধান্ত এবং কোনো কার্যব্যবস্থা আরোপিত হলে তা উচ্চতর কোনো উপযুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ কিংবা বিচার-সংস্থায় আইনানুসারে পুনর্বিবেচিত হতে হবে।

৬. ব্যবহৃত ভাষা শিশু বুঝতে বা বলতে না পারলে বিনা ব্যয়ে একজন দোভাষীর সহায়তা পাবে।

৭. বিচার প্রক্রিয়ার সর্বস্তরে তার একান্ত গোপনীয়তার প্রতি পূর্ণ সম্মান দিতে হবে।

৩. শরিক রাষ্ট্রসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে ফৌজদারি আইন ভঙ্গকারী হিসেবে কথিত, অভিযুক্ত কিংবা চিহ্নিত শিশুদের ক্ষেত্রে

প্রযোজ্য আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনকে উৎসাহিত করবে এবং বিশেষভাবে-

ক. এমন একটি ন্যূনতম বয়ঃসীমা নির্ধারণ করবে, যার নিচের বয়সী শিশু ফৌজদারি আইন লঙ্ঘনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;

খ. এই ধরনের শিশুর বেলায় কখনো বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে অন্য কোনো উপযোগী এবং বাঞ্ছনীয় পদ্ধতি অবলম্বিত হলে অবশ্যই মানবাধিকার এবং আইনগত রক্ষাব্যবস্থার প্রতি পুরোপুরি মর্যাদা দিতে হবে।।

৪. শিশুর জন্য বিভিন্ন ধরনের বন্দোবস্ত, যেমন তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও তদারকি, উপদেশ প্রদান, শিক্ষাণবিশ, লালন-পালন; শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কর্মসূচি এবং প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধানের অন্যান্য বিকল্প লভ্য হতে হবে যাতে এ বিষয় নিশ্চিত হয় যে, শিশুর সঙ্গে কৃত আচরণরীতি তার কল্যাণের জন্য উপযোগী এবং তার পারিপার্শ্বিকতাও অপরাধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ধারা-৪১ : এই সনদের কিছুই সে সব বিধি-ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, যা শিশু অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর অনুকূল এবং যা রয়েছে-

ক. শরিক রাষ্ট্রের আইনে; কিংবা

খ. ঐ রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক আইনে।

পরিচ্ছেদ–২

ধারা-৪২ : শরিক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ এববং কার্যকর পন্থায় এই সনদের নীতিমালা ও বিধিব্যবস্থাসমূহকে বয়স্ক ও শিশুর প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে উদ্যোগী হবে।

ধারা-৪৩

১. এই সনদে বর্ণিত দায়দায়িত্বসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরীক্ষার্থে শিশু অধিকার বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে, যে কমিটি অতঃপর প্রদত্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করবে।

২. এই কমিটিতে থাকবে উচ্চ নৈতিক মানসম্পন্ন এবং এই সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রে স্বীকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন দশজন বিশেষজ্ঞ। শরিক রাষ্ট্রসমূহের নাগরিকদের মধ্য থেকে কমিটির সদস্য নির্বাচিত হবে এবং তারা ব্যক্তিগত যোগ্যতা বলে দায়িত্ব পালন করবে। এ ক্ষেত্রে সুষম ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব এবং মুখ্য আইনগত কাঠামোসমূহ বিবেচনায় নিতে হবে।

৩. শরিক রাষ্ট্রসমূহের মনোয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে গোপন ব্যালটে কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত হবেন। প্রতিটি শরিক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মধ্য থেকে একজনকেই মনোয়ন দেবে।

৪. কমিটির প্রারম্ভিক নির্বাচন এই সনদ কার্যকর হবার ছয় মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে এবং পরবর্তীতে প্রতি দ্বিতীয় বছরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক নির্বাচনের অন্তত চার মাস আগে জাতিসংঘের মহাসচিব শরিক রাষ্ট্রসমূহকে দুই মাসের মধ্যে তাদের মনোনয়ন পেশের আমন্ত্রণ

জানিয়ে পত্র দেবেন। এরপর মহাসচিব মনোনয়ন প্রাপ্ত ব্যক্তিরা কে কোন রাষ্ট্র কর্তৃক মনোনীত তার উল্লেখসহকারে উক্ত ব্যক্তিদের নামের বর্ণক্রমানুসারে একটি তালিকা তৈরি করে এই সনদের শরিক রাষ্ট্রসমূহের বরাবরে পেশ করবেন।

৫. নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জাতিসংঘ সদর দফতরে মহাসচিব আহুত শরিক রাষ্ট্রসমূহের বৈঠকে। এই বৈঠকে দুই-তৃতীয়াংশ শরিক রাষ্ট্রের উপস্থিতি কোরাম হিসেবে বিবেচিত হবে এবং কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁরাই নির্বাচিত হবেন, যাঁরা উপস্থিত ও ভোটদানকারী শরিক রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের সর্বাধিক ভোট এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করবেন।

৬. কমিটির সদস্যগণ চার বছর মেয়াদে নির্বাচিত হবেন। মনোনয়ন পেলে তারা পুনর্নির্বাচিত হবার যোগ্য বিবেচিত হবেন। প্রথমবারের নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যকার পাঁচ জন সদস্যের মেয়াদ প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর দুই বছরের শেষে উত্তীর্ণ হবে। পাঁচ জন সদস্যের নাম সভার সভাপতি কর্তৃক লটারির মাধ্যমে ঠিক হবে।

৭. কমিটির কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে, পদত্যাগ করলে কিংবা অন্য যে কোনো কারণে তিনি কমিটির দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করলে ঐ সদস্যের শূন্যপদে মনোনয়নদানকারী শরিক রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্য থেকে আরেক জন্য বিশেষজ্ঞ মনোনীত করবেন এবং তিনি কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বাদবাকি মেয়াদের জন্য

দায়িত্ব পালন করবেন।

৮. কমিটি তার নিজস্ব কার্যপ্রণালীবিধি প্রণয়ন করবে।

৯. কমিটি দুই বছর মেয়াদে তার কর্মকর্তাদের নির্বাচিত করবে।

১০. কমিটির বৈঠক সাধারণত জাতিসংঘ সদর দফতরে কিংবা কমিটি নির্ধারিত অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির সভা হবে সাধারণত বছরে একবার। কমিটির বৈঠকগুলোর স্থায়িত্ব নির্ধারণ এবং প্রয়োজনবোধে তা পুনর্বিবেচনা করা হবে এই সনদের শরিক রাষ্ট্রগুলোর বৈঠকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে।

১১. এই সনদে নির্ধারিত কমিটির ক্রিয়াকর্ম কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব প্রয়োজনীয় কর্মচারী এবং সুধিবাদীর বন্দোবস্ত করবেন।

১২. সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে এই সনদের আওতায় প্রতিষ্ঠিত কমিটির সদস্যগণ সাধারণ পরিষদ-নির্ধারিত শর্তানুযায়ী জাতিসংঘের সংস্থান থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণ করবেন।

ধারা-৪৪

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘ মহাসচিব মারফত কমিটির কাছের এই সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তাদের গ্রহীত ব্যবস্থা এবং সব অধিকার ভোগের বিষয়ে অগ্রগতির ব্যাপারে প্রতিবেদন পেশের অঙ্গীকার করছে-

ক. সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের এই সনদে অন্তর্ভুক্তি দুই বছরের মধ্যে;

খ. এরপর থেকে প্রতি পাঁচ বছরে।

২. এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রতিবেদনে এই সনদের আওতাধীন বাধ্যবাধকতাসমূহ পরিপূরণের ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান এবং অসুবিধার, যদি থাকে, উল্লেখ থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট দেশে সনদ বাস্তবায়ন সম্পর্কে কমিটিতে একটি ব্যাপক ধারণা দেওয়ার জন্য প্রতিবেদনে পর্যাপ্ত তথ্যে সন্নিবেশিতও থাকতে হবে।

৩. যে শরিক রাষ্ট্রসমূহ কমিটির নিকট ব্যাপক প্রাথমিক প্রতিবেদন পেশ করেছে, তাকে এই ধারার অনুচ্ছেদ-১(খ) অনুযায়ী পেশকৃত পরবর্তী প্রতিবেদনসমূহে পূর্বে প্রদত্ত মৌলিক তথ্যাদির পুনরুল্লেখ করতে হবে না।

৪. কমিটি শরিক রাষ্ট্রসমূহের নিকট সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আরো তথ্যের অনুরোধ জানাতে পারে।

৫. কমিটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মাধ্যমে সাধারণ পরিষদের নিকট প্রতি দু'বছরে তার কর্মতৎপরতার উপর প্রতিবেদন পেশ করবে।

৬. শরিক রাষ্ট্রসমূহ তাদের প্রতিবেদনসমূহ নিজ নিজ দেশের জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে অবহিত করার ব্যবস্থা নেবে।

ধারা-৪৫ : এই সনদের কার্যকর বাস্তবায়নকে উৎসাহিত করতে এবং এই সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করতে-

ক. এই সনদের সেই সব বিধিব্যবস্থা বাস্তবায়নের ব্যাপারে বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং জাতিসংঘের অপরাপর প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী হিসেবে বিবেচিত হবে, যে সকল বিধিব্যবস্থা উল্লিখিত সংগঠনসমূহের নিজস্ব দায়িত্বের আওতাভুক্ত।

এই সনদের সেসব বিষয় বাস্তবায়নের ব্যাপারে কমিটি প্রয়োজনবোধে বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং অন্যান্য উপযোগী সংস্থার কাছ থেকে বিশেষজ্ঞ-পরামর্শ আহ্বান করতে পারে, যে সকল ক্ষেত্রে ঐ সব সংস্থার নিজস্ব দায়িত্বের আওতাভুক্ত। বিশেষায়িত সনদের সেসব ক্ষেত্রে তহবিল এবং জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থার কাছ থেকে কমিটি এই সনদের সেসব ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের ওপর প্রতিবেদন দাখিলের আহ্বান জানাতে পারে, যেগুলো ঐ সব সংস্থার তৎপরতা আওতায় পড়ে।

খ. শরিক রাষ্ট্রগুলোর কোনো প্রতিবেদনে যদি কারিগরি পরামর্শ কিংবা সহায়তার জন্য কোনো অনুরোধ কিংবা প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ থাকে, তা হলে উক্ত অনুরোধ কিংবা চাহিদা সম্পর্কে কমিটি তার মন্তব্য এবং পরামর্শ (যদি থাকে) উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদনটি বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং অন্যান্য উপযুক্ত সংস্থার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

গ. কমিটি তার পক্ষ থেকে শিশু অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গসমূহ পর্যালোচনার জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ জানাতে সাধারণ পরিষদের কাছে সুপারিশ করতে পারে।

ঘ. বর্তমান সনদের ৪৪ এবং ৪৫ ধারার আওতায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কমিটি প্রস্তাবাবলি ও সাধারণ সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে পারে। এ ধরনের প্রস্তাব ও সাধারণ সুপারিশ সংশ্লিষ্ট শরিক রাষ্ট্রসমূহের কাছে পাঠানো হবে এবং শরিক রাষ্ট্রগুলোর তরফ থেকে কোনো মন্তব্য থাকলে তা সহ তারা সাধারণ পরিষদে সুপারিশ পেশ করা হবে।

পরিচ্ছেদ-৩

ধারা-৪৬ : এই সনদ সকল স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

ধারা-৪৭ : এই সনদ অনুমোদন সাপেক্ষ। অনুমোদনের দলিল জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জমা থাকবে।

ধারা-৪৮ : এই সনদের যে কোনো রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবার পথ খোলা থাকবে। এই অন্তর্ভূক্তির দলিলাদি জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জমা থাকবে।

ধারা-৪৯

১. জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে অনুমোদন বা অন্তর্ভুক্তি বিংশতিতম দলিল জমা হওয়ার পরবর্তী ত্রিশতম দিনে এই সনদ কার্যকর হবে।

২. অনুমোদন অথবা অন্তর্ভুক্তির বিংশতিতম দলিল জমা দেওয়ার পর সনদ অনুমোদন অথবা সনদে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্র ঐ রাষ্ট্র কর্তৃক তার অনুমোদন অথবা অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত দলিল জমা দেওয়ার পরবর্তী ত্রিশতম দিবসে এই সনদ কার্যকর হবে।

ধারা-৫০

১. যে কোনো শরিক রাষ্ট্র কোনো সংশোধনীর প্রস্তাব করতে পারবে এবং তা জাতিসংঘ মহাসচিবের নিকট পেশ করতে হবে। অতঃপর মহাসচিব প্রস্তাবিত সংশোধনী শরিক রাষ্ট্রসমূহকে অবহিত করবেন, সেই সঙ্গে প্রস্তাবের উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে শরিক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন অনুষ্ঠানে তারা পক্ষপাতী কিনা তা উল্লেখ করার

অনুরোধ জানাবেন। এই যোগাযোগের তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ শরিক রাষ্ট্র এ ধরনের সম্মেলনে পক্ষপাতী হলে মহাসচিব জাতিসংঘের আয়োজনে সম্মেলন আহ্বান করবেন। সম্মেলনে গরিষ্ঠসংখ্যক শরিক রাষ্ট্রের উপস্থিতি এবং ভোটের মাধ্যমে যে কোনো সংশোধনী গ্রহীত হলে তা অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদে পেশ করতে হবে।

২. এই ধারার অনুচ্ছেদ-১ মোতাবেক গ্রহীত কোনো সংশোধনী কার্যকর হবে যখন তা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠ শরিক রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত হবে।

৩. যখন কোনো সংশোধনী কার্যকর হবে, তা ঐ সকল শরিক রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতাধীন করবে, যারা তা গ্রহণ করছে। অন্যান্য শরিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই সনদের শর্তাবলি এবং তাদের দ্বারা গ্রহীত যে কোনো পূর্বতম সংশোধনী বাধ্যবাধকতাধীন হবে।

ধারা-৫১

১. অনুমোদন কিংবা অন্তর্ভুক্তির সময় রাষ্ট্রসমূহের উত্থাপিত আপত্তিকর বিষয়বস্তু জাতিসংঘ মহাসচিব গ্রহণ করবেন এবং তা সকল রাষ্ট্রকে অবহিত করবেন।

২. এই সনদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিহীন কোনো আপত্তি গ্রাহ্য করা হবে না।

৩. জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবরে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে যে কোনো সময় আপত্তি প্রত্যাহার করা যাবে। মহাসচিব

অত:পর তা সকল রাষ্ট্রকে জানাবেন। মহাসচিব যেদিন নোটিশটি পাবেন সেদিন থেকে তা কার্যকর হবে।

ধারা-৫২ : জাতিসংঘ মহাসচিবকে লিখিত নোটিশ প্রদানের কোনো শরিক রাষ্ট্র এই সনদ বর্জন করতে পারে। মহাসচিব কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছর পর এই বর্জন কার্যকর হবে।

ধারা-৫৩ : জাতিসংঘ মহাসচিব এই সনদের সংরক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-৫৪ : এই সনদের মূল কপি, যা আরবি, চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও স্পেনীয় সংস্করণ সমান মানসম্পন্ন, জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে সংরক্ষিত থাকবে।

প্রশ্নোত্তরে শিশু অধিকার সনদ

১. **শিশু অধিকার সনদ কবে গ্রহীত হয়?**

উত্তর : ২০ নভেম্বর ১৮৮৯।

২. **কোনো ফোরামে এ সনদ গ্রহীত হয়?**

উত্তর : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ।

৩. **শিশু অধিকার সনদকে সংক্ষেপে কি বলে?**

উত্তর : সি আর সি (CRC)

৪. **(CRC) পূর্ণরূপ কী?**

উত্তর : Convention on the right of the child.

৫. প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশগুলো মধ্যে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা?

উত্তর : বাংলাদেশ এই সনদে প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের অন্যতম।

৬. শিশু অধিকার সনদে মোট কতটি ধারা আছে?

উত্তর : ৫৪টি।

৭. শিশু অধিকার সনদ কবে, কোথায় কার্যকর হয়?

উত্তর : ২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০।

৮. কোন আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রথম শিশু অধিকার সম্পর্কে ঘোষণা গ্রহীত হয়?

উত্তর : জেনেভা ঘোষণা (১৯২৪ সালে)।

৯. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে কবে শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নের কথা বলা হয়?

উত্তর : ২০ নভেম্বর ১৯৫৯।

১০. শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী কত বছরের কম বয়সী প্রতিটি মানব সন্তানকে শিশু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে?

উত্তর : ১৮ বছরের কম বয়সী প্রতিটি মানব সন্তান।

১১. সিডও সনদ

সিডও (CEDAW) সনদ হচ্ছে নারী অধিকারের একটি দলিল। ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গ্রহীত হয় সিডও সনদ। এটি মূলত নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ বা কনভেনশন। সিডও'র পূর্ণরূপ হচ্ছে Convention on the Elimination of Forms of Discrimination Against Women সিডও (CEDAW) নামে পরিচিত। সিডও সনদ হলো নারীর সকল প্রকার মানবিক অধিকার সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক বিল।

উল্লেখ্য, সিডও সনদ কার্যকর হয় ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। এ কারণে প্রতিবছর ৩ সেপ্টেম্বর পালিত হয় সিডও সনদ দিবস।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে সিডও সনদ : সারা বিশ্বেই নারীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানসিকভাবে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নারীরা চরম বৈষম্যের শিকার। নারীর অধিকার সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তোলার জন্য এবং বৈষম্য দূর করার জন্য জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে বিশ্ব নারী বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। তারপর নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য আরো দীর্ঘমেয়াদী ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সেই প্রয়োজনীয়তা থেকে নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সিডও নামের এই সনদ গ্রহীত হওয়ার মধ্য দিয়ে নারীর সমধিকার লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সনদের মূল বক্তব্য : সিডও সনদের মূল বক্তব্য হলো নারী সমাজকে বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করা। এ সনদের উল্লেখযোগ্য দিক হলো–

* রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীর সমান অধিকার।
* পুরুষের পাশাপাশি নারীর শিক্ষার সমান সুযোগ।
* নিয়োগদান এবং বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যহীনতা।
* নারী বিবাহ এবং মাতৃত্বের ক্ষেত্রে চাকরির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান।
* পারিবারিক জীবনে নারীর পাশাপাশি পুরুষের সমান দায়িত্বের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিচ্ছেদ-১

ধারা-১ : এই কনভেনশনে, 'নারীর বৈষম্য' বলতে কি বুঝাবে পুরুষ নারী ভিত্তিতে যে কোনো পার্থক্য, বঞ্চনা অথবা বিধি নিষেধ যার মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক অথবা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে মৌলিক স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়া, তা ভোগ করা, অথবা বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষ পুরুষে ও নারীর সমতার ভিত্তিতে নারীর দ্বারা তার ব্যবহার বা চর্চা, ক্ষতিগ্রস্ত অথবা রদ করার মতো প্রভাব বা উদ্দেশ্য রয়েছে।

ধারা-২ : এই কনভেনশনে রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নারীর প্রতি সকল প্রকারের বৈষম্যের নিন্দা করে এবং উপযুক্ত সকল উপায় ও অবিলম্বে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের একটি নীতি

অনুসরণে সম্মত হয়। এই লক্ষ্যে তারা যা যা করবে বলে অঙ্গীকার করে তা হচ্ছে–

ক. পুরুষ ও নারীর সমতা নীতি তাদের জাতীয় সংবিধান অথবা অন্য কোনো উপযুক্ত আইনে ইতোমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত উপায়ে এই নীতির প্রকৃত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

খ. নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করে উপযুক্ত ক্ষেত্রে আইন মানতে বাধ্য করার ব্যবস্থাসহ যথোপযুক্ত আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ. পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে নারীর অধিকারসমূহের সুরক্ষা আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং উপযুক্ত জাতীয় আদালতে ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে কোনো বৈষম্য থেকে নারীকে রক্ষা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা;

ঘ. নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক যে কোনো কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হওয়া থেকে বিরত থাকা এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে এই দায়িত্ব অনুসারে কাজ করে তা নিশ্চিত করা;

ঙ. কোনো ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান যাতে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে না পারে তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

চ. প্রচলিত যেসব আইন বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে সেগুলো পরিবর্তন অথবা বাতিল করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ছ. যে সব জাতীয় দণ্ড বিধান নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে

সেগুলো বাতিল করা।

ধারা-৩ : পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারসমূহ প্রয়োগ ও ভোগে নারীকে নিশ্চয়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং নারীর পূর্ণ উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, রাষ্ট্রপক্ষসমূহ সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-৪

১. পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে সমতা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে, রাষ্ট্রপক্ষসমূহ কোনো অস্থায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা এই কনভেনশনে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী বৈষম্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। তবে এসব ব্যবস্থা গ্রহণ কোনোভাবেই অসম অথবা পৃথক মান বজায় রাখার ফল হিসেবে যুক্ত হবে না; সুযোগ ও আচরণের সমতার লক্ষ্য অর্জিত হলে এসব ব্যবস্থা রহিত করা হবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ মাতৃত্ব রক্ষার লক্ষ্যে এই কনভেনশনে বর্ণিত ব্যবস্থাসহ কোনো বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা বৈষম্যমূলক বলে বিবেচিত হবে না।

ধারা-৫ : রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নিচে যেসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে–

ক. পুরুষ ও নারীর মধ্যে কেউ উৎকৃষ্ট অথবা কেউ নিকৃষ্ট এই ধারণার ভিত্তিতে কিংবা পুরুষ ও নারীর চিরাচরিত ভূমিকার ভিত্তিতে যে সব কুসংস্কার, প্রথা ও অভ্যাস গড়ে উঠেছে সেগুলো দূর করার লক্ষ্যে পুরুষ ও নারীর

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচরণের ধরন পরিবর্তন করা;

খ. মাতৃত্বকে একটি সামাজিক কাজ হিসেবে যথাযথভাবে বিবেচনা এবং সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই মূল বিবেচ্য বিষয়-এ কথা স্মরণ রেখে সন্তান-সন্ততির লালন পালন ও উন্নয়ন এবং পুরুষ ও নারীর অভিন্ন দায়িত্বের স্বীকৃতির বিষয় যাতে পারিবারিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা নিশ্চিত করা।

ধারা-৭ : রাষ্ট্রপক্ষসমূহ দেশের রাজনৈতিক ও জনজীবনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশেষ করে পুরুষের সঙ্গে সমান শর্তে যে সব ক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করবে সেগুলো হচ্ছে-

ক. সকল নির্বাচন ও গণভোটে ভোটদান এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থাসমূহের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপযুক্ত নিবেচিত হওয়া;

খ. সরকারি নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে অংশ গ্রহণ এবং সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ও সরকারের সকল পর্যায়ে সরকারি কাজকর্ম সম্পাদন।

গ. দেশের জনজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা ও সমিতিসমূহের কাজে অংশগ্রহণ।

ধারা-৮ : রাষ্ট্রপক্ষসমূহ পুরুষের সঙ্গে সমান শর্ত এবং কোনো রকম বৈষম্য ছাড়াই নারীর জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজ নিজ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাজ কর্মে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-৯

১. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ জাতীয়তা অর্জন, পরিবর্তন অথবা তা বজায় রাখতে নারীকে পুরুষের মতই সমান অধিকার প্রদান করবে। রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে নিশ্চিত করবে যে, একজন বিদেশীর সঙ্গে বিবাহ অথবা বিবাহ চলাকালে স্বামীর জাতীয়তা পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে স্ত্রীর জাতীয়তা পরিবর্তিত হবে না, তাঁকে জাতীয়তাহীন করবে না অথবা স্বামীর জাতীয়তা গ্রহণে তাঁকে বাধ্য করা হবে না।

২. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নারীকে তাঁর সন্তান-সন্ততির জাতীয়তার ক্ষেত্রে পুরুষের মতোই সমান অধিকার প্রদান করবে।

পরিচ্ছেদ-৩

ধারা-১০ : শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য, বিশেষ করে পুরুষ নারীর সমতার ভিত্তিতে যেসব বিষয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেগুলো হচ্ছে–

ক. কর্মজীবন ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা, পল্লী ও শহরাঞ্চলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ ও ডিপ্লোমা লাভের সুযোগের জন্য একই শর্তাবলি; স্কুল-পূর্ব, সাধারণ, কারিগর পেশাগত ও উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা, সেই সাথে সকল ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে এই সমতা নিশ্চিত করা।

খ. সহশিক্ষা এবং পুরুষ ও নারী ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণা দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক অন্য ধরনের

শিক্ষা উৎসাহিত করার মাধ্যমে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয় কর্মসূচি সংশোধন এবং উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে এবং সকল ধরনের শিক্ষায় পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত যে কোনো ধারণা দূরীকরণঃ

গ. বৃত্তি এবং অন্যান্য শিক্ষা মঞ্জুরী লাভবান হওয়ার একই সুযোগ প্রদান;

ঘ. বয়স্ক ও কর্মমূলক শিক্ষা কর্মসূচিসহ শিক্ষা অব্যাহত রাখার কর্মসূচি বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান যে কোনো দূরত্ব স্বল্পতম সম্ভব সময়ের মধ্যে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রণীত কর্মসূচিসমূহে সুযোগ লাভের একই সুবিধা প্রদান;

ঙ. ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানো এবং যে সব বালিকা ও মহিলা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন তাদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন;

চ. খেলাধূলা ও শারীরিক শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য একই সুযোগ প্রদান;

ছ. পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও পরামর্শ নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি ।

ধারা-১১

১. পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে তাদের একই অধিকার, বিশেষ করে নিম্নে বর্ণিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্য সর্বপ্রকার নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে শরিক রাষ্ট্রসমূহ

নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে–

ক. সকল মানুষের মৌলিক কর্মসংস্থানের অধিকার;

খ. কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে একই বাছাই মান প্রয়োগসহ একই নিয়োগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার;

গ. পেশা ও চাকরি স্বাধীনভাবে বেছে নেয়ার অধিকার; পদোন্নতি, চাকরির নিরাপত্তা এবং চাকরির সকল সুবিধা ও শর্ত ভোগ করার অধিকার এবং শিক্ষানবীস হিসেবে প্রশিক্ষণ, উচ্চতর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, পুনঃপ্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার;

ঘ. বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধাসহ সমান পারিশ্রমিক, একই মানের কাজের ক্ষেত্রে একই আচরণ, সেই সাথে কাজের মান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমান আচরণ পাওয়ার অধিকার;

ঙ. বিশেষ করে অবসর গ্রহণ, বেকারত্ব, অসুস্থতা, অক্ষমতা ও বার্ধক্য এবং কাজ করার অন্যান্য অক্ষমতার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার এবং সেই সাথে সবেতন ছুটি ভোগের অধিকার;

চ. সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়া নিরাপদ রাখাসহ স্বাস্থ্য রক্ষা এবং কাজের পরিবেশ নিরাপত্তার অধিকার।

২. বিবাহ অথবা মাতৃত্বের কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং তাঁদের কাজ করার কার্যকর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যে সকল বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেগুলো হচ্ছে–

ক. গর্ভধারণ অথবা মাতৃত্ব সংক্রান্ত ছুটির কারণে বরখাস্ত এবং বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা;

খ. বেতনসহ ছুটি অথবা পূর্বেকার চাকরি জ্যেষ্ঠতা অথবা সামাজিক ভাতাদি না হারিয়ে তুলনাযোগ্য সামাজিক সুবিধাসহ মাতৃত্ব সংক্রান্ত ছুটি প্রবর্তন করা;

গ. বিশেষ করে একটি শিশু পরিচর্যা সুবিধা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের মাধ্যমে পিতা মাতাদেরকে তাদের কাজের দায়িত্বের সঙ্গে পারিবারিক দায়িত্ব সংযুক্ত করে নাগরিক জীবনে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়ক সামাজিক সার্ভিসের ব্যবস্থা উৎসাহিত করা;

৩. এই ধারায় বর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে রক্ষামূলক আইন, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের আলোকে সময় সময় পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনমত সংশোধন, বাতিল অথবা সম্প্রসারণ করা হবে।

ধারা-১২

১. পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত সার্ভিসসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যামূলক সার্ভিস পাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরিক রাষ্ট্রসমূহ স্বাস্থ্য সেবা ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. একই ধারার অনুচ্ছেদ ১-এর বিধান ছাড়াও রাষ্ট্রপক্ষসমূহ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে সার্ভিস প্রদান করে সেই

সাথে গর্ভাবস্থায় ও শিশুকে মায়ের দুগ্ধদান চলাকালে পর্যাপ্ত পুষ্টির ব্যবস্থা করে গর্ভকাল, সন্তান জন্মদানের ঠিক আগে এবং সন্তান জন্মদানের পরে মহিলাদের উপযুক্ত সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করবে।

ধারা-১৩ : রাষ্টপক্ষসমূহ পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে একই অধিকার, বিশেষ করে নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে,

ক. পারিবারিক কল্যাণের অধিকার;

খ. ব্যাংক ঋণ, বন্ধক ও অন্যান্য আর্থিক ঋণ গ্রহণের অধিকার;

গ. বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল বিষয়ে অংশগ্রহণের অধিকার।

ধারা-১৪

১. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ পল্লী এলাকার মহিলারা যেসব বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো এবং দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের যেসব কাজ উপার্জন হিসেবে গণ্য করা হয় না যেসব কাজ এবং পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ যেসব ভূমিকা পালন করেন সেগুলো বিবেচনা করবে এবং পল্লী এলাকার নারীদের জন্য এই সনদের বিধান প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ, পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও তা থেকে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, পল্লী এলাকায় নারীর প্রতি

বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশেষ করে এসব নারীর জন্য নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করবে–

ক. সকল পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করা;

খ. পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য, পরামর্শ ও সেবা লাভসহ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা লাভের সুযোগ পাওয়া;

গ. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে সরাসরি লাভবান হওয়া;

ঘ. উপযোগী শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণসহ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল ধরনের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা এবং সেই সাথে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, তাদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল সামাজিক ও সম্প্রসারণ সার্ভিসের সুবিধা লাভ করা;

ঙ. কর্মসংস্থান অথবা স্বকর্ম সংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধাদি লাভের সমান সুযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্বসাহায্য গ্রুপ ও সমবায় সংগঠিত করা;

চ. কৃষি ঋণ ও অন্যান্য ঋণ, বাজারজাতকরণ সুবিধা ও উপযুক্ত লাভের সুযোগ পাওয়া এবং ভূমি ও কৃষি সংস্কার ও সেই সাথে ভূমি পুনর্বন্টন স্কীমের ক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভ করা;

জ. বিশেষ করে গৃহায়ন, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুবিধা ভোগ করা।

পরিচ্ছেদ-৪

ধারা-১৫

১. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ আইনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষকে সমকক্ষ হিসেবে বিবেচনা করবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ বিভিন্ন নাগরিক বিষয়ে নারীকে পুরুষের বৈধ ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করবে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একই সুযোগ দেবে। বিশেষ করে রাষ্ট্রসমূহ নারীকে চুক্তি সম্পাদনে ও সম্পত্তি দেখা শোনার অধিকার দেবে এবং আদালত ও ট্রাইব্যুনালে কার্যক্রমের সকল স্তরে তাদের সঙ্গে সমান আচরণ করবে।

৩. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নারীর বৈধ ক্ষমতা সংকুচিত করার লক্ষ্যে প্রণীত আইন ভিত্তিক সকল চুক্তি ও যে কোনো ধরনের ব্যক্তিগত দলিল বাতিল করবে।

৪. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ সকল নাগরিকের চলাচল এবং আবাসস্থল ও বসতি স্থাপন বেছে নেয়ার ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আইনের ক্ষেত্রে পুরুষ নারীকে সমান অধিকার দেবে।

ধারা-১৬

১. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে বিশেষ করে যেসব বিষয় নিশ্চিত করবে সেগুলো হচ্ছে–

ক. বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য একই অধিকার;

খ. স্বাধীনভাবে স্বামী/স্ত্রী হিসেবে সঙ্গী বেছে নেয়ার এবং তাঁদের স্বাধীন ও পূর্ণ সম্মতিতে বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য একই অধিকার;

গ. বিবাহ এবং এর বিচ্ছেদকালে একই অধিকার ও দায়িত্ব;

ঘ. তাঁদের বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে, তাদের সন্তান-সন্ততির বিষয়ে, পিতামাতা হিসেবে একই অধিকার ও দায়িত্ব; সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়;

ঙ. তাদের সন্তান সংখ্যা কত হবে ও সন্তান জন্মদানে কতটা বিরতি দেয়া হবে সে বিষয়ে স্বাধীনভাবেও দায়িত্বের সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিভিন্ন অধিকার;

চ. অভিভাবকত্ব, প্রতিপালক, ট্রাস্টিশীপ ও পোষ্যসন্তান গ্রহণ অথবা অনুরূপ ক্ষেত্রে, সেখানে জাতীয় আইনে এসব ধারণা বিরাজমান, একই অধিকার ও দায়িত্ব; সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ;

ছ. পারিবারিক নাম, পেশা অথবা বৃত্তি পছন্দের অধিকারসহ স্বামী অথবা স্ত্রী হিসেবে সমান অধিকার;

জ. বিনামূল্যে অথবা মূল্যের বিনিময়ে সম্পত্তির মালিকানা, তা অর্জন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ভোগসহ ও নিষ্পত্তির ব্যাপারে স্বামী স্ত্রী উভয়ের একই অধিকার।

২. শিশুকালে বাগদান ও শিশু বিবাহের কোনো আইনগত কার্যকারিতা থাকবে না এবং বিবাহের একটি সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ ও সরকারি রেজিস্ট্রিতে বিবাহ রেজিস্ট্রিভুক্ত করা বাধ্যকতামূলক করার জন্য আইন প্রণয়নসহ প্রয়োজনী সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরিচ্ছেদ-৫

ধারা-১৭

১. এই কনভেনশনের বাস্তবায়নে অর্জিত অগ্রগতি বিবেচনার জন্য, কনভেনশন কার্যকর হতে শুরু হওয়ার সময় নৈতিক প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন এবং কনভেনশনে বর্ণিত ক্ষেত্রে বর্ণিত ক্ষেত্রে দক্ষতাসম্পন্ন ১৮ জন এবং শরিক পঁয়ত্রিশতম রাষ্ট্রকৃত কনভেনশন অনুমোদিত অথবা সমর্থিত একটি কমিটি (এর পর কমিটি নামে অভিহিত) গঠন করা হবে। রাষ্ট্রপক্ষসমূহ তাদের নাগরিকদের মধ্য থেকে বিশেষজ্ঞ নির্বাচন করবে, যারা ব্যক্তি যোগ্যতায় কাজ করবেন এবং তাদের নির্বাচনের সময় ন্যায্য ভৌগোলিক এলাকা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ও বিভিন্ন পর্যায়ের সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব এবং সেই সাথে মূল আইনগত পদ্ধতিসমূহ বিবেচনা করা হবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকা থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হবে। প্রতিটি রাষ্ট্রপক্ষ তার নাগরিকদের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করতে পারবে।

৩. এই কনভেনশন কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে ছয় মাস পর প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি নির্বাচনের তারিখের অন্তত; তিন মাস আগে জাতিসংঘ মহাসচিব দুই মাসের মধ্যে মনোনয়ন পেশ করার আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপক্ষসমূহের কাছে পত্র দেবেন। মহাসচিব, মনোনীত ব্যক্তিদের নামের আদ্যক্ষরের ক্রমানুসারে একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন যাতে এসব প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদানকারী

রাষ্ট্রসমূহের নাম উল্লেখ থাকবে এবং এই তালিকা তিনি রাষ্ট্রপক্ষসমূহের কাছে পাঠাবেন।

৪. মহাসচিব কর্তৃক জাতিসংঘ সদর দপ্তর আহূত রাষ্ট্রপক্ষসমূহের এক বৈঠকে কমিটির সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ঐ বৈঠকে কমিটির জন্য নির্বাচিত সদস্য হবেন তারাই, যারা চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের উপস্থিত প্রতিনিধিদের সর্বাধিক সংখ্যক ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাবেন। বৈঠকের কোরাম গঠনের জন্য কনভেনশনে রাষ্ট্রপক্ষসমূহের দুই-তৃতীয়াংশের প্রতিনিধির উপস্থিতির প্রয়োজন রয়েছে।

৫. কমিটির সদস্যরা চার বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন। অবশ্য প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে নয় জনের মেয়াদ দুই বছর পর শেষ হয়ে যাবে; প্রথম নির্বাচনের পরপরই কমিটির চেয়ারম্যান লটারীর মাধ্যমে এই নয় জন সদস্যদের নাম বাছাই করবেন।

৬. পঁয়ত্রিশতম অনুমোদন অথবা সমর্থনের পর এই ধারার ২, ৩ ও ৪ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে কমিটির অতিরিক্ত পাঁচজন সদস্যের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এভাবে নির্বাচিত অতিরিক্ত সদস্যদের মধ্যে দুই জনের মেয়াদ দুই বছর পর শেষ হবে। কমিটির চেয়ারম্যান লটারীর মধ্যে দুই জন সদস্যের নাম বাছাই করবেন।

৭. অনিয়মিত শূন্যতা পূরণের জন্য যে রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করার থেকে বিরত রয়েছেন, সেই রাষ্ট্র, কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে, তার

নাগরিকদের মধ্য থেকে পরিষদের অনুমোদন নিয়ে জাতিসংঘের তহবিল থেকে বেতন বা ভাতা গ্রহণ করবেন।

ধারা-১৮

১. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ এই কনভেনশনের বিধানসমূহ কার্যকর করতে আইনগত, বিচার বিভাগীয়, প্রশাসনিক ও অন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে এবং এ ব্যাপারে অর্জিত অগ্রগতির বিষয়ে একটি রিপোর্ট কমিটির বিবেচনার জন্য মহাসচিবের কাছে পেশ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এবং তা পেশ করা হবে;
   ক. কনভেনশনে সংশ্লিষ্ট অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এক বছরের মধ্যে; এবং
   খ. তারপর প্রতি চার বছর অন্তর এবং কমিটি যখনই অনুরোধ করবে, সেই সময়।

২. রিপোর্টে এই কনভেনশনের অধীনে প্রত্যাশিত মাত্রায় দায়িত্ব পূরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয়াদি ও অসুবিধাসমূহের উল্লেখ থাকতে পারে।

ধারা-১৯

১. কমিটি নিজেই তার কার্যপ্রণালী বিধি প্রণয়ন করবে।

২. কমিটি দুই বছর মেয়াদের জন্য তার কর্মকর্তা নির্বাচন করবে।

ধারা-২০

১. কমিটি এই কনভেনশনের ১৮ ধারা অনুসারে পেশকৃত রিপোর্টসমূহ বিবেচনার জন্য সাধারণত বছরে একবার অনধিক দুই সপ্তাহের জন্য বৈঠকে মিলিত হবে।

২. কমিটির বৈঠকসমূহ সাধারণত জাতিসংঘ দপ্তরে অথবা কমিটি নির্ধারিত অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা-২১

১. কমিটি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মাধ্যমে প্রতি বছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের কাছে তার কার্যক্রম সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করবে এবং রাষ্ট্রপক্ষসমূহের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্ট ও তথ্য পরীক্ষার ভিত্তিতে পরামর্শ ও সাধারণ সুপারিশ এবং সেই সাথে রাষ্ট্রপক্ষসমূহের কোনো মন্তব্য থাকলে, তা কমিটির রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২. মহাসচিব নারীর অবস্থান সম্পর্কিত কমিশনের অবগতির জন্য কমিটির রিপোর্ট তার পাছে পাঠাবেন।

ধারা-২২ : এ কনভেনশনের যেসব বিধান বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের কর্মপরিধির আওতায় পরে, সেগুলোর বাস্তবায়ন বিবেচনার ক্ষেত্রে তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। যেসব ক্ষেত্রে কনভেনশনের বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের কর্মপরিধির আওতায় পড়ে, সেগুলো সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহকে রিপোর্ট করার জন্য আহ্বান জানাতে পারে।

পরিচ্ছেদ-৬

ধারা-২৩ : এই কনভেনশনের কোনো কিছুই পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা অর্জনের লক্ষ্যে অধিক উপযোগ্য এমন কোনো বিধানের জন্য অন্তরায় সৃষ্টি করবে না, যে বিধান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে;

ক. শরীক একটি দেশের আইনে অথবা

খ. ঐ দেশের জন্য কার্যকর অন্য যে কোনো আন্তর্জাতিক সনদ, চুক্তি অথবা সমঝোতায় ।

ধারা-২৪ : রাষ্ট্রপক্ষসমূহ, এই কনভেনশনে স্বীকৃত অধিকারসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়ন অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ।

ধারা-২৫

১. এই কনভেনশন সকল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরের জন্য খোলা থাকবে ।

২. জাতিসংঘ মহাসচিব এই কনভেনশনের রক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন ।

৩. এই কনভেনশন অনুমোদন সাপেক্ষ । অনুমোদনের দলিলপত্রাদি জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জমা রাখা হবে ।

৪. এই চুক্তি সকল রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থনের জন্য খোলা থাকবে । জাতিসংঘে মহাসচিবের কাছে সমর্থনের একটি দলিল জমা দেয়ার মাধ্যমে সমর্থন কার্যকর হবে ।

ধারা-২৬

১. যে কোনো রাষ্ট্রপক্ষ যে কোনো সময় জাতিসংঘ মহাসচিব সম্বোধন করে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে বর্তমান কনভেনশন সংশোধনের অনুরোধ জানাতে পারবে ।

২. এ ধরনের অনুরোধের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হবে কি না জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ।

ধারা-২৭

১. অনুমোদন অথবা সমর্থনের ২০তম দলিল জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জমা দেওয়ার তারিখের পর ত্রিশতম দিন থেকে এই কনভেনশন কার্যকর হওয়া শুরু হবে।

২. অনুমোদন অথবা সমর্থনের ২০তম দলিল জমা দেয়ার পর এই কনভেনশন অনুমোদন অথবা সমর্থনকারী প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে স্ব স্ব অনুমোদন অথবা সমর্থনের নিজস্ব দলিল জমা দেয়ার তারিখের পর ত্রিশতম দিন থেকে কনভেনশনটি সংশ্লিষ্ট দেশের জন্য কার্যকর হবে।

ধারা-২৮

১. জাতিসংঘ মহাসচিব অনুমোদন অথবা সামর্থনের সময় রাষ্ট্রসমূহ যেসব মতামত প্রদান করবে তা গ্রহণ করবেন এবং সকল রাষ্ট্রের মধ্যে তা বিতরণ করবেন।

২. বর্তমান কনভেনশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিরোধী বক্তব্য দানের অনুমতি দেয়া হবে না।

৩. প্রদত্ত মতামত জাতিসংঘ মহাসচিবকে সম্বোধন করে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে যে কোনো সময় প্রত্যাহার করা যেতে পারে এবং মহাসচিব তখন রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে অবহিত করবেন। এ ধরনের নোটিশ যেদিন গ্রহণ করা হবে, সেদিন থেকে তা গণ্য হবে।

ধারা-২৯

১. এই কনভেনশনের ব্যাখ্যা অথবা প্রয়োগের ব্যাপারে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রপক্ষের মধ্যে কোনো মতবিরোধ

আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা না গেলে একজনের অনুরোধে বিষয়টি সালিশির জন্য পেশ করা হবে। সালিশির জন্য অনুরোধ জানানোর তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের যে কোনো একটি রাষ্ট্র আদালতের বিধি অনুসারে অনুরোধের মাধ্যমে মতবিরোধের বিষয়টি ন্যায়বিচার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আদালতে পেশ করতে পারবে।

২. প্রতিটি রাষ্ট্রপক্ষ এই কনভেনশন স্বাক্ষর, অনুমোদন অথবা সমর্থন করার সময় ঘোষণা করতে পারবে যে, সে এই ধারার ১ অনুচ্ছেদ দ্বারা আবদ্ধ বলে বিবেচনা করে না। এই মর্মে মত প্রদানকারী কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে কনভেনশনে শরিক অপর রাষ্ট্রসমূহ ঐ অনুচ্ছেদ দ্বারা আবদ্ধ হবে না।

৩. কোনো রাষ্ট্রপক্ষ এই ধারার ২ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো মতামত প্রদান করলে যে কোনো সময় সেই মতামত জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে নোটিশ দানের মাধ্যমে প্রত্যাহার করতে পারবে ।

ধারা-৩০ : এই কনভেনশন, যার আরবী, চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও স্পেনীয় সংস্করণ সমানভাবে গ্রহণযোগ্য, জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জমা রাখা হবে।

এই দলিলে যা কিছু লেখা আছে, তা প্রত্যয়নপূর্বক যথাযথভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত হয়ে নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে।

প্রশ্নোত্তরে সিডও সনদ

১. CEDAW (সিডও) এর পূর্নরূপ কী?

উত্তর : Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women.

২. সিডও মূলত কী?

উত্তর : নারীর সকল প্রকার মানবিক অধিকার সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক সনদ বা বিল।

৩. সিডও সনদ কবে, কোথায় গ্রহীত হয়?

উত্তর : ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে; জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে।

৪. কবে সিডও সনদ কার্যকর হয়?

উত্তর : ৩ সেপ্টেম্বর. ১৯৮১।

৫. সিডও সনদে মোট কতটি ধারা রয়েছে?

উত্তর : ৩০টি।

৬. আন্তর্জাতিক সিডও কমিটি কত সদস্য বিশিষ্ট?

উত্তর : ২৩ সদস্য।

৭. এ পর্যন্ত সিডও সনদ অনুমোদন করেছে কতটি দেশ?

উত্তর : ১৭৭টি।

৮. বাংলাদেশ কবে সিডও সনদ অনুমোদন করে?

উত্তর : -৬ নভেম্বর, ১৯৮৪।

৯. জাতিসংঘে সিডও কমিটির বাংলাদেশী সদস্য কে?

উত্তর : সালমা খান। তিনি ২৯ আগস্ট, ২০০২ সিডও কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

১০. জাতিসংঘ সিডও কমিটির এশীয় সদস্য কে, তিনি কোন দেশের নাগরিক?

উত্তর : সালমা খান, বাংলাদেশ।

১১. বাংলাদেশে শরিয়া আইনভিত্তিক মুসলিম পারিবারিক আইন পরিবর্তন করা হয় কবে?

উত্তর : ১৯৬১ সালে।

১২. সিডও সনদের ধারা ১৬-এর ১ এর গ উপধারার বক্তব্য কী?

উত্তর : বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর সমান অধিকার ও দায়িত্ব থাকবে।

১৩. প্রতিবছর কত তারিখে সিডও দিবস পালিত হয়?

উত্তর : ৩ সেপ্টেম্বর।

১৪. সিডও সনদের সংরক্ষকের দায়িত্ব কার?

উত্তর : জাতিসংঘ মহাসচিবের।

১৫. সিডও সনদের মূল বক্তব্য কী?

উত্তর : রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীর সমান অধিকার, পুরুষের পাশাপাশি নারীর শিক্ষার সমান সুযোগ, নিয়োগদান এবং বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্যহীনতা, নারীর বিবাহ এবং মাতৃত্বের ক্ষেত্রে চাকরির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান। পারিবারিক জীবনে নারীর পাশাপাশি পুরুষের সমান দায়িত্বের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

১২. জেনেভা কনভেনশনের আলোকে যুদ্ধবন্দীদের অধিকার

১৯৪৯ সালের প্রথম জেনেভা কনভেনশন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও পীড়িতদের সংরক্ষণ (The first Geneva Convention of 1949 and the Protection of the Wounded and sick in the Battle Field). ১৯৪৯ সালের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের যুদ্ধের সময় আহত-পীড়িত ও রুগ্নদের সেবা সম্পর্কিত কতকগুলো বিধান গৃহীত হয়েছে। সেগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. **সংরক্ষণ, চিকিৎসা ও যত্ন [অনুচ্ছেদ-১২] :** যুদ্ধচলাকালে আহত ও অসুস্থ ব্যক্তিগণ যে কোনো পক্ষের অধীনেই থাকুক তারা সদয় আচরণ ও যত্ন পাবার অধিকারী। জরুরি চিকিৎসার কারণে প্রয়োজনে তাদেরকে স্থানান্তরিত করা যাবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে তাদের সুচিকিৎসার বিধান করতে হবে। এই অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে তাদের জীবনের প্রতি ও তাদের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের প্রতি আক্রমণ নিষিদ্ধ করেছে এবং বিশেষভাবে তাদেরকে হত্যা বা নির্মূল করা, নির্যাতন বা জীববৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যবহার করা যাবে না অথবা স্বেচ্ছায় ও সেবায় তাড়িয়ে দেয়া যাবে না এবং তাদের মধ্যে কোনো রোগ সংক্রান্ত করা যাবে না।

২. **তল্লাশী, সংগ্রহ তথ্য প্রেরণ [অনুচ্ছেদ-১৫] :** আহত ও অসুস্থ ব্যক্তিরা কোথায় পড়ে থাকে তাদেরকে তল্লাশী ও সংগ্রহ করার জন্য সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নিতে যুদ্ধমান পক্ষদেরকে বিশেষভাবে অঙ্গীকার করার জন্য বলা হয়েছে। আহত, অসুস্থ বা মৃত ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায় এমন যে কোনো উপায়ে যথাসম্ভব করতে হবে এবং জাতীয় তথ্য ব্যুরোতে তা প্রেরণ করতে হবে এ ব্যুরো তথ্য বা উপাদান সেনস্ট্রল প্রিজনারস অব ওয়ার এজেন্সির মধ্যস্থতায় সেই পক্ষের নিকট প্রেরণ করবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে পক্ষের অধীনে আছে (অনুচ্ছেদ-১৬)। তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১২৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্র থেকে উক্ত Agency গঠিত হতে হলে বাস্তবে আই.সি.আর.সি এর সেন্ট্রাল ট্রেনিং এজেন্সি এই দায়িত্ব পালন করে (জেনেভায় অবস্থিত)।

৩. **শেষ ইচ্ছা, বক্তব্য, শেষ কৃত্যানুষ্ঠান [অনুচ্ছেদ ১৫-১৭] :** মৃত ব্যক্তিকে তল্লাশী ও সনাক্তকরণের জন্য সম্ভব সকল পদক্ষেপ যুদ্ধমান পক্ষ অবশ্যই নিবে। তাদের সর্বশেষ ইচ্ছা এবং তাদের অন্তর্নিহিত ও আবেগপূর্ণ অন্যান্য বক্তব্যও অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। তাদের সম্মানজনক শেষ কৃত্যের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। যুদ্ধের প্রারম্ভেই পক্ষদেরকে অবশ্যই Official Graves

Registration Service-এর ব্যবস্থা করতে হবে [অনুচ্ছেদ-১৭] এরা কবর রেজিস্ট্রেশন, দেখাশোনা এবং সনাক্তকরণের দায়িত্ব পালন করবে এবং নিজ দেশে সম্ভাব্য স্থানান্তরের বিষয়টিও দেখবে।

৪. **ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেবা [অনুচ্ছেদ-১৮] :** সরকারি পদক্ষেপ ছাড়াও ব্যক্তি বিশেষ আহত, রুগ্ন ব্যক্তির সেবার আয়োজন করতে পারে এবং এজন্য নিজ গৃহেও নিয়ে যেতে পারে ১৮৬৪ সালের কনভেনশনে বলা হয়েছে কোনো পক্ষই ঐ সকল কাজের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করতে পারবে না; বরং এগুলোকে উৎসাহিত করবে প্রথম কনভেনশন এর ১৮ অনুচ্ছেদ জনগণের সে ভূমিকাকে পুনঃনিশ্চিত করেছে।

৫. **শত্রুমিত্র নির্বিশেষে চিকিৎসার অগ্রাধিকার :** আহত এবং রুগ্নদের বিশ্রাম ও সেবার প্রাথমিক দায়িত্ব সামরিক মেডিক্যাল সার্ভিসের শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকল যুদ্ধাহত ব্যক্তির সেবা ও মানবিক সহায়তা প্রদান করা তাদের কর্তব্য। শত্রু, মিত্র বিবেচনা ব্যতিরেকে জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে চিকিৎসায় অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। মিলিটারী মেডিক্যাল সার্ভিস ও ভ্রাম্যমান মেডিক্যাল ইউনিট এই দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৬. **মেডিক্যাল সার্ভিস, সংরক্ষণ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন [অনুচ্ছেদ-২৪, ২৮]** : স্থায়ী মেডিক্যাল এবং মিলিটারী মেডিক্যাল সার্ভিসের প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গের ভোক্তার নাম, বেয়ারার প্রভৃতি এং সশস্ত্র বাহিনীর সাথে যুক্ত পুরোহিতের প্রতি যে কোনো পরিস্থিতিতে বা অবস্থাধীনে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদেরকে সংরক্ষণ করতে হবে। ২৮ অনুচ্ছেদে বলা আছে যখন তারা শত্রুর হাতে পড়বে তখন তাদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না।

৭. **চিকিৎসায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সংরক্ষণ ও নিয়োজিতকরণ [অনুচ্ছেদ-২৫,২৯]** : চিকিৎসা কার্যে নিযুক্ত কোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারীর প্রতি একইভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও সংরক্ষণ করতে হবে যদি কর্তব্যরত অবস্থায় শত্রুর হস্তগত হয় ২৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে, এরা যুদ্ধবন্দী হবে– তবে তাদেরকে চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে।

৮. **রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্টের সদস্য সংরক্ষণ [অনুচ্ছেদ-২৬]** : যুদ্ধমান পক্ষসমূহের জাতীয় রেডক্রস বা রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সদস্য যারা ২৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনুরূপ কাজে নিয়োজিত তারা উক্ত ২৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংরক্ষণ পাবে।

৯. **নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সেবা ও চিকিৎসা সোসাইটির প্রবেশ [অনুচ্ছেদ-২৭]** : নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্বীকৃত কোনো

সোসাইটি যদি যুদ্ধমান কোনো পক্ষকে চিকিৎসা সহায়তা দেয়ার জন্য মেডিক্যাল পারসোনাল ও ইউনিট দিতে চায় তাহলে নিজ দেশের সরকার ও যে পক্ষকে দিতে চায় তাদের পূর্ব সম্মতি লাগবে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্র তার সম্মতির কথা বিরোধী পক্ষকেই অবশ্যই জানাবে।

প্রশ্নোত্তরে জেনেভা কনভেনশন

১. **জেনেভা কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয় কবে?**
উত্তর : ১২ আগস্ট, ১৯৪৯ সালে।

২. **জেনেভা কনভেনশন এর লক্ষ্য কী?**
উত্তর : যুদ্ধাহত এবং যুদ্ধবন্দীদের ন্যায়বিচারের জন্য আচরণ বিধি তৈরি করা।

৩. **জেনেভা কনভেনশনে অংশগ্রহণকারী দেশ কয়টি?**
উত্তর : ৫৮টি দেশ।

৪. **জেনেভা কনভেনশনের কতটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত?**
উত্তর : ৪টি।

৫. **জেনেভা কনভেনশন কোথায় স্বাক্ষরিত?**
উত্তর : সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।

১৩. মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র

ভূমিকা : ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সার্বজনীন মানবাধিকারের মহান ঘোষণাপত্র গ্রহণ ও জারি করে। সার্বজনীন ঘোষণা পত্র মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের দলিল। মানব সভ্যতা রক্ষা অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে এই সনদে। জাতিসংঘের অঙ্গিভূত রাষ্ট্রগুলো এই ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেছে এবং ফলশ্রুতিতে ঘোষণাপত্রে বিধৃত সকল অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন রাষ্ট্র আইনগত বাধ্য। বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রপরিচালনার মৌলিক নীতিমালা এবং মৌলিক অধিকারসমূহ অধ্যায়ে উক্ত ঘোষণাপত্রের অধিকাংশ ঘোষণা অঙ্গীভূত হয়েছে।

এহেন গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাপত্র এ যাবৎ সারা বিশ্বে ২০০টির অধিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

মুখবন্ধ : যেহেতু মানব পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা ও সম অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহের স্বীকৃত বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও শান্তির ভিত্তি।

যেহেতু মানবিক অধিকারসমূহের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা মানব জাতির বিবেকের পক্ষে অপমানজনক বর্বরোচিত কার্যকলাপে পরিণতি লাভ করেছে এবং সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে এমন একটি পৃথিবীর সূচনা ঘোষিত হয়েছে যেখানে মানুষ বাক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা

এবং ভয় ও অভাব থেকে নিষ্কৃতি ভোগ করবে; যেহেতু চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে মানুষকে অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে বাধ্য করে না হলে মানবিক অধিকারসমূহ অবশ্যই শাসনের দ্বারা সংরক্ষিত করা উচিত, যেহেতু জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের সহায়তা করা আবশ্যক; যেহেতু জাতিসংঘভুক্ত জনগণ সনদের মাধ্যমে মৌল মানবিক অধিকারসমূহ, মানুষের মর্যাদা ও মূল্য এবং নারী ও পুরুষের সমঅধিকারের প্রতি আস্থা পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং সামাজিক অগ্রগতি ও ব্যাপকতার স্বাধীনতায় উন্নততর জীবনমান প্রতিষ্ঠাকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; যেহেতু সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘের সহযোগিতায় মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধিকারসমূহের প্রতি সার্বজনীন শ্রদ্ধা ও মানবতা বৃদ্ধি অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ; যেহেতু সকল অধিকার ও স্বাধিকারের ব্যাপারে একটি সাধারণ সমঝোতা ও উক্ত অঙ্গীকার সম্পূর্ণরূপে আদায় করার জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

এক্ষণে, তাই সাধারণ পরিষদ সকল জাতি ও জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির একটি সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে জারি করেছে এই মানবিধারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র।

ঐ লক্ষ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ মানবিক অধিকারসমূহের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রকে সর্বদা স্মরণ রেখে শিক্ষাদান ও জ্ঞান প্রসারের মাধ্যমে এ সকল অধিকার ও

স্বাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রগতিশীল ব্যবস্থাদির দ্বারা সমস্যা রাষ্ট্রসমূহের অধিবাসীবৃন্দ উভয়ের মধ্যে ঐসব অধিকার ও স্বাধিকারের সার্বজনীন ও কার্যকর স্বীকৃতি ও মানবতা অর্জনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাবে।

ধারা-১ : বন্ধনহীন অবস্থায় এবং সমমর্যাদা ও অধিকারাদি নিয়ে সকল মানুষই জন্মগ্রহণ করে। বুদ্ধি ও বিবেক তাদের অর্পণ করা হয়েছে এবং ভ্রাতৃত্ববোধ মনোভাব নিয়ে তাদের একে অন্যের প্রতি আচরণ করা উচিত।

ধারা-২ : যে কোনো প্রকার পার্থক্য যথা জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী, পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ঘোষণা পত্রে উল্লিখিত সকল অধিকার ও স্বাধিকারে স্বত্ববান। অধিকন্তু কোনো ব্যক্তি যে দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসী, তা স্বাধীন অছিভুক্ত এলাকা, অস্বায়ত্তশাসিত অথবা অন্য যে কোনো প্রকার সীমিত সার্বভৌমের মধ্যে থাকুক না কেন, তার রাজনৈতিক সীমানাগত ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোনো পার্থক্য করা চলবে না।

ধারা-৩ : প্রত্যেকেরই জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

ধারা-৪ : কাউকে দাস হিসেবে বা দাসত্বে রাখা চলবে না, সকল প্রকার দাস প্রথা ও দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে।

আরা-৫ : কাউকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তি ভোগে বাধ্য করা চলবে না।

ধারা-৬ : আইনের সমক্ষে প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা-৭ : আইনের কাছে সকলেই সমান এবং কোনোরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে সকলেরই আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। এই ঘোষণাপত্র লঙ্ঘনকারী কোনো রূপ বৈষম্য বা এই ধরনের বৈষম্যের কোনো উস্কানির বিরুদ্ধে সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার সকলেরই আছে।

ধারা-৮ : যে কার্যাদির ফলে শাসনতন্ত্র বা আইন কর্তৃক প্রদত্ত মৌল অধিকারসমূহ লঙ্ঘন হয়, সেগুলোর জন্য উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালতের মারফত কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

ধারা-৯ : কাউকে খেয়াল খুশিমত গ্রেফতার; আটক করা অথবা নির্বাসন দেয়া যাবে না।

ধারা-১০ : প্রত্যেকেরই তার অধিকার ও দায়িত্বসমূহ এবং অভিযুক্ত হলে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। এমন গণআদালত কর্তৃক আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

ধারা-১১

ক. যে কেউ কোনো দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে এমন গণআদালত কর্তৃক আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. কাউকেই কোনো কাজ বা ত্রুটির জন্য দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না, যদি সংঘটনকালে যতটুকু শাস্তি প্রযোজ্য ছিল তার চেয়ে অধিক শাস্তি প্রয়োগ চলবে না।

ধারা-১২ : কাউকে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ি বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল খুশিমত হস্তক্ষেপ অথবা সম্মান ও সুনামের ওপর আক্রমণ করা চলবে না।

ধারা-১৩

ক. প্রত্যেক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল বা বসতি স্থাপনের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেরই নিজ দেশসহ যে কোনো দেশ ছেড়ে যাওয়ার ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

ধারা-১৪

ক. নির্যাতন এড়ানোর জন্য প্রত্যেকেরই অপর দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা ও ভোগ করার অধিকার সত্যিকারভাবে উদ্ভূত নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রার্থনা করা নাও যেতে পারে।

ধারা-১৫

ক. প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে।

খ. কাউকেই যথেচ্ছভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা অথবা তাকে জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অস্বীকার করা চলবে না।

ধারা-১৬

ক. পূর্ণবয়স্ক এবং পুরুষ ও নারীদের জাতিগত, জাতীয়তা অথবা ধর্মের কারণে কোনো সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে বিবাহ করা ও পরিবার গঠনের অধিকার রয়েছে। বিবাহের ব্যাপারে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদকালে তাদের সম অধিকার রয়েছে।

খ. কেবল বিবাহ ইচ্ছুক পাত্রপাত্রীর অবাধ ও পূর্ণ সম্মতির দ্বারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে।

গ. পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক গোষ্ঠী; সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার এর রয়েছে।

ধারা-১৭

ক. প্রত্যেকেরই একাকী এবং অপরের সহযোগিতায় সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়ালখুশিমত বঞ্চিত করা চলবে না।

ধারা-১৮ : প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। নিজ ধর্ম অথবা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতা এবং একা অথবা অপরের সাথে যোগসাজশে ও প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস শিক্ষাদান, প্রচার উপাসনা ও পালনের মাধ্যমে প্রকাশ করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা-১৯ : প্রত্যেকেরই মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে; বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং যে কোনো উপায়াদির মাধ্যমে ও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষ তথ্য মতামত সন্ধান, গ্রহণ ও জ্ঞান করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা-২০

ক. প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. কাউকে কোনো সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা-২১

ক. প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেরই নিজ দেশের সরকারি ক্ষমতার ভিত্তি হবে; এই ইচ্ছা সার্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নৈমিত্তিকভাবে এবং প্রকৃত নির্বাচন দ্বারা ব্যক্ত হবে। গোপন ব্যালট অথবা অনুরূপ অবাধ ভোট দান পদ্ধতিতে এরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা-২২ : সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে; প্রত্যেকেই জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের সংগঠনের ও সম্পদ অনুসারে তার মর্যাদা ও অবাধে ব্যক্তিত্ব বিকাশে অপরিহার্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায় করার জন্য স্বত্ববান।

ধারা-২৩

ক. প্রত্যেকেরই কাজ করার, অবাধে চাকরি নির্বাচনের, কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল অবস্থা লাভের এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হবার অধিকার রয়েছে।

খ. প্রত্যেক্যেরই কোনো বৈষম্য ব্যতিরেকে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

গ. প্রত্যেক কর্মীর তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক এবং প্রয়োজনবোধে সেই সঙ্গে সামাজিক সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থাদি লাভের অধিকার রয়েছে।

ঘ. প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

ধারা-২৪ : প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার রয়েছে। কাজের সময়ের যুক্তসঙ্গত সীমা ও বেতনসহ নৈমিত্তিক ছুটি এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা-২৫

ক. নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের নিমিত্ত পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবামূলক কার্যাদির, সুযোগ এবং বেকারত্ব, পীড়া অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য, অথবা অনিবার্য কারণে জীবন যাপনে অন্যান্য অপরাগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এ অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

খ. মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী। বৈবাহিক বন্ধনের ফলে বা বৈবাহিক বন্ধনের বাইরে জন্মগ্রহণকারী সকল শিশুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে।

ধারা-২৬

ক. প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লক্ষ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমভাবে উম্মুক্ত থাকবে।

খ. ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও সকল জাতি, বর্ণ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধুত্ব উন্নয়ন এবং শান্তি

রক্ষার্থে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতা দেখা হবে তা পূর্ব থেকে বেছে নেয়ার অধিকার পিতামাতার রয়েছে।

ধারা-২৭

ক. প্রত্যেকেরই গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণ, শিল্পকলা চর্চা করা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফলসমূহের অংশীদার হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেই বিজ্ঞান, সাহিত্য অথবা শিল্পকলাভিত্তিক সৃজনশীল কাজ থেকে উদ্ভূত নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থসমূহ রক্ষণের অধিকার রয়েছে।

ধারা-২৮ : প্রত্যেকেই এমন একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার জন্য স্বত্ববান যেখানে এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ পূর্ণভাবে আদায় করা যেতে পারে।

ধারা-২৯

ক. প্রত্যেকেরই এমন সমাজের প্রতি কর্তব্যাদি রয়েছে, কেবল যার অন্তর্গত হয়েই তার ব্যক্তিত্বে অবাধ ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

খ. স্বীয় অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ প্রয়োগ কালের প্রত্যেকেরই শুধু ঐ ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকবে যা কেবল অপরের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের যথার্থ স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা নিশ্চিত করা এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা,

গণশৃঙ্খলা ও সাধারণ কল্যাণের ন্যায্য প্রয়োজনসমূহ মিটানোর উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা নিরূপিত হয়।

গ. এই সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগকালে কোনো ক্ষেত্রেই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি লঙ্ঘন করা চলবে না।

ধারা-৩০ : এই ঘোষণায় উল্লেখিত কোনো বিষয়কে এরূপভাবে ব্যাখ্যা চলবে না যাতে মনে হয় এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত কোনো অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে কোনো রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তি বিশেষের আত্মনিয়োগের অধিকার রয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে বিশ্ব মানবাধিকার সনদ

১. **মানবাধিকার কী?**

উত্তর : জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত মানবাধিকারের সংজ্ঞা হচ্ছে 'মানুষের এমন কতিপয় জন্মগত অধিকার ও অনস্বীকার্য চাহিদা, যেগুলো মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেককে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য অতীব প্রয়োজনীয় এবং যেগুলো মানুষের আত্মিক চাহিদা মেটায়।

২. **মানবাধিকার ধারণার আদি ভিত্তি কী?**

উত্তর : সপ্তম শতাব্দীতে মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক প্রণীত 'মদীনা সনদ'।

৩. **মানবাধিকারের প্রথম চার্টার কী?**

উত্তর : The Megna Carta (ম্যাগনাকার্টা)।

৪. **ম্যাগনাকার্টা কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?**

উত্তর : ১২১২ সালে ব্রিটেনের রাজা জনের শাসনামলে।

৫. **ব্রিটেনের পার্লামেন্ট কত সালে 'ম্যাগনাকার্টা' অনুমোদন করে?**

উত্তর : ১৩৫৫ সালে।

৬. **কত সালে পিটিশন অব রাইটস The Pettion of Rights স্বাক্ষরিত হয়?**

উত্তর : ১৬২৮ সালে।

৭. **১৮৬৯ সালে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কোন বিল স্বাক্ষরিত হয়?**

উত্তর : The English Bill of Rights।

৮. **The Virhina Declaration কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?**

উত্তর : ১৭৭৬ সালের ১২ জুন।

৯. ১৯৭৬ সালে উত্তর আমেরিকার ১৩টি ঔপনিবেশিক দেশের প্রতিনিধিরা যে মানবাধিকারের ঘোষণা প্রণয়ন করেন তার নাম কী?

উত্তর : ডিকারেশন অব ইনডিপেন্ডন্স।

১০. 'ডিকারেশন অব দি রাইটস অব ম্যান অ্যান্ড সিটিজন' কত সালে এবং কোথায় প্রণীত হয়?

উত্তর : ১৭৮৯ সালে, ফ্রান্সে।

১১. জাতিসংঘ কর্তৃক 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র' (Universal Declaration of Human Rihts) কত সালে গ্রহীত হয় এবং কতটি ধারা রয়েছে?

উত্তর : ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর, এতে মোট ধারা রয়েছে ৩০টি।

১২. মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে কয়টি রাষ্ট্র ঘোষণার পক্ষে ভোট দেয়?

উত্তর : ৪৮টি রাষ্ট্র।

১৩. কয়টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে?

উত্তর : ৮টি রাষ্ট্র।

১৪. মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার স্বীকৃতি হয় কোন কোন ধারায়?

উত্তর : ২২ থেকে ২৭ ধারা পর্যন্ত মোট ৬টি ধারায়।

১৫. ১৯৪৮ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত জাতিসংঘের মানবাধিকার সম্পর্কিত কতটি দলিল ও কনভেনশন প্রণীত ও গৃহীত হয়েছে?

উত্তর : ৬০টি।